www.dainikstatesmannews.com



प्रिनिक अनु अनु কলকাতা শিলিগুড়ি ২৬ চৈত্র ১৪২৯ সোমবার ১০ এপ্রিল ২০২৩ ৮ পৃষ্ঠা https://m.facebook.com/DainikStatesmanofficial/

রিঙ্কু সাইক্লোনে জয় পেল কেকেআর – ৭

দভি কান্ডের জের, অপসারিত দক্ষিণ দিনাজপুরে মহিলা তৃণমূল সভাপতি – ৩

সেপ্টেম্বর থেকে ফের বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি কুর্মিদের – ৫

https://mobile.twitter.com/statesmandainik?lang=en

রোনাল্ডোর রেকর্ড ভাঙলেন মেসি – ৮

সূর্যোদয় — ৫ টা ২৬ মিনিট সূর্যান্ত — ৫ টা ৫২ মিনিট

আগামী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, সকালের দিকে মেঘলা আকাশ। যেকোনও সময় বৃষ্টি হতে পারে। দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।

দিনের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ ৩৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৭৮ শতাংশ; সর্বনিম্ন ২৬ শতাংশ বৃষ্টিপাত (গত ২৪ ঘণ্টায়)

কলকাতায় আরও এক প্রেক্ষাগৃহ উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্ৰী



চললে আগামী ১৩ এপ্রিল কলকাতায় নতুন প্রেক্ষাগৃহ উদ্বোধন করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী ১৫ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। তার আগেই এই প্রেক্ষাগৃহের দ্বারোদঘাটন করতে চেয়েছিল পূর্ত দফতর। প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের কাছে উদ্ধোধনের সময় চেয়েছিল তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর উদ্বোধনের জন্য সময় বরাদ্দ করায় শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতির কাজ চলছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে শেষ পর্যায়ের কাজও সম্পন্ন হয়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই ছ'তলা প্রেক্ষাগৃহে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার মেট্রিক টন ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছে। শিলান্যাসের সময়ই এই প্রেক্ষাগৃহের নাম 'ধনধান্য' রাখার কথা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুরে এই নতুন প্রেক্ষাগৃহটি তৈরি করেছে রাজ্য সরকারের পূর্ত দফতর। প্রেক্ষাগৃহটি তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে। পূর্ত দফতর এই অত্যাধুনিক প্রেক্ষাগৃহটি তৈরি করলেও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হিডকোকে। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুর এলাকায় তৈরি হয়েছে এই প্রেক্ষাগৃহটি। প্রেক্ষাগৃহটি তৈরি হয়েছে শঙ্খের ধাঁচে। ছয়তলার এই প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে ২ হাজার আসন বিশিষ্ট একটি সভাঘর। সঙ্গে রয়েছে ৫৪০ সিটের আরও একটি সভাগৃহও। ৩০০ মানুষ বসার একটি 'স্ট্রিট থিয়েটার'ও রয়েছে। এ ছাড়া সব রকম অত্যাধূনিক পরিষেবাযুক্ত নতুন এই প্রেক্ষাগৃহে থাকবে পৃথক পৃথক বিভাগ। অনুষ্ঠান করার জন্য ব্যাঙ্কোয়েট, ফুড পার্কের ব্যবস্থা রাখা হবে। প্রেক্ষাগৃহের নীচের তলায় দু'টি ভাগে রয়েছে গাড়ি পার্কিংয়ের বন্দোবস্ত। দু'টি ভাগে

২৫০টি গাড়ি একসঙ্গে রাখা যাবে।

তপনের 'দণ্ডি' বিতর্কে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

ययणत जिल्हा निष्य ञन्द्रञ्चेन (जलाश्र ७८७नू

খায়রুল আনাম

তীব্র দাবদাহে গনগনে আগুনের মতো যখন জ্বলছে

জেলা তখন, আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটের অঙ্ক কষতে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলের কুশীলবরা। পেশীশক্তির আস্ফালন থেকে লাগামহীন ভাষা সন্ত্রাসে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছেন জেলা বীরভূমের মানুষ। গণতন্ত্রের শৃঙ্খালা আর শালীনতাবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে মঞ্চেই চলছে 'ঠ্যাং ভেঙে' দেওয়ার হুমকি। তাই এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর রবিবার ৯ এপ্রিলের মুরারইয়ের কোস্তরা মাঠের 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস' শ্লোগানের সৌজন্য ও সম্প্রীতি সমাবেশকে ঘিরে কৌতূহল ও উত্তেজনা ছিলো চরমে। বগটুই গণহত্যার প্রথম বর্ষপূর্তিতে ২১ মার্চ শুভেন্দু অধিকারী বগটুইয়ে এসেছিলেন বিজেপি নির্মিত শহিদ বেদি উদ্বোধন করতে। বিগত বছরের ২১ মার্চ রাত্রে বডশাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান বগটুই গ্রামের শেখ ভাদুকে খুন করা হয় বোমা মেরে। আর তারই বদলা নিতে শেখ ভাদর অনুগামীরা একটি ঘরে আশ্রয় নেওয়া দশজন মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। বগটুই গণহত্যার বর্ষপূর্তিতে এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় নিহতদের বাড়িতে গেলে তাঁকে বাড়িতে তো ঢুকতেই দেওয়া হয়নি এমন কী, তিনি বাডির যেখানে পা রেখেছিলেন, সেই জায়গা 'অপবিত্ৰ' হয়েছে বলে সেই জায়গা জল-ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছেন বাড়ির মহিলারা। দশটি শহীদ পরিবারের মধ্যে নয়টি শহীদ পরিবার সেদিন হাজির হয়েছিলেন শুভেন্দ অধিকারীর সভায়। এদিন সেই প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সেদিন বগটুইয়ের মানুষ যা করেছেন, তাকে আমি সালাম জানাই। তোলামূল আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেদিন বগটুইয়ের মানুষ ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়েচ্ছেন। এরাই পুলিশকে দিয়ে বাড়ির তিন তলার ছাদ থেকে আনিস খানকে মেরেছে। মুখ্যমন্ত্রী ফেসবুক, টুইটারে সর্বদা মন্তব্য করেন। অথচ বগটুই নিয়ে এবার কোনও মন্তব্য করেননি কেন? উনি হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের রাজনীতি করেন। এখানে হিন্দু-মুসমান সবাই রেশনে চাল, গম-সহ অন্যান্য সামগ্রী পান। এতে কোনও ভেদাভেদ নেই। অথচ, মুখ্যমন্ত্রী আর তাঁর 'তোলাবাজ ভাইপো' এনিয়ে বিভেদ ও বিভ্রান্তি ছড়াচেছন। এজেলায় পাথর, বালি থেকে যেখানে ১০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হওয়ার কথা, সেখানে আদায় হচ্ছে মাত্র ১ হাজার কোটি টাকা। বাকিটা 'তোলাবাজ' ভাইপো খেয়ে নিচ্ছে। আর খেলা, মেলা করে রাজ্যের কোষাগারকে শুন্য করে

এদিন মঞ্চে উঠে শুভেন্দু অধিকারী তাঁর থপথপে সাদা পাঞ্জাবির উপরে ইংরেজিতে 'নো ভোট টু মমতা' লেখা একটি গেঞ্জি চড়িয়ে নিয়ে তাঁর বক্তৃত্বা শুরু করেন। সেইসাথে তিনি পরিবারবাদ ধ্বংস হোক, দুর্নীতি ধ্বংস হোক, তোষণরাজ খতম হোক বলে শ্লোগানও দেন। এবং তিনি ডবল ইঞ্জিন



রাজনীতিতে দেখা গিয়েছে, বিজেপি যেখানে সভা করে, সেখানেই পাল্টা সভা করে শাসক শিবির। এক্ষেত্রে কী হবে. সেটাই এখন দেখার। তিহাড় জেলে বন্দি বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের জেলার দায়িত্ব চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিজে নিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি মাসে তাঁর বীরভূমে আসার সম্ভাবনাও রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে শুভেন্দ্ অধিকারীর এই আগাম সভা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই রাজনৈতিক দিক থেকে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের 'দণ্ডি' বিতর্কে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দোষীদের বিরুদ্ধে তফশিলি এবং আদিবাসী আইনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানালেন তিনি। এবিষয় ট্যুইট করে শুভেন্দু বলেন, 'রাষ্ট্রপতি যেখানে সুখোই বিমানে চড়ছেন। সেখানে বালুরঘাটে বিজেপি যোগদানের শাস্তি দিতে দণ্ডি কাটানো হয়েছে।'

দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার অপরাধে চার মহিলাকে দণ্ডি কাটানোর অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ওঠে, তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আগে চার আদিবাসী মহিলাকে দীর্ঘ পথ দণ্ডি কেটে আসতে হয়েছে। অবশ্য তৃণমূল এই ঘটনা অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, বিবেকের দংশনে ঘুমোতে না-পেরে, দণ্ডি কেটে এসে তৃণমূলে যোগদান করেছেন ওই জন ইতিমধ্যেই দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে দণ্ডি

বিতর্কের জেরে সরানো হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের মহিলা তৃণমূলের জেলা সভানেত্রীকে। প্রদীপ্তা চক্রবর্তীর জায়গায় মহিলা তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী হলেন স্নেহলতা হেমব্রম।

শনিবার ওই গ্রামে যান তপনের বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু। গ্রামের পরিস্থিতি থমথমে থাকায়, কেউ মুখ খুলতে চাননি।

অন্য দিকে, এদিন এই ঘটনার প্রতিবাদে বালুরঘাটে পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে

মিছিল করে এসে পলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যায় তাঁরা। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আটকে দেওয়ায়, এসপি অফিসের সামনে বসে পড়েন বিক্ষোভকারীরা।

ওদিকে এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যের বিরোধিতায় সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তপনে 'দণ্ডি' বিতর্কে জাতীয় তফশিলি কমিশনকে তফশিলি ও আদিবাসী আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

ওদিকে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের এই ঘটনায় তৃণমূলকে নিশানা করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। টুইট করে তিনি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার তপনের গোফানগরের ওই চার মহিলা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। একদিনের মধ্যে তৃণমূলের গুন্ডারা ওই আদিবাসী মহিলাদের ভয় দেখিয়ে দলে ফিরতে বাধ্য করেছে। শাস্তি হিসেবে ওই মহিলাদের দিয়ে দণ্ডি কাটানো হয়েছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের অপমান করার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে গর্জে ওঠার ডাক দিয়েছিলেন তিনি।

অবশ্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তীর দাবি, '২০০ জন নয় তার থেকে অনেক কম সংখ্যক মহিলা গতকাল যোগদান করেছে। যাদের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলাই ভুল বুঝতে পেরে আবার তৃণমূলে ফিরতে চাইছে। এদের মধ্যে চারজন মহিলা গতকাল রাতে বিবেকের দংশনে ঘুমোতে না পেরে দণ্ডি কেটে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন। আগামী দিনে বাকি মহিলারাও তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাঁদের আবার দলে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।'

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই বিজেপিতে যোগদানের অপরাধে চার মহিলাকে দণ্ডি কাটানোর অভিযোগে উত্তাল হয়ে ওঠে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন। তপনের গোফানগরের গ্রামবাসীদের দাবি, এই ঘটনার পর তৃণমূলে যোগ দিয়ে উধাও হয়ে যান

দিল্লিমুখী ডিএ আন্দোলনকারীদের কটাক্ষ কুণালের

'किट्मुत वरकश' निरंश नीत्रव, বিজেপির সাহায্যে দিল্লিতে নাটক করতে যাচ্ছেন'

নিজস্ব প্রতিনিধি— দিল্লির যন্তর মন্তরে ডিএ নিয়ে আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা। এবার দিল্লিমুখী সরকারি কর্মচারীদের লক্ষ্য করে কটাক্ষ ছুঁড়লেন তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি কটাক্ষের সুরে জানিয়েছেন, কেন্দ্রের বকেয়া নিয়ে তাঁরা নীরব অথচ বিজেপির সাহায্য নিয়ে সেখানে নাটক করতে যাচ্ছেন।

রবিবার বিকেলে রাজধানী এক্সপ্রেস ও দুরন্ত এক্সপ্রেসে চডে আরও ২৫০ জন আন্দোলনকারী দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা

এদিন দিল্লিমুখী সরকারি কর্মচারীদের কটাক্ষ করে কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিজেপির পৃষ্ঠপোষকতায় থেকে দিল্লির দরবারে নাটক করতে যাচ্ছেন। ডিএ আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রের বকেয়া নিয়ে নীরব। আন্দোলনকারীরা কেন বাংলার বকেয়া নিয়ে সরব হচ্ছেন না?'

ওদিকে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ জানিয়েছে, আমরা প্রথম থেকেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। হাইকোর্টের মুখ্যসচিব বা অর্থসচিবকে বৈঠকে বসতে বললেও, সরকারের তরফে এখনও কোনও বার্তা মেলেনি।

অবশ্য কুণালের এই কটাক্ষের জবাবও দিয়েছেন বিরোধী দলের নেতারা। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বকেয়া কোনটা, দাবি কোনটা সেসব বোঝেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। একদিকের টাকা অন্য জায়গায় খরচ করেছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্র বারবার বলছে হিসাব দাও টাকা নাও, রাজ্য বলছে হিসাব দেবে না। রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা মনে করেছেন যে, তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। তাই তাঁরা আন্দোলন করছেন। কার কাছে তাঁরা দুঃখের কথা জানাবেন, সেটা তাঁদের ব্যাপার। এই সরকার চলে যাওয়ার পর নতুন সরকার এলে, সারা ভারতে অন্য রাজ্যের কর্মচারীরা যে হারে ডিএ পাচেছন, সেই হারেই এরাজ্যের কর্মচারীরাও ডিএ

ওদিকে সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'ডিএ চেয়ে কর্মীরা বহুদিন ধরে লড়াই করেছেন। তাঁরা আদালতে গিয়েছেন। আদালত যা বলেছে তার বিরুদ্ধে কর্মীদের দাবিকে। মান্যতা না-দিয়ে আইনি লড়াই লড়ছে সরকার। তখনও তো কুণাল ঘোষেরা বলেননি যে, সেই দাবি মেনে নেওয়া হবে। তাছাড়া ডিএ-র দাবি আর বকেয়ার দাবি তো এক নয়। কত পরিমাণ টাকা বকেয়া তা বলছে না-তো। আমরা বলেছিলাম তো কী কী বকেয়া আছে আমাদের বলুন। আমরা আইনি লড়াইয়ে আদায় করব। ধর্না করে আদায় হয় না। তার জন্য আলাদা আইনি লড়াই প্রয়োজন।'

এবিষয় কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচি বলেন, 'নাটকের সব থেকে বড় উদাহরণ কুণাল ঘোষ। এই আন্দোলনের প্রতি কখনও কোনওরকম সহানুভূতি রাজ্য দেখিয়েছেন? কখনও কুকুরের সঙ্গে তুলনা করছেন, কখনও চোর-ডাকাত বলছেন। কুণাল ঘোষ যে নাটকীয়তায় অভ্যস্ত, এই আন্দোলনকারীরা সেই নাটকীয়তায় অভ্যস্ত নন।'

প্রসঙ্গত, বকেয়া ডিএ-র দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মীদের অবস্থান-বিক্ষোভ রবিবার ৭৩ দিন পড়ল। আন্দোলনকারীদের

কড়া ব্যবস্থা নিতে পারে নবান

নিজস্ব প্রতিনিধি— ডিএ র দাবিতে আগামী ১০ এবং ১১ তারিখে দিল্লির যন্তর মন্তরে ধর্না দেবেন ৫০০ জন রাজ্য সরকারি কর্মচারী। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে ওই সরকারি কর্মচারীদের একাংশ পৌঁছে গিয়েছে রাজধানীতে। দিল্লিতে গিয়ে যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী ধর্না কর্মসূচিতে অংশ নেবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া নেওয়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে নবান্ন।

রবিবার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস ধরে আরও ৩০০ জন সরকারি কর্মচারী দিল্লি পাড়ি দিচেছন, সোম এবং মঙ্গলবার দিল্লিতে ধর্না দেওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উপরাষ্ট্রপতি, জগদীপ ধনখড়, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর নির্মলা সীতারামন ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দেবেন তাঁরা। রাজ্য সরকার মনে করছে, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের রাজধানীতে গিয়ে ধর্না দেওয়ার কর্মসূচির নেপথ্যে ইন্ধন রয়েছে বিরোধীদের। তা ছাড়া বার বার ডিএ-র দাবিতে কখনও কর্মবিরতি, কখনও বা প্রশাসনিক ধর্মঘট, কখনও বা রাজ্যের বাইরে গিয়ে ধর্না দেওয়ার কর্মসূচির ফলে সরকারি পরিষেবা দিতে অসুবিধা হচ্ছে বলেই মনে করছে রাজ্য সরকার। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষপাতী নবান্নের একাংশ। যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের আহ্বায়ক তাপস চক্রবর্তীর বক্তব্য, "আমরা জেনেছি, রাজ্য সরকার প্রায় ১০০ জন সংগ্রামী মঞ্চের সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। সে ক্ষেত্রে বদলির কথা ভাবা হচ্ছে বলে আমরা জেনেছি। আমরা তো আমাদের দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন করছি। তা ছাডা আদালত তো আমাদের সঙ্গে সরকার পক্ষের আলোচনায় বসার নির্দেশ দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকার পক্ষের তরফে এখনও কোনও সদূত্র মেলেনি।"

পাল্টা কটাক্ষ করে তৃণমূল কর্মচারী ফেডারেশনের নেতা প্রতাপ নায়েক বলেন, যাঁরা ডিএ-র দাবিতে দিল্লিতে ধর্না দিতে যাচ্ছেন, সেই কর্মচারীদের উদ্দেশে আমরা বলব, তাঁরা যেন রাজ্য সরকারের প্রাপ্যের বিষয়ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সরব হন। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের এক লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে। নিজেদের দাবির সঙ্গে তাঁরা যেন রাজ্যের এই দাবিটিকেও রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে তুলে ধরেন।

বিতীয় দল এখন দিল্লিমুখী। রবিবার বিকেলে রাজধানী এক্সপ্রেস ও দুরন্ত এক্সপ্রেসে চড়ে আরও ২৫০ জন আন্দোলনকারী দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। পাশাপাশি, শহিদ মিনারেও ধর্না কর্মসূচি চলবে বলেই জানা যাচেছ।



প্রচণ্ড দাবদাহে নদীর জলেই শান্তি। আহিরিটোলায় গঙ্গার ঘাটের ছবি। —দিলীপ দত্ত

রাজু ঝাঁ খুনে অধরা দুষ্কৃতীরা, কলিং অ্যাপে যোগাযোগ ?

নিজস্ব প্রতিনিধি, শক্তিগড়ে দুস্কৃতিদের হাতে নিহত তদন্তকারী সংস্থা আধুনিক হয়েছে। বেশ কিছু খুন, রাজু ঝা খুনে এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তবে তদন্তে পুলিশ কিছুটা এগিয়েছে বলে জানা গেছে। প্রযুক্তি এগিয়েছে। অপরাধ দমনে তদন্তকারী সংস্থাগুলিও আধুনিক হয়েছে তাল মিলিয়ে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে তার থেকেও কয়েক কদম এগিয়ে থাকছে অপরাধজগতের লোকজন। এই কয়েক কদম এগিয়ে থাকাই অপরাধী ও অপরাধ দমনের মধ্যে যোজন দূরত্ব গড়ে দিচেছ। সাম্প্রতিক কালে ব্যাংক ডাকাতি-সহ কয়েকটি বড অপরাধের তদন্তে এই ফারাকটা বড্ড প্রকট হয়েছে। কয়লা মাফিয়া রাজ ঝা হত্যাকাণ্ডেও অপরাধীদের পরিকল্পনা মাফিক আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার তদন্তকারীদের কাজকে কঠিন করে তুলেছে। আততায়ীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগে বিশেষ কলিং অ্যাপের সহায়তা নিয়ে থাকতে পারে। মোবাইল টাওয়ার গেম্পিং বা কল ডিটেল রেকর্ড (সিডিআর) থেকে তদন্তকারীরা বিশেষ সুবিধা না পাওয়ায় তেমন সম্ভাবনাই উঠে আসছে। সাইবার প্রযুক্তি উন্নয়নে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সহ বিভিন্ন

োকাতি বা সাইবার প্রতারণার ঘটনার কিনারায় সাফল্যও এসেছে। সেক্ষেত্রে পুলিশের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ছিল মোবাইল নম্বর ট্র্যাকিং করা। কোনও একটি নির্দিষ্ট জায়গার মোবাইল টাওয়ারের অপরাধ সংগঠিত হওয়ার আগে ও পরের একটা সময়ের মধ্যে কতগুলি মোবাইল থেকে ফোন করা হয়েছিল সেই তথ্য (ডাম্পিং) গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তদন্তের কাছে। তার পর অপরাধীদের পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য পথের বিভিন্ন মোবাইল টাওয়ারের মোবাইলের োম্পিং সংগ্রহ করে অপরাধীদের সম্ভাব্য নম্বরটি চিহ্নিত করা হয়। সেই নম্বরের লোকেশন ট্র্যাক করে অপরাধীকে ধরা হয়। একইসঙ্গে তার মোবাইল নম্বরের কল ডিটেল রেকর্ডস (সিডিআর) সংগ্রহ করেন তদন্তকারীরা। তার ভিত্তিতে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত বাকিদেরও চিহ্নিত করতে পারেন তদন্তকারীরা। পুলিশ তথা বিভিন্ন তদন্তকারীদের এই পদ্ধতিতে 'সাফল্য' কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের কাছে সাবধানবাণী হয়ে গিয়েছে। তাই মোবাইল নম্বরই আর ব্যবহার করছে না

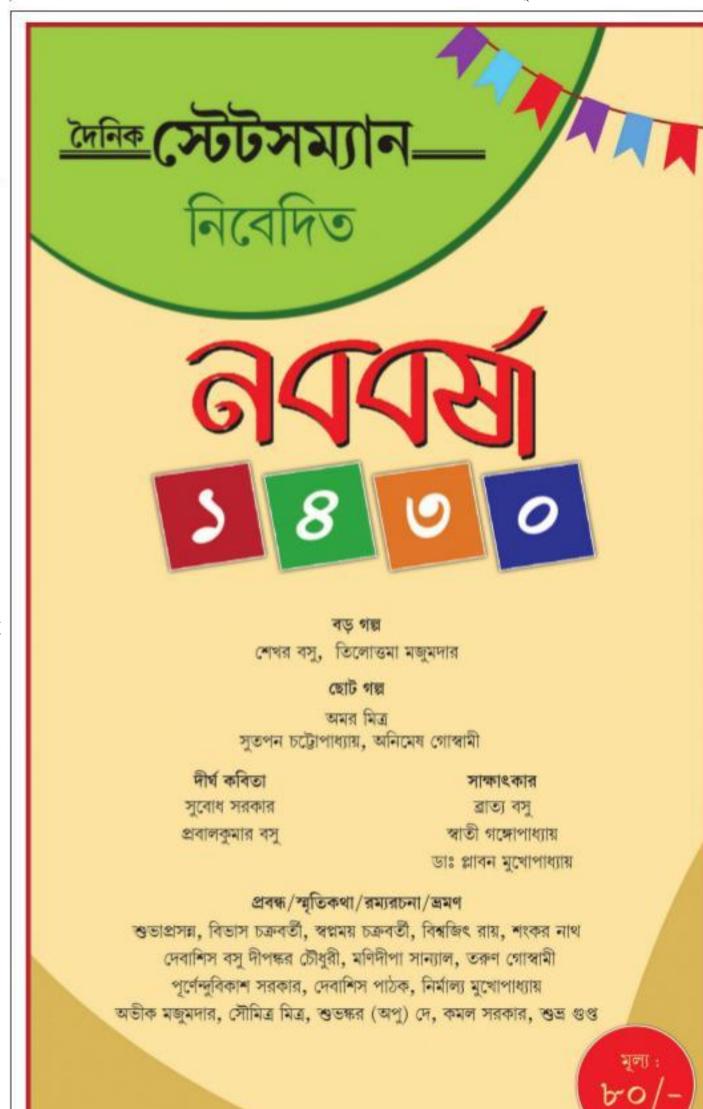
অপরাধজগতের লোকজন। সঙ্গে মোবাইল সেট থাকলেও তার মোবাইল নম্বর থেকে ফোন করা বা ধরার কাজ করছেনা তারা। এটা না করলে মোবাইল টাওয়ারে সেই নম্বরের কোনও গেম্পিং হবে না। অর্থাৎ পুলিশ ওই নির্দিষ্ট জায়গায় মোবাইল টাওয়ার থেকে অপরাধীদের সম্ভাব্য মোবাইল নম্বর পাবে না। এখন অপরাধীরা নিজেদের মধ্য যোগাযোগ রাখতে 'অত্যাধুনিক কলিং অ্যাপ'-এর সাহায্য নিচ্ছে। যা এখনও সর্বসাধারণ তো বটেই সাইবার অপরাধ দমনে যুক্তদের কাছেও হয়তো অপরিচিত। এই সব অ্যাপের মাধ্যমে কথাবার্তা হলে তা ট্র্যাক করা কার্যত অসম্ভবের পর্যায়ে চলে যাচেছ তদন্তকারীদের কাছে। গত সপ্তাহে পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ের কাছে খুন হয়েছিলেন রাজু ঝা। আততায়ীরা একটি নীল গাড়িতে করে এসে গুলি করে খুন করে রাজুকে। গাড়িতে থাকা রাজুর সঙ্গী ব্রতীন মুখোপাধ্যায়ের হাতে গুলি লেগেছিল। গাড়িতে গরুপাচার মামলায় সিবিআইয়ের খাতায় ফেরার আবদুল লতিফও ছিল।

এরপর পাঁচের পৃষ্ঠায়

'এবার যাওয়ার পালা...' কেন

বললেন ফিরহাদ হাকিম?

নিজস্ব প্রতিনিধি— অভিমানী সর ফিরহাদ হাকিমের গলায়। পার্কিং ফি ইস্য নিয়ে বিতর্কে মাঝেই হতাশার সূর ফিরহাদ হাকিমের গলায়। বললেন, '২৫ বছর ধরে মানুষের কাজ করছি। বয়স হচ্ছে, এবার যাওয়ার পালা।' তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। অনেকেরই মতে, পার্কিং নিয়ে অশান্তির জেরেই দলের উপর খানিকটা ক্ষুব্ধ পুরমন্ত্রী। রবিবার চেতলায় ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই গিয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম। সেখানে তিনি বলেন, '২৫ বছর ধরে মানুষের কাজ করছি। এখন বয়স হচ্ছে। আজ এক দাদাকে দাহ করে এলাম। একদিন আমাকেও চলে যেতে হবে। নতুনদের জায়গা করে দিতে হবে।' ফিরহাদ হাকিমের এই মন্তব্য নিয়ে কাঁটাছেঁডা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। অনেকেই দাবি, দলের প্রতি অভিমানের জেরেই এমন কথা। গত কয়েকদিন ধরেই পার্কিং ফি নিয়ে বিতর্ক চলছে। তবে প্রকাশ্যে এ বিষয়ে একটি শব্দও বলেননি ফিরহাদ। ওয়াকিবহলমহলের ধারণা ছিল, বিষয়টা একেবারেই ভালভাবে দেখছেন না পুরমন্ত্রী। এদিনের মন্তব্যের পর অনেকেরই ধারণা, দলের প্রতি অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ করলেন ফিরহাদ। যদিও বিষয়টাকে সেভাবে দেখতে নারাজ তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, 'এখানে বিতর্ক কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা উনি সিনিয়র নেতা। যা বলেছেন, জীবনদর্শনের কথা বলেছেন। সেটাকে অন্যভাবে দেখার কোনও কারণ নেই'।



Estate, Bhubaneswar-

statesmanbbsr@gmail.com

Delhistatesman@gmailcom

M-09438838880

751010.

SILIGURI

Spencer Plaza

18/19, 1st Floor,

Burdwan Road

Ph.: 9832082429

HYDERABAD

500004,

Above Vishal Mega Mart

Siliguri-734005, West Bengal

sil_statesman@yahoo.co.in

delhistatesman@gmailcom

KOLKATA Statesman House. 4, Chowringhee Square Kolkata-700 001 Apurba Chakravarty, M: 9830045650, Uttar Sarathi Guha Mojumder M: 9831528760

For Advertisement: statesmandisplay@gmail.co thestatesmanclassified@gmail.

delhistatesman@gmail.com For Editorial:

journo71@gmail.com

DELHI Statesman House. 148, Barakhamba Road, New Delhi-110 001 Tel: (011) 2331 5911, 43043793

delhistatesman@gmail.com Hiten Rathore hiten.statesman@gmail.com Mob: 9212192123

BHUBANESWAR

Plot 3A, Zone B, Sector A, Mancheswar Industrial

রাশিহাল

সোমবার, ১০ এপ্রিল

মেষরাশি– বিলম্বে কার্যসিদ্ধি ও দৃশ্চিন্তা

মুক্তি। কর্মজীবনে উন্নতি ও ভাগ্যোদয়ের

শুভ সঙ্কেত পেতে পারেন। গুহে বহুজন

সমাগম ও বিবিধ বিষয়ে আলোচনা।

আর্থিক অবস্থার উন্নতি। মহৎ হাদয়বৃত্তি

বৃষরাশি— বহু শ্রমযোগে কর্মে সাফল্য।

হিতকাঙ্খীর সহায়তায় অভাবনীয় সাধু

ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত সঙ্গলাভ। উপস্থিত

বৃদ্ধিতে কার্যসিদ্ধি। সন্তানের বিশেষ

বিকাশ লাভ। আইনঘটিত জটিলতার

মিথনরাশি– কাল্পনিক ভয় পরিত্যাগ

কর্কন। বহুদিনের প্রত্যাশাপরণের

সম্ভাবনা। প্রতিবেশীর মনোভাব

আশানুরূপ হবে। সন্তানের মেধার

বিকাশ। ব্যবসায়ে মুনাফা বৃদ্ধি লাভ।

কর্কটরাশি– সন্তানের মৌলিক চিন্তা ও

অধ্যক্ষ গবেষণায় কৃতিত্ব। মামলায়

জয়লাভের সম্ভাবনা। মহৎ হাদয়বৃত্তি ও

পরোপকারের চেষ্টা। একক প্রচেষ্টায়

ব্যবসায়িক উন্নতি। পরীক্ষায় সম্মানজনক

সিংহরাশি– কোনও কাজে অভাবনীয়

সাফল্য। ভাবাবেগের বশে কাজ করে

অনুতপ্ত হতে পারেন। হিতাকাঙ্খীর

বিদ্যায়

প্রতিযোগিতামূলক বিদ্যায় সাফল্য

অধিক। প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হলেও শুভপ্রদ।

কন্যারাশি– আইনঘটিত গোলযোগের

মীমাংসা। প্রতিবেশীর মনোভাব ও

পারিপার্শ্বিকতা বুঝে কাজ করুন।

বক্রপথে অর্থাগমের সুযোগ আসবে।

গুরুজনের প্রভাবে বৈষয়িক সঙ্কট থেকে

তুলারাশি— মামলায় অযথা জড়িয়ে

পড়তে পারেন। প্রজ্ঞাবান আনুকুল্য লাভ।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

আশাপ্রদ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়

लि विच

The Statesman

CLASSIFIED

TO BOOK

AN

ADVERTISEMENT

PLEASE CALL

ফললাভের সম্ভাবনা।

নতুন গৃহ নির্মাণের সুযোগ আসবে।

ও বহুজনের হিতার্থে স্বার্থত্যাগ

delhistatesman@gmail.com hyderabad@thestatesmangroup.com

The Statesman Limited

2nd Floor, UNI Building.

A.C. Guards, Hyderabad-

9866323009.9212192123

BANGALORE No. 68, First Floor, Gold

All other stations in India - Re. 1

লোকনাথ শাস্ত্ৰী

AIR-SURCHARGE; Kathmandu - Re. 2, Eastern Region - Re. 1

সাফল্যের আশা। সঙ্গ নির্বাচনে সতর্কতা বৃশ্চিকরাশি- সন্তানের সাফল্যে আনন্দিত হবেন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আশাপ্রদ। দ্বিমুখী সংশয় দুর করুন। বিতর্ক বিবাদ ও আপস রক্ষায় শান্তি। রাজনৈতিক দলের সান্নিধ্য লাভ। পরোপকারের বিশেষ স্বীকৃতি কল্যানজনক উদ্বুদ্ধ করবে। কাজের সূত্রে বিশেষ সফরের সুযোগ।

ধনুরাশি– অর্থ বিনিয়োগে ব্যবসায়িক সাফল্য। দুর্দিনে কোনও বন্ধকে পাশেশপেতে পারেন। নিষ্ঠা শ্রম অনুযায়ী আর্থিক উন্নতি হবে না। শারীরিক অপেক্ষাকৃত শুভপ্রদ। অতিরিক্ত উচ্চাশা বর্জন করুন। অতিক্রোধ সংযত করতে না পারলে বিপদের আশঙ্কা। যথ আয় তত্র ব্যয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে বাডতি প্রাপ্তির

মকররাশি— অর্থ বিনিয়োগে ব্যবসায়িক সাফল্য দুর্দিনে আর্থিক উন্নতি হবে না। শারীরিক অপেক্ষাকৃত শুভপ্রদ। অতিরিক্ত উচ্চাশা বর্জন করুন। অতিক্রোধ সংযত করতে না পারলে বিপদের আশঙ্কা। যত্র আয় তত্র বয়ে। পারিবারিক ক্ষেত্রে বাডতি প্রাপ্তির ইঙ্গিত। কুম্ভরাশি-- ভাতা ভগিনীর সহিত মতানৈক্যের অবসান। অসহয়নীয় অহেতৃক ব্যবসায়িক ঝামেলা। মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি সন্তোষজনক। অহেতুক উচ্চাশা দমন কৰুন। বৈষয়িক সঙ্কট থেকে মুক্তি। পারিবারিক অশান্তি হলেও পরিশেষে শুভপ্রদ।

মীনরাশি— আর্থিক শুভফলের আশা। প্রিয়জনের শিক্ষার উন্নতির যোগ। ব্যবসায়ে তীব্র সংঘাতের ফল। ধর্মচরণে অনুকুল পরিস্থিতির সন্ধান। শত্রুদমন পরিকল্পনা বর্জন করুন। ভাগ্য বাধা কাটিয়ে অবশেষে কর্মোন্নতির ইঙ্গিত। জ্ঞাতিবর্গের প্ররোচনায় অশান্তি। শারীরিক অপেক্ষাকৃত শুভপ্রদ।

দিনপঞ্জিকা

50 Residency Road

Bangalore-560025.

5, Kasturi Buildings,

Mumbai-400 020

Jamshedji Tata Road,

M-9212192123, Tel: (022)

delhistatesman@gmail.com

mumbai@thestatesmangroup.com

delhistatesman@gmail.com

delhistatesman@gmailcom

ranchi@thestatesmangroup.com

MUMBAI

35775450

LUCKNOW

Email:

RANCHI

2/2, Butler Palace

Near Jopling Road)

Mobile: 9212192123

Lucknow-226 001.

M-9212192123

Email:

Tel.; 080-9212192123

delhistatesman@gmail.com

bangalore@thestatesmangroup.com

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ২৬ চৈত্র ১৪২৯, ১০ এপ্রিল সোমবার ২০২৩। তিথি— (চৈত্ৰ কৃষ্ণ পক্ষ) চতুৰ্থী দং ৮/১ দিবা ঘ. ৮/৩৮। নক্ষত্র— অনরাধা দং ২০/৩৫ দিবা ঘ. ১/৩৯। অমৃতযোগ--দিবা ঘ. ৯/৩০ গতে ১২/৪৫ মধ্যে রাত্রি ঘ. ৮/০ গতে ১০/২১ মধ্যে পুনঃ ১১/৫৫ গতে ১/৩০ মধ্যে পনঃ ২/১৮ গতে ৩/৫২ মধ্যে। বারবেলা— ঘ. ৬/৪৩ গতে ৮/২২ মধ্যে পুনঃ ৩/১ গতে ৪/৪১ মধ্যে।

মদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা ২৬ চৈত্ৰ ১৪২৯. ১০ এপ্ৰিল সোমবার ২০২৩। তিথি— চত্থী দিবা ৮/৪। নক্ষত্র— দি বা অনু রাধা অমৃতযোগ— দিবা ৯/২৯ গতে ১২/৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭/৫৪ গতে ১০/১৮ মধ্যে ও ১১/৫৩ গতে ও ১/২৯ মধ্যে ও ২/১৭ গতে ৩/৫৩ মধ্যে। **কালবেলা**— ৭/০ মধ্যে ১২/৫৮ গতে ২/২৮

ইসলামি পঞ্জিকা ২৬ চৈত্র ১৪২৯, ১০ এপ্রিল. সোমবার ২০২৩। সুর্যোদয় ৫/২৬ সূর্যাস্ত ৫/৫২। তিথি— চতুর্থী দিবা ৮/৪। নক্ষত্র— অনুরাধা দিবা ১/১৭। সেহরী শেষ/ফজর শুরু ৪/১৫ ফজর শেষ ৫/৩০ জোহর ১০/৪৯ আসর ৩/৪১ ইফতার/ মাগরিব ৫/২৪ এশা

১/১९। মধ্যে ও ৩/৫৭ গতে ৫/২৭ মধ্যে।

বিজ্ঞপ্তি খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাব কলকাতা-৭০০০৬৯

পাবলিক নোটিশ

আগামী ২৯শে এপ্রিল, শনিবার, সন্ধ্যা ৬.৩০ ঘটিকায় উপরিউক্ত ঠিকানায় ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এতদারা সকল সদস্যবৃন্দকে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

সাধারণ সম্পাদক

All Advertisements

are carried

Free of cost onour website

https://epaper.

thestatesman.com

98308 74087

98307 80924

CLASSIFIED AGENTS

Location	Name of the Agency	Ph. No.
Bally, Howrah	RINKU AD AGENCY	9831833485
Barasat, 24 Pgs	EXPART AD AGENCY	9674701788
Berhampore,	BHUMI	9434202655
Murshidabad		7719227747
Burdwan Town	S.M. ENTERPRISE	9232462019
2		9434474356
Kolkata	GARGI AD POINT	9903714080
Krishnanagar, Nadia	TYPE CORNER	9474334978
Krishnagar	SOMA ADVERTISING	9064513561
Barrackpore, Kalyani	EDBAR ENTERPRISE	9674930818
Ranaghat	w.	9433581557
Station Road	SOUMYA ADVT. &	9002995353
Habra	MKTG. AGENCY	8910849432
Jadavpur, Baghajatin	TULIP SOLUTIONS	9088810120
Naihati	RTA ADVERTISING	9830562233

Announcement

Remembrance Advt.

98307 80924 9830874087

ও জেলার অন্বরে

গুগরে থেকে তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি— মধ্যশিক্ষা পর্যদের নামে নকল দটি ওয়েবসাইট তৈরি করার তথ্যপ্রমাণ এসেছে সিবিআইয়ের হাতে, যদিও পরে ওই ওয়েবসাইটগুলিকে উড়িয়ে দেওয়া হয়। সিবিআই সূত্রে খবর, এই সংক্রান্ত তথ্য হাতে পেতেই গুগলকে চিঠি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে তদন্তকারী সংস্থা। কোন আইপি অ্যাড্রেস এবং মেল আইডি ব্যবহার। করে ওই নকল ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছিল, তা করে মুছে ফেলা হল, এই সংক্রান্ত তথ্য হাতে পেতেই আমেরিকার তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাটিকে চিঠি দেওয়ার ভাবনাচিন্তা করেছে তারা। তদন্তকারীদের একাংশ মনে করছেন, ওই তথ্য হাতে এলে নিয়োগ দুর্নীতির শিকড় যে কতটা গভীরে ছড়িয়েছিল, তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। সিবিআই সূত্রের খবর, ওই দৃটি ওয়েবসাইট ব্যবহারের নেপথ্যে এসএসসি এবং মধ্যশিক্ষা পর্যদের এক বা একাধিক 'বড় মাথা' জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, তাছাড়া এই কাজ সম্ভব হত না। আপাতভাবে সাইটটি আসল না নকল তা দেখে বোঝার উপায় ছিল না। তবে পর্যদের আসল ওয়েবসাইটের শেষে (এক্সটেনশন) 'ডট ইন' থাকলেও নকল দুটির শেষে ছিল 'ডট কম'। মূল ওয়েবসাইটের মধ্যে থেকেই ভূয়ো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক মিলত, না ভূয়ো সাইট স্বতন্ত্রভাবে কাজ করত, সে সব নিয়ে তদন্ত চলছে। সূত্রের

খবর, প্রার্থীদের কাছে ওই লিঙ্ক পাঠানো হত রাতের দিকে। তদন্তকারী সংস্থাগুলি আদালতে আগেই জানিয়েছিল যে, অবৈধ উপায়ে চাকরি পাইয়ের দেওয়ার কথা বলে বাজার থেকে টাকা তুলতেন এজেন্টরা। পরে তা পৌঁছে দেওয়া হত 'বড় মাথা'দের কাছে। সিবিআই সূত্রে খবর, যে সব চাকরিপ্রার্থী টাকা দিতেন, তাঁদের নাম নকল ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হত। ওয়েবসাইটটি দেখিয়ে তাঁদের বোঝানো হত যে, চাকরি পাকা। এই ভরসায় আরও অনেকেই এজেন্টদের কাছে টাকা দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন সিবিআইয়ের ওই সূত্রটি। মূলত টাকার বিনিময়ে চাকরি পেতে চাওয়া প্রার্থীদের আস্থা অর্জনের জন্যই ভুয়ো ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। সিবিআইয়ের সূত্রে আরও জানা গিয়েছে যে, চাকরিপ্রার্থীরা নিজেদের নাম দেখে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর কোনও একটা সময় ওই ওয়েবসাইট দুটি মুছে ফেলা হয়।কবে এবং কীভাবে ওই ওয়েবসাইট দুটি মুছে ফেলা হল, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। সেই তদন্তের স্বার্থেই গুগলের কাছে চিঠি দিয়ে তথ্য জানতে চাইতে পারে সিবিআই। আইপি অ্যাড়েস এবং মেল আইডির হদিশ পাওয়া গেলে. এই কাজে কারা যক্ত ছিলেন, তাও জানা যাবে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

হাম্মা থেকে রবীন্দ্রসংগীত, বাংলা ব্যান্ডের গান থেকে লালনের গানে জমে উঠবে মাউন্টেন মিউজিক ফেস্টিভ্যাল



নিজস্ব প্রতিনিধি– পাহাড়ে গানের আসর মাউন্টেন মিউজিক ফেস্টিভ্যাল-এর তৃতীয় সিজন বাংলা নববর্ষের আগে দ্য ড্রিমার্স-এর ফেসবুক পেজে দেখা যাবে আগামী ১৩ এপ্রিল, রাত ৮-৩০ থেকে। খুকুমণি সিন্দুর ও আলদা নিবেদন করছেন মাউন্টেন মিউজিক ফেস্টিভালি সিজন থ্রি, সহযোগিতায় জে পি ট্রাভেলস, অনন্যা পাল, আর্টেজ,

সেতারে হাম্মার সুর থেকে এস্রাজে রবীন্দ্রনাথের গানের সুর, লালন সাঁই-এর গান থেকে বাংলা ব্যান্ডের গান সব নিয়েই এই আসর বসবে উত্তরবঙ্গের ফাগুতে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পাৰ্বত্য নদী চেল। পিছনে অবস্থান করছে সুবিস্তৃত পাহাড় শৃঙ্গ। কালো পাথর ছড়িয়ে আছে উপত্যকা জুড়ে। এরকমই এক মনোরম পরিবেশে বসছে এবারের মাউন্টেন মিউজিক ফেস্টিভ্যাল। পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গীতের এক সুন্দর প্রাকৃতিক নিবিড় সম্পর্ক। পাখির ডাক, নদীর জলের কুলকুল ধ্বনি, বনে পাতা ঝরার মর্মর শব্দ সবেতেই সুর নিহিত। কথা আছে সঙ্গীত সর্বত্র

বিগত দু'বছরের মতো এ বছরেও সুরে ভাসবে পার্বত্য উপত্যকা। মূল ভাবনা এবং আয়োজনে সুদীপ্ত চন্দ। দ্য ড্রিমার্স-এর দশ বছর আগামী ১৩ এপ্রিল, আর সেদিনই দেখা যাবে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের তৃতীয় সিজন দ্য ডিমার্স-এর ফেসবুক পেজ থেকে।

এবারের শিল্পীদের মধ্যে সৌভিক মুখোপাধ্যায়, অরিত্র মুখোপাধ্যায়, অস্লান চট্টোপাধ্যায়, মাধুর্য মুখোপাধ্যায়, গৌরব হাটুই, অয়ন চক্রবতী, সৌরজ্যোতি চ্যাটার্জি, রক্তিম ব্যানার্জি, পলাশ ভট্টাচার্য-র সঙ্গীত পরিবেশন নজর

সেতার, এস্রাজ, ডারবুকা, গিটার, তবলায় যন্ত্রসংগীত পরিবেশন হোক বা গানে গানে ওয়ার্ল্ড মিউজিকের উদযাপন জমে উঠবে এবারের মাউন্টেন মিউজিক ফেস্টিভ্যালে। শহরে যখন গরমের পারদ চডছে ঠিক তখনই ঘরে বসে পাহাড়ে এরকম একটা সঙ্গীতের আসর উপভোগ করা বেশ ভালো একটা আয়োজন বলা চলে।

মোহরকুঞ্জে বসন্ত উৎসবে রশ্মি কলাকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি – মধুমাসের ফাল্পুনী সন্ধ্যায় রশ্মিকলাকেন্দ্র মোহরকুঞ্জে বসন্ত উৎসব পালন করল মনোজ্ঞ অনষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। মোহরকুঞ্জে 'মোহরজি'র জন্ম শতবর্ষ পালনের সঙ্গে সঙ্গে সূচিত্রা মিত্রের জন্মশতবর্ষ ও নবতী সুমিত্রা সেনের জন্মদিবস উপলক্ষে 'নবতী সুমিত্রা শতবর্ষে মোহর সুচিত্রা' অভিধায় অনুষ্ঠানে সঙ্গীতাঞ্জলিতে ছিলেন তন্ময় মুখোপাধ্যায়, সন্দীপন ঘোষ, অরুন্ধতী চ্যাটার্জি ও রুমা লাহিডী। অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন সুমিত্রা সেনের সুযোগ্যা ছাত্রী শ্রীমতী রুনু দত্তের অমৃতা সঙ্গীত শিক্ষায়তনের ছাত্রীবৃন্দ। সমবেত সঙ্গীতে ছিলেন

সুর ও বীণার সদস্যবৃন্দ। রশ্মিকলাকেন্দ্র অতুলপ্রসাদ সেন ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতজন-আয়োজন করেছিল শ্রীশ্রীক্ষের প্রাক পঞ্চমদোল অতুলপ্রসাদ সেনের ভক্তিগীতি আশ্রিত নৃত্যগীতি



নিঃসন্দেহে একটি অভিনব প্রয়াস। ভাষ্য নিৰ্মাণ ও গ্ৰন্থনা সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতে নির্মল পাত্রের সুললিত কণ্ঠে ও সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমধুর কণ্ঠে গানগুলি অত্যন্ত শ্রুতিনন্দন হয় ও দর্শক দ্বারা প্রশংসিত হয়। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়। অতুলপ্রসাদের স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলিতে সহকণ্ঠে ছিলেন মধুমিতা ঘোষ ভট্টাচার্য,



সুস্মিতা মিত্র, বণানী গোস্বামী, গৌতম মুখার্জি ও মানবিকা বসু। নত্যে স্বাতী ব্যানার্জি, আশীষ মৈত্র, নারায়ণ মুখার্জি ও রক্তকরবী ব্যালে ট্রুপের সদস্যবৃন্দ। ভাষ্যে ব্রততী ভাদুড়ী ও প্রসেনজিৎ চক্রবতী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরে সার্ধশতজন মবর্ষে তাঁর লিখিত বাপ্পাদিত্য গল্পকে নাট্যরূপ দেন সম্মেলী দত্ত। শ্রুতিনাট্যে ছিলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও লেখিকা দেবযানী বসু কুমার, সোমা ঘোষ, তিলক ভট্টাচার্য সহ



শ্রাবণকথারা'র শিল্পীবন্দ। কথা কবিতার কোলাজে ছিলেন নয়ন বসু ও স্বপন বসু।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও মহম্মদ রফির জন্মশতবৰ্ষে সঙ্গীতে ছিলেন পাৰ্থজিৎ সেনগুপ্ত ও মিতা মণ্ডল রফিজির গানে।মাউথ অরগ্যানে দেবাশিস সেনগুপ্ত। নানা রঙের বসন্ত গানে হিমাদ্রী মুখার্জির নিবেদন প্রশংসনীয়। এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন মালবিকা বসু ও 'মরুবিজয়ের' শিল্পীবৃন্দ। রক্তকরবী ব্যালে ট্রপের পরিবেশনায় 'নৃত্যে বসন্ত' অনুষ্ঠানটি রমণীয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্চালনায় ব্রততী ভাদুড়ী ও প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী।

বাড়িতে সাবমার্সিবল বসানোর জন্য

निर्षिष्ठे िक-धत विर्त খড়গপুর পুরসভা

নিজম্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ৯ এপ্রিল— পুরসভার কলে জল আসছে। কখনও লোকের বাড়ির সাবমার্সিবল পাম্প থেকে, কখনও জল কিনে খেতে হচ্ছে খড়গপুরের ইন্দা এলাকার বাসিন্দাদের। নিজের বাড়িতে সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর জন্য ইন্দা নিবাসী এক ব্যক্তি সম্প্রতি খড়গপুর পুরসভায় যান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ব্যক্তি বলেন, পুরসভার জল বিভাগের এক কর্মী বলেন, বাড়িতে সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর অনুমতি পাওয়ার জন্য দশ হাজার টাকা ফি বাবদ জমা দিতে হবে। প্রথমে অনুমতি নেওয়ার জন্য পুরসভার কাছে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিতে হত। প্রদীপ সরকার পুরপ্রধান থাকার সময় এই ফি পাঁচ হাজার থেকে বাডিয়ে দশ হাজার টাকা করা হয়। কিন্তু দশ হাজার টাকা দিয়েও অনুমতি মিলবে না। ওই ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, জল বিভাগের কর্মী পরিষ্কার জানান, ফাইল জল বিভাগের সিআইসির কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অফিস খরচ বাবদ বাড়তি দু'হাজার টাকা দিতে হবে। না হলে সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর অনুমতি পাওয়া কঠিন হবে। বাড়তি টাকা দেওয়াটাই

ওই ব্যক্তি বলেন, পুরসভার দায়িত্ব নাগরিকদের ঘরে পরিষ্কার, স্বাস্থ্যসম্মত জল পৌঁছে দেওয়া। পুরসভা সেই কাজে নিদারুণ ব্যর্থ। গত আট বছরে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। নাগরিকরা যখন বিকল্প পরিষেবা ব্যবস্থার সংস্থানের জন্য পুরসভায় ছুটছেন তখন তাদের মাথার উপর বাড়তি ফি-এর

পুরসভার জল বিভাগের সিআইসি কল্যাণী ঘোষ বলেন, 'ওই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাড়ির নকশা জমা করেননি। সেইজন্য বাড়তি ফি চেয়েছেন অফিসে কর্মীরা। আমার কাছে এই ধরনের সমস্যা এলে আমি বাডতি টাকা মকব করে দিই। উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।' কল্যাণী দেবীর বক্তব্যেই পরিষ্কার, বাড়তি টাকা নেওয়া হয় একটা তাঁর অজানা নয়। কিন্তু প্রশ্ন, বাড়তি টাকা দিলেই কি কোনও নাগরিক নিজের ইচ্ছেমতো সাবমার্সিবল পাম্প বসাতে পারেন নিয়মের কোনও তোয়াক্কা না করেই।

কিন্তু কালো জলের সমস্যা মিটছে না কেন, সিআইসি (জল) কল্যাণী দেবীর উত্তর, 'পাইপ লাইন পরিষ্কার করার কাজ চলছে। এটা আরও কিছুদিন চলবে।' কংগ্রেস নেতা তিরুপতি ব্যানার্জি বলেন, পুরসভা সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর অনমতি দেওয়ার নাম করে দশ হাজার টাকা নেয়। কিন্তু আইনত এই অনুমতি দেওঁয়ার এক্তিয়ার পুরসভার নেই।

সিপিএমের কাউন্সিলর জয়দীপ বোস বলেন, সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর জন্য একজন সাধারণ গৃহস্থকে দশ হাজার টাকা দিতে হত। এখন বাড়তি কিছু টাকা দিতে হয়।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং সমস্যা সমাধানে অগ্রণী 'ইয়েস ওয়ার্ল্ড'

নিজম্ব প্রতিনিধি— পরিবেশ রক্ষাকারী, উদ্যোগতি ও 'সেভ আর্থ' কর্মী হিসেবে 'ইয়েস ওয়ার্ল্ডের' প্রোমোটার ও সিইও সন্দীপ চৌধারীর উদ্যোগ সরকার এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত। তিনি একজন সক্রিয় 'সেভ আর্থ' কর্মী। বিশ্বকে গ্লোবার ওয়ার্মিং সমস্যা থেকে রক্ষা করতে সক্রিয় ভূমিকা পালনের পাশাপাশি 'ক্লাইমেট চেঞ্জ'ও 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' বিষয়ে সচেতনতা প্রসারে কাজ করে চলেছে 'ইয়েস ওয়ার্ল্ড'।

'স্টপিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ এভিওয়ান্স রেস্পন্সিবিলিটি' শীর্ষক একটি ক্যাম্পেন শুরু করেছেন সন্দীপ চৌধারী। তাঁর বক্তব্য, জলবায়ু পরিবর্তন এমন একটি সমস্যা যা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক। তাই নিজেদের দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিত সকল বিশ্ববাসীর।

ইভি টু-হুইলারের ব্যাটারি

নিজস্ব প্রতিনিধি— ইলেকট্রিক টু-হুইলারের জন্য AIS ১৫৬ সংশোধনী III ফেজ ২ সার্টিফিকেশন পেল ওকায়া ইলেকট্রিক ভেহিকেলস, যা বৈদ্যতিক যানবাহনের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তাগুলি কভার করে। এর মধ্যে রয়েছে নকশা, নির্মাণ এবং ব্যাটারি প্যাক। এই ফেজ ২ সার্টিফিকেশনের সঙ্গে ওকায়া ইভি এখন টু-হুইলারের সেগমেন্টের প্রথম ইভি নির্মাতাদের মধ্যে অন্যতম। যা নতুন নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে যাচ্ছে।

নতুন ক্যাম্পেইন চালু করেছে ম্যাক্স



নিজস্ব প্রতিনিধি — পুরুষ, মহিলা এবং বাচ্চাদের জন্য ভারতের সবচেয়ে প্রিয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড ম্যাক্স, কলকাতায় পয়লা বৈশাখের আগে ভারতের প্রথম 'ম্যাক্স স্টাইল, মিনিমাম প্রাইস' প্রচারাভিযান এবং নতুন সামার কালেকশন চালু করেছে। প্রখ্যাত অভিনেতা বিক্রম চ্যাটার্জি ম্যাক্সের জেমস লং সরণি বেহালা স্টোরে নতুন কালেকশন এবং 'ম্যাক্স স্টাইল, মিনিমান প্রাইস' প্রচারাভিযান উন্মোচন করতে উপস্থিত ছিলেন।ব্যান্ডটি তাঁর অনন্য মিষ্টিমুখ উদ্যোগের মাধ্যমে ক্রেতাদের সঙ্গে পয়লা বৈশাখের আগমন উদযাপন করেছে।

মানুষের পাশে থেকে চলার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি– সম্প্রতি হাওড়া জেলার থানার পুরাশ-কানপুর নোয়েরপাড় শ্মশান সমিতির সেবা পরিচালনায় শ্রীশ্রী ভবতারিণী মায়ের

বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হল। তিনদিন ব্যাপী

আমতা রক্তদান

শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, মায়ের পুজো ও সেই সঙ্গে অন্নকট অনুষ্ঠান সাডম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সমিতি ১৯৬২ সালে স্থাপিত এবং ২০১১ সাল থেকে নতুন রূপে নতুন ভাবে পথ চলা। স্থানীয় ১২ জন যুবকের প্রবল ইচ্ছায় বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজ ও পরিষেবা দিয়ে সমাজের দুস্থ মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকারে এগিয়ে চলেছে এই সমিতি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনা সভায় স্বনামধন্য শিল্পী তথা কবি সুব্রত ঘোষাল ও সুষমা ঘোষালকে সমিতির পক্ষ থেকে স্মারক সম্মানে ভূষিত করেন সংগঠনের সভাপতি অশোক দে ও নির্মল ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রদীপ রায়। ছবি—অলোক বস

শহর ও জেলার খবর

দত্তি কাভের জের, অপসারিত দক্ষিণ দিনাজপুরে মহিলা তৃণমূল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি— উত্তরবঙ্গের দণ্ডি বিতর্কের জের। সরানো হল দক্ষিণ দিনাজপুরে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে। দায়িত্ব পেলেন স্নেহলতা হেমব্রম। শোনা যাচেছ, গোটা ঘটনায় প্ৰবল ক্ষুব্ধ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার রাতে। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তপন বিধানসভা জেডপি-১২ মণ্ড লের গোফানগরে কয়েকজন মহিলা বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই তৃণমূলের ছিলেন বলে দাবি করে বিজেপির। সেই ঘটনার চব্বিশ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই তপনের জেডপি-১২ মণ্ড লের গোফানগর থেকে গত শুক্রবার বালুরঘাট শহরে

আসেন বিজেপিতে যোগদানকারীরা। তাঁরা বেশ কিছুটা রাস্তা দণ্ডি কেটে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে আসেন। সেখানে জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তীর হাত থেকে ফের তৃণমূলের পতাকা তুলে নেন। দণ্ডি কাটার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে সমালোচনার ঝড়। তবে গোটা বিষয়টা মোটেও ভালভাবে নেননি তৃণমূলের শীর্যনেতারা। সেই কারণেই তড়িঘড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে সরানোর সিদ্ধান্ত বলেই খবর। তবে এ বিষয়ে এখনও প্রদীপ্তাদেবীর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এদিকে চার

আদিবাসী মহিলাকে দণ্ডি কাটানোর ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার বালরঘাট-সহ দক্ষিণ দিনাজপর জেলার ৯টি থানায় ধরনা ও বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। তাঁদের অভিযোগ, গোটা ঘটনায় পুলিশেরদ্বারস্থ হওয়া সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য

আদিবাসী মহিলাদের দিয়ে রাতের অন্ধ কারে দণ্ডি কাটানোর ঘটনা কখনই বরদাস্ত করবে না আদিবাসী সমাজ। সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন বিজেপির এসটি মোর্চার রাজ্য সভাপতি জুয়েল মুর্মু। এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে গ্রেফতারের দাবিতে আজ দক্ষিণ দিনাজপুরের সমস্ত থানা ঘেরাও করা

স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কের সন্দেহ

শিশুপুত্রকে খুন করে মায়ের

আত্মঘাতী হওয়ার চেম্ভা

রক্তদানের পাশাপাশি মহৎ দান

হবে। সোমবার রাজ্যজুড়ে সমস্ত থানাতে আদিবাসী মোর্চা বিক্ষোভ অভিযান করবে। ওই একই দিনে অর্থাৎ ১০ এপ্রিল দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুরে উপস্থিত থাকবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। যাদের উপস্থিতিতে প্রথমে বালরঘাটের হিলি মোড় থেকে একটি মিছিল জেলাশাসকের দপ্তর পর্যন্ত আসবে. তারপর সেখানে একটি সভাও করবেন বিজেপির ওই দুই নেতা। পঞ্চায়েত ভোটের আগে জেলার আদিবাসীদের কাছে নিজেদের সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করতে একাধিক রাজনৈতিক কার্যক্রমও নিতে যাচ্ছে বিজেপি। পঞ্চায়েত

তার নাম রাখা হয় সুরজিৎ। প্রতিদিনের মতো শনিবার ৮

এপ্রিল সকালে সোনাই কাজে বেরিয়ে যাওয়ার সময় স্ত্রী

সুখদি তাঁকে কাজে যেতে নিষেধ করলে, এনিয়ে সকালেই

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা বাধে। তারই মধ্যে সোনাই কাজে

বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যা প্রায় সাতটা পর্যন্ত সোনাই না ফেরায়.

সুখদি শিশুপুত্রকে নিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে, ভিতর থেকে

দরজায় শিটকিনি তুলে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং শিশুপুত্র

সুরজিতের গলা টিপে তাকে খুন করে, নিজেও গলায় দড়ি

দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সময়

প্রতিবেশীরা কুড়ল দিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে সুখদি ও

শিশুপুত্রকে উদ্ধার করে। খবর পেয়েই শান্তিনিকেতন

থানার পুলিশ তাদের বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে

গেলে সেখানে চিকিৎসকেরা শিশুপত্রটিকে মত বলে

জানান। পুলিশ আটক করেছে সুখদি টুড়কে। সুখদি নিজের

শিশুপুত্রকে গলা টিপে খুনের কথা স্বীকারও করেছেন।

আকস্মিক এই ঘটনার জেরে থমথমে হয়ে রয়েছে গোটা

ইটেডাঙ্গা গ্রাম। স্বামীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের

অভিযোগকে কেন্দ্র করে সুখদি মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে

এমন কাজ করেছে কী না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নির্বাচনের আগে আদিবাসী মহিলাদের দন্ডি বিতর্ককে হাতিয়ার করে আন্দোলন জোড়াল করছে বিজেপি দল। আগামী ১০ এপ্রিল রাজ্যজুড়ে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করলেন সাংগঠনের এসটি মোর্চার রাজ্য সভাপতি জুয়েল মুর্মু। বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, ১০ তারিখ বালুরঘাটে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের উপস্থিতিতে জোড়ালো আন্দোলন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যজুড়ে প্রতিটি থানাতে ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচি করবে বিজেপির এসটি

চন্দ্রকোনার রামজীবনপুরে গ্যাস সিলিভার ফেটে বাড়িতে আগুন, আতঙ্কিত

এলাকার বাসিন্দারা নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ এপ্রিল— রবিবার বেলা তিনটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপর জেলার চন্দ্রকোনা টাউন থানার অন্তর্গত রামজীবনপুর এলাকার একটি বাড়িতে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে রামজীবনপুর এলাকায় একটি বাড়িতে বিকট শব্দ হয়। যার ফলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পায় একটি বাডিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ওই বাড়ির সকলে কোনক্রমে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তারা জানতে পারে বাড়িতে থাকা গ্যাস সিলিভারটি বাস্ট হয়ে বাড়িতে নেভানোর চেষ্টা করে। কিন্তু

আগুন লেগেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এসে আগুন আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠায় স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। এরপর খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকল বিভাগকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রামজীবনপুর ফাঁড়ির পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। প্রায় চার ঘন্টার চেষ্টায় দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে গোটা বাড়িটি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে থাকা সমস্ত কিছু পুড়ে গিয়েছে। যার ফলে ওই পরিবার এর সকলেই একেবারে হতাশ হয়ে পডেন। পুলিশ ও দমকল ওই ঘটনার আলাদা ভাবে তদন্ত শুরু করেছে। ওই পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই বাডিতে ঘুমিয়ে পডেছিল। এরপর বিকট আওয়াজ এর শব্দ হয়। যার ফলে ঘুম থেকে সকলে উঠে পড়েন। দ্রুত গোটা বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পডে। স্থানীয় বাসিন্দারা এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে। কিন্তু আগুনে বাড়ির সবকিছু পুড়ে

ছাই হয়ে গিয়েছে। তবে পুলিশ

পাশাপাশি বাড়িগুলি আগুনের

ও দমকল ঘটনাস্থলে ঠিক

হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

সময়ে পৌঁছে যাওয়ায়

সিদ্ধান্ত যা আছে তা মানতে হবে।

প্রসঙ্গত বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বলেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা হেঁটে ভোট লুট করতে এলে তাদের কাঁধে করে ফেরানো হবে। এই প্রসঙ্গেই এদিন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। তাই ভোট লুঠের কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রায় বলে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করে ছাড়বেন। এই প্রসঙ্গে এদিন রথীন ঘোষ বলেন, উনি টিভিতে মুখ দেখানোর জন্য এবং খবরের শিরোনামে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের কথা বলে থাকেন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দেখা যাবে কে ক্ষমতায় থাকে আর কে প্রাক্তন হয়। এদিন রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জী, পৌর পারিষদ সৌমেন আচার্য, অরুন ভৌমিক, চম্পক দাস, কাউন্সিলার মিলন সর্দার, সমীর তালুকদার, মধ্যমগ্রাম পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের সভাপতি মনিন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সহ



অইএসএফ ও বিজেপি

বাংলায় বিভাজনের রাজনীতি

করছে: মন্ত্রী রথীন ঘোষ

প্রশান্ত দাস

বারাসাত, ৯ এপ্রিল— মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের

কথায় রাজ্যের বিরোধী দল কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপি

একজোট হয়েছে। বাস্তবের ঘটনা তারই প্রমাণই দিচ্ছে।

একদিকে আইএসএফের মত সাম্প্রদায়িক দল অন্যদিকে

বিজেপির মত উগ্র সম্প্রদায়িক দল এই দুয়ে মিলে বাংলায়

বিভাজনের রাজনীতি তৈরি করছে। রবিবার বারাসাত পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলার শিল্পী দাসের উদ্যোগে হওয়া এক রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। একই সঙ্গে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়েও বিরোধীদের কটাক্ষ করেন তিনি। রথীন ঘোষ বলেন, বিজেপি পঞ্চায়েত নির্বাচনে আগে ৬৩ হাজার বথে প্রার্থী দিক। তারপর বাকিটা দেখা যাবে। রিষরা যাওয়ার পথে ফ্যাক্ট ফাইভিং কমিটিকে আটকে দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এটা প্রশাসনিক ব্যাপার। ওখানে ১৪৪ ধারা জারি আছে। তাই ওখানে কি হয়েছে বলতে পারব না তবে প্রশাসনিক

नत्तर्ज्ञभूत्त भूलिশ भतिष्ठाः গৃহবধূকে অপহরণ সুপারি কিলার নিয়োগ করে, আটক শাশুড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পর্গনা, ৯ এপ্রিল— নরেন্দ্রপুরের কাদার হাট অঞ্চলের গৃহবধুকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে একদল দুষ্কৃতী তুলে নিয়ে যায়। বারুইপুর অঞ্চলের একটি বাড়িতে শিশু কন্যা সহ আটকে রাখে। দুদিন পরে গৃহবধু সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নরেন্দ্রপুর থানায় শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য বধুর শাশুড়িকে আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চ ল্য ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে অপহৃত গৃহবধু নিজেকে মুক্ত করার পর সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন, ২০১৫ সালে তাঁর বিয়ে হয়। বাড়ির বউ হিসেবে তাঁকে শ্বশুর বাড়ির লোকজন এর পছন্দ ছিল না। শিশু কন্যা হবার পরও অশান্তি চলছিল। ছমাস হল স্বামীর হদিশ নেই। গৃহবধূ মনে করছেন তাঁর স্বামীকে। লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁকে নেশার জিনিস দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়। সম্পত্তির লোভে এসব করছেন ননদ ননদাই। গৃহবধু আরো জানান, গত মঙ্গলবার রাত নটা সাড়ে নটা নাগাদ চার পাঁচ জন পুলিশ পরিচয় দিয়ে বাড়িতে আসেন। দরজা খুলতে বলেন। বধু দরজা খুললে

তাঁরা জানান, বারুইপুর এস পি অফিস থেকে এসেছেন। বারুইপুর যেতে হবে। গৃহবধু শিশু কন্যাকে নিয়েই গাড়িতে ওঠেন পুলিশ ভাবা দুষ্কৃতীদের সাথে। পথে যেতে সন্দেহ হলে বধু জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কারা। দুষ্কৃতীদল নাকি জানায়, দুলাখ টাকা দেওয়া হয়েছে তোমাকে তুলে আনার জন্য। তোমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন সুপারি দিয়েছে। এরপর বারুইপুরে একটি বাড়িতে আটকে রাখে গৃহবধুকে। গৃহবধূর কাছে মোবাইল ছিল। তাঁকে মারধর করে তাঁর গায়ের সোনার জিনিস খুলে নিয়ে মেরে ফেলার হুমকি দিলে, দুদিন চুপচাপ থাকার পর একটু সুযোগ পেলে পরিচিত একজনকে ফোন করে। সে এলে বৃহস্পতিবার ভোর চারটে নাগাদ মেয়েকে নিয়েই দুষ্কৃতীদলের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে আসে। তারপর নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গৃহবধুর কথা কতটা ঠিক, তিনি মানসিক ভাবে সুস্থ কীনা খতিয়ে দেখছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। খোঁজ চলছে শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় স্বজনদের। ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বারুইপুর পুলিশ জেলার শীর্ষ আধিকারিকগণ।

আসছে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০। বডবাজারে হালখাতা বিক্রির প্রস্তুতি। —দিলীপ দত্ত

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে এম আর বাঙুর হাসপাতালে তাডব

নিজম্ব প্রতিনিধি— এবার চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠল এম আর বাঙুর হাসপাতালের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে রোগীর পরিবারের লোকের হাসপাতালে তান্ডব চালায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে

পুলিশ। সূত্রের খবর, গত মঙ্গলবার এক যুবককে বিদ্যুৎপৃষ্ট হওয়ার কারণে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আনা হয়েছিল। টেনের মাথায় উঠে পডেছিলেন তিনি। তারপরে তড়িতাদহ হয়ে তার শরীরের ৫০ শতাংশ পুড়ে যায়। ওই অবস্থাতেই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তারপর থেকেই সেখানে চিকিৎসা চলছে ওই যুবকের। কিন্তু রবিবার সকালে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন মৃতের আত্মীয়রা। মৃতের পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ ঠিকমতো চিকিৎসা হয়নি ওই যুবকের। এই অভিযোগে মৃতের বাড়ির লোকজন এরপর হাসপাতালে তান্ডব চালায়। তারা হাসপাতালে গেট খুলে জোর জবরদস্তি ভেতরের ঢুকতে চায়। তাদের বাধা দেওয়া হলে তারা হাসপাতালে তাভব শুরু করে অভিযোগ চিকিৎসকদেরকেও হেনস্তা করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। মৃতের পরিবারের লোকেরা জোর করে হাসপাতালের ভেতরে ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি বেধে যায়। হাসপাতাল চত্বরে উপস্থিত হয় প্রচুর পুলিশ। এরপর যারা হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তাদের মধ্যে কিছু লোককে আটক করে পুলিশ। যদিও এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের

ফ্যাক্ট ফাইভিং টিমের সদস্যদের আটকাল পুলিশ

কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

নিজস্ব প্রতিনিধি— শিবপুরে যাওয়ার পথে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে ফ্যাক্ট ফাইভিং টিমের সদস্যদের আটকাল পুলিশ। এর আগে হুগলিতেও ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যদের পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। পুলিশের কাছে বাধা পেয়ে শেষ পর্যন্ত ফ্যাক্ট ফাইভিং টিমের সদস্যরা কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু তাদের পরবর্তী কর্মসূচি কি সেই বিষয়ে এখনও জানা যায়নি। শিবপুরে যাওয়ার জন্য রবিবার বেলা প্রায় সাড়ে ১১টা নাগাদ বিতীয় হুগলি সেতুতে পৌঁছান কেন্দ্রীয় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা। টোল প্লাজা অতিক্রম করার পরেই তাদের গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ। গাড়ি থেকে নেমে পড়েন টিমের সদস্যরা। পুলিশের সঙ্গে বচসাতে জড়িয়ে পড়েন তারা। পুলিশের দাবী শিবপুর ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। তাই সেখানে টিমের সদস্যরা গেলে অশান্তি হতে পারে। সেই কারণেই টিমের সদস্যদের কোনমতেই সেখানে যেতে দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও এই যুক্তি কোনভাবেই মেনে নিতে রাজি নন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা। তাদের দাবি, হুগলির পর হাওড়াতে স্রেফ ইচ্ছাকৃতভাবেই আটকে দেওয়া হয়েছে তাদের। শেষমেষ শিবপরে না গিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে ফিরে আসেন তারা। প্রসঙ্গত রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে হাওড়া শিবপুর, কাজিপাড়া এবং হুগলি রিষডাতে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। অশান্তি কবলিত এলাকায় ১৪৪ ধারাও জারি করা হয়। সেই সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করে রিপোর্ট তৈরি

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে অশান্তির জেরে প্রাণ গেল শিশু

পত্রের। মর্ম্মান্তিক এই ঘটনার জেরে থমথমে হয়ে রয়েছে

বীরভূমের শান্তিনিকেতন থানার রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের

ইটেডাঙ্গা গ্রাম। এই গ্রামের পেশায় রাজমিস্ত্রী সোনাই টুডুর

(২৫) সঙ্গে বছর দ'য়েক আগে বিয়ে হয় বর্ধমান জেলার

পানাগড়ের সুখদি টুড়ুর (২২)। কিন্তু বিয়ের পরে তাঁদের

দাম্পত্যজীবন সুখের হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। আর

স্বামী-স্ত্রীর এই অশান্তির জেরেই প্রাণ গেল এই দম্পতির

জানা গিয়েছে যে, সোনাই টুড় পেশায় রাজমিস্ত্রী হওয়ায়

সারাদিনই কর্মসূত্রে বাড়ির বাইরে থাকেন। তাঁর সাথে

নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে আদিবাসী রমণীও থাকেন। আর

এনিয়েই সুখদি স্বামীর অন্য রমণীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত

সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করায়, তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর

মধ্যে প্রতিদিন অশান্তি লেগেই থাকতো। এরই মধ্যে মাত্র

আঠারো দিন আগে সুখদি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়।

ওই গ্রাম সূত্রে এবং প্রতিবেশী সুখী টুড়র কাছ থেকে

মাত্র আঠারো দিনের শিশুপুত্র সুরজিৎ টুডুর।

নিজস্ব প্রতিনিধি— রক্তদান মহৎ দান। তাঁর হাতি তুলে দেওয়া হল ১০ ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব শুধু রক্তদানই নয়, অন্য আরও একটি হাজার টাকা। এিদেনর এই মহৎ সভাপতি দীপায়ন ঘোষ প্রমুখ। মহৎ কর্মকাণ্ডের সাক্ষী থাকল ওয়ার্ডের বালক সংঘের উদ্যোগে

হওয়া রক্তদান শিবিরের মঞ্চ। রক্তদান

উৎসবের পাশাপাশি একজন

কর্মযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুরের বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার, কলকাতা ব্যানার্জি, দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক নিশীথ ডায়ালিসিস রোগীর চিকিৎসার জন্য চক্রবর্তী, তৃণমূল নেতা শঙ্কর পাল, জানিয়েছেন সকলে।

অপরদিকে, রাহুল দে নামে স্থানীয় এক যুবক, যিনি ডায়ালেসিস রোগী। পরসভার মেয়র পারিষদ মিতালি তাঁর চিকিৎসার জন্য শঙ্কর পাল তাঁর হাতে তুলে দেন ১০ হাজার টাকা। এই মহৎ কর্মযজ্ঞকে কুর্নিশ

গাড়ি খাদে পড়ে ২ নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

পাহান। বাসুদেবের বাড়ি বালুরঘাট থানার বোয়ালদার গ্রাম কিছু সাহায্য সামগ্রী তুলে দিয়েছেন তিনি।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় গাড়ি খাদে পড়ে মৃত্যু পঞ্চায়েতের দুর্লভপুরে। যুগলের বাড়ি পতিরাম থানার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ২ নির্মাণ শ্রমিকের। ঘটনার এক কামালপুরের খটখটা এলাকায়। এদিন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সপ্তাহ বাদে দুই পরিবারকে সমবেদনা জানালো বালুরঘাট সমিতির সভাপতি কল্পনা কিস্কু ২ পরিবারের সঙ্গে দেখা পঞ্চায়েত সমিত। মৃতদের নাম বাসুদেব মণ্ডল ও যুগল সকরে তাদের সমবেদনা জানিয়েছেন। পাশাপাশি ফলমূল সহ

পিংলা ব্লকের নাড়াথা গ্রামে চন্ডী মন্দিরে পুজো দিয়ে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি শুরু করেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভূঁইয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ এপ্রিল— সবং বিধান সভার অন্তর্গত পিংলা ব্লুকের জলচক এক নম্বর অঞ্চলে রবিবার দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি শুরু করেন নাড়াথা গ্রামের চন্ডিমন্দিরে পুজো দিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভুঁইয়া। সেখান থেকে তিনি বাগনাবাড় হাইস্কলে গিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীদের কথা বলেন এবং তাঁদের অভাব অভিযোগ শুনেন, তাদের অভাব অভিযোগগুলি তিনি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। সেখান থেকে কর্মীদের সঙ্গে ওই গ্রামে তিনি মধ্যাহ্নভোজন করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে কর্মচারী ও পঞ্চ ায়েত সদস্য ও সদস্যাদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। তাঁদের অভাব অভিযোগ শুনেন এবং সমস্যাগুলির সমাধানের আশ্বাস দেন। সেখান থেকে একটি সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি বিজেপি, সিপিম দলের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বলেন বিজেপি উন্নয়ন না করে শুধুমাত্র বিভাজনের রাজনীতি করে, যারা মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা দেয় না, আবাস প্লাসসের টাকা বন্ধ রেখেছেন, শুধুমাত্র মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে বাংলাতে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি তীব্র আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেছে। এলাকায় জবরদস্ত মিছিল মিটিং করতে হবে, গরিব মানুষের ১০০ দিনের টাকা না দিলে বিজেপি নেতারা এলে ধরুন আর জিজ্ঞাসা করুন কেন বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বাংলায় যে সমস্ত বিজেপি নেতারা আছেন তারা বাংলা বিরোধী তারা কেন্দ্রের মতো বাঙালি বিরোধী তাদেরকে চিহ্নিত করুন। অবিলম্বে পাড়ায় পাড়ায় নিজেদের সংগঠিত করুন, আরো জবরদস্ত মিছিল করতে হবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে কেন্দ্রের এই দু মুখো রাজনীতি। তারপর তিনি মালিগেড়িয়ায় একটি কর্মী সভায় অংশগ্রহণ করেন, সেখানে কর্মীদের সাথে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। রবিবার দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে রাজ্যের মন্ত্রী গেক্তার মানস ভূঁইয়া সঙ্গে ছিলেন পিংলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেক সবেরতি, সবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেক আবু কালাম বক্স, প্রাক্তন জেলা পরিষদের সদস্য বিকাশ ভুঁইয়া, পূর্ত কর্মধ্যক্ষ চন্ডি সামন্ত, কর্মাধ্যক্ষ তরুণ মিশ্র, অঞ্চল প্রধান তাপস জানা সহ দলের নেতা ও কর্মীরা।

সোদপুরে দুই বাংলার চিত্রশিল্পীদের প্রচেম্ভায় আন্তর্জাতিক অঙ্কন প্রতিযোগিতা সার্থক

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভারত ও বাংলাদেশের শিক্ষার্থী চিত্রশিল্পীদের দুই বাংলার নববর্ষের ভাব বিনিময়ের কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশের যশোরে ও ঢাকায় এবং ভারতবর্ষের আগরপাডায় তিন দিনব্যাপী বিরাট আন্তর্জাতিক অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। দুই দেশ মিলে প্রায় পাঁচশত প্রতিযোগী তিনটে বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিল। এই প্রতিযোগিতার সকলের জন্য একটি বিষয় ছিল বাংলার নববর্ষ। গত ৭ এপ্রিল যশোরে বিহঙ্গললিত কলা একাডেমীর প্রশিক্ষক কৃত্তিবাস হালদার, ঢাকাতে চারুপথি অঙ্কন ও হস্তশিল্প কেন্দ্রের প্রশিক্ষক এহসান প্রতীক এবং ভারতে পশ্চিমবঙ্গের আগরপাডায় চারুচন্দ্র আর্ট সেন্টার অংকন ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান দীপঙ্কর সমাদ্দার জানালেন, আজকের প্রজন্মের বাচ্চারা খব সহজেই হ্যাপি নিউ ইয়ার নিয়ে উৎসাহে মেতে থাকে কিন্তু বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি পহেলা বৈশাখ অর্থাৎ শুভ নববর্ষ দিনটাকে নিয়ে অতটা চিন্তিত নয়। ধীরে ধীরে বাংলার সংস্কৃতি হারিয়ে যাচেছ এই কথা

একসাথে মিলে একই বিষয়ের ওপরে আন্তর্জাতিক অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করল। এবং এই অভিনব অংকন প্রতিযোগিতায় অভূতপূর্ব সারা তারা পেয়েছেন, নির্দিষ্ট জায়গার কথা মাথায় রেখে বহু প্রতিযোগীকে তারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দিতে পারেন নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। প্রতিযোগিতায় কোনরকম প্রবেশ মল্য ছিল না। উদ্যোক্তারা জানালেন, 'বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় একটি নির্দিষ্ট প্রবেশ মূল্য সংস্থা করে দেয় কিন্তু সমস্ত প্রতিযোগীরা যাতে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য রাখেনি'। সবথেকে বড় কথা এপার বাংলা ও ওপার বাংলার দজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মোঃ রবিউল ইসলাম ও সূত্রত গঙ্গোপাধ্যায় এর মত শিল্পীরা এই প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রতিযোগীদের সমস্ত ছবি ওপার বাংলার চিত্রশিল্পী বিচার করবেন এবং বাংলাদেশের

মাথায় রেখে দুই দেশের তিনজন চিত্রশিল্পী সমস্ত ছবি ভারতের চিত্রশিল্পী বিচার করবেন। এই আন্তর্জাতিক অংকন প্রতিযোগিতায় দুই বাংলার শিক্ষার্থীর চিত্রশিল্পীদের পারস্পারিক চিন্তাধারা ভাব বিনিময় হবে এটাই সবথেকে উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রতিযোগীদের জন্য স্মারক প্রদান করেছেন কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটির পক্ষে মোল্লা জসিমউদ্দীন উপহার ও কাগজ সহযোগী ছিল পোলো, ফুড পার্টনার গোপাল সুইটস। অনেক অভিভাবকরা জানালেন একই দিনে তাদের কলকাতার বড় বড় প্রতিযোগিতায় নাম লেখানো থাকা সত্ত্বেও তারা যখন এই প্রতিযোগিতার খবর পেয়েছেন সগৌরবে এই প্রতিযোগিতায় বাচ্চাদের অংশগ্রহণ করিয়েছেন। অভিভাবকরা এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং প্রত্যেকে প্রশংসা করেছেন। ৯ এপ্রিল ভারতের চারুচন্দ্র আর্ট সেন্টারে যে সমস্ত প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করল তাদের প্রত্যেক অভিভাবক ও অভিভাবী কাদের প্রশংসা করলেন আর্ট সেন্টারের সম্পাদিকা ঝুমা

ফাইভিং কমিটি।

করার জন্যই বাংলায় এসেছে ফ্যাক্ট



কংগ্রেস অ্যালার্জির অবসান

┣টকীয় পরিবর্তন। দেশের বিরোধী রাজনীতি একটা মোদি-বিরোধী খাতে চলল। বাজেটের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অন্তে ২০ অবিজেপি দল আবার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়ার সিদ্ধান্ত নিলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে। এবারের বাজেট অধিবেশন নষ্ট হয়েছে ১০৩ ঘণ্টার কাছাকাছি। কারণ উভয় সভার, লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধ্যক্ষরা সাংসদদের বিভিন্ন ইস্যুতে এই হট্টগোলের জন্য অধিবেশন বারবার মুলতুবি ঘোষণা করতে হয়েছে।এর জন্য দায়ী কে? বা কারা?বলা যায় সাংসদরা, যাঁদের দেশের মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সংসদে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা বলতে, দেশের উন্নয়ন, স্থানীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদিতে মতামত দিতে। কিন্তু তা বেশিরভাগ দিনই কোনও কাজ ছাড়া অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়।বিপুল অর্থব্যয় হল এই দুই কক্ষের অধিবেশনে। সে তো জনগণের টাকাই। কিন্তু তাতে সাংসদদের কোনও মাথাব্যথা আছে কি ? থাকলে তাঁরা এমন আচরণ করতেন না।

উভয় সভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হওয়ার পর ২০টি বিজেপি-বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা সংসদ চত্বরেই পা মিলিয়ে শপথ নিলেন তাঁরা মোদি সরকারকে দিল্লির মসনদচ্যুত করতে এখন থেকে এক হয়ে লড়বেন। লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করবেন।কিন্তু একজোট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, এই জোট টিকরে তো? এই দলগুলির মধ্যে ঐক্য দেখা যাবে তো? এই সংশয় ওঠাটা স্বাভাবিক। গত লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি-বিরোধী দলগুলি একই সঙ্গে আসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঐক্য টেকেনি। তারপর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী পক্ষের প্রার্থী নির্বাচনে বিরোধী দলগুলির যে বৈঠক ডেকেছিলেন দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন ১৭ দলের প্রতিনিধি। কোনও ঐক্যমত দেখা যায়নি। তারপর কিছদিন পর আবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের চেষ্টায় একটি বিরোধী দলের জোট হল বিজেপির বিরুদ্ধে। কিন্তু এখন আর তাদের কথা শোনা যায় না।তাই সংশয় এই ২০টি বিরোধী দল শেষ পর্যন্ত এক ছাতার তলে থাকবে কি ? যদি থাকে তাহলে বিজেপি নেতৃত্বের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়বে। যদিও এই দল বিশ্বাস করে বিরোধীরা কখনও এক হয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে লডতে পারবে না। তাদের মধ্যে মতান্তর ঘটতে বাধ্য-- আর সেটাই

তবে এবার লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হল এতদিন দূরে দূরে থাকলেও এই ২০ দলের নেতাদের সঙ্গে পা মিলিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা, আপের সদস্যরা। যা বিরোধী রাজনীতির দিক থেকে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। একদিন কংগ্রেসকে নিয়ে তৃণমূলের একটা অ্যালার্জি ছিল। কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা যোগ দেননি। কারণ কংগ্রেস বিজেপি-বিরোধী জোটের নেতৃত্ব দিক, তা তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাছাড়া রাহুল গান্ধির সঙ্গেও তৃণমূলের নেতাদের মতান্তর ছিল।আবার তৃণমূলের নেতৃত্বের ইচ্ছে যদি সত্যি বিজেপি বিরোধী কোনও জোট হয়, তার নেতৃত্বে থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনিই হবেন জোটের প্রধান মুখ। আশা, জোট যদি বিজেপিকে ভোটে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে, তাহলে মমতার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দয়ার খলে যেতে পারে। সেই আশা রাজ্যের বিশিষ্টজনের— তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বও আশা ছেড়ে দিতে রাজি নয়। এই ইস্যুতে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে অনেকদিন হল। কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়ুগে বিরোধী সাংসদদের যে বৈঠক ডেকেছেন, তাতে তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। সূতরাং কংগ্রেস-তৃণমূল বিরোধ চলছিলই। নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার পর। যা তৃণমূল সমর্থন করেনি।

তাই দেখা গেল, তুণমূল সাংসদরা কংগ্রেসের সাংসদদের হাতে হাত মিলিয়ে সংসদ চত্বরে হাঁটতে। এবং এই ২০ দলের জোট টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা অব্যাহত থাকবে জানিয়ে দিলেন। তেমনি দেখা গেল আপের সদস্যদেরও। যদিও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা পোষণ করেন। সুতরাং এই জোট লোকসভা পর্যন্ত টিকে থাকবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক

অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি-বিরোধী দলগুলিকে একই মঞ্চে নিয়ে আসার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কলকাতায় তাঁদের নিয়ে এসে ঐক্যের বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদের ঐক্য যেভাবে দানা না বাঁধায় তিনি ধৈর্যচ্যুত হয়ে এই জোট গড়া নিয়ে তেমন উৎসাহ আর দেখাননি। তিনি আঞ্চলিক দলগুলিকে শক্তিশালী হয়ে বিজেপি বিরোধিতায় নামার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই এখন এই ২০ দলীয় নেতারা, যাঁরা বিজেপি-বিরোধী, কোন দিকে যান, একই পথে হাঁটেন কিনা, একই লক্ষ্য পুরণের জন্য খাটাখাটি করেন কিনা তা ভবিষ্যতে দেখা যাবে। বিজেপি তার প্রতিষ্ঠা দিবসে লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দিয়েছে।



খবরটি আমার ভালো লেগেছে।

খাড়া পাহাড়ে ভূমিক্ষয় রোধ এবং

বন্যা ও খরা রোধ করতে তিনি একটি

পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন যা আমার

কাছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে

মনে হয়েছে। যেহেতু আমি এ বিষয়ে

প্রবলভাবে আগ্রহী সেহেতু কোনও

সহাদয় পাঠক যদি মি. ক্রিস্টিসনের

পদ্ধতি সম্পর্কে আমাকে বিশদে

জানান, তাহলে আমি বাধিত হব।

১৯৮৪ সালে লন্ডনে দ্য সোসাইটি

যে পেপারটি পড়েছিলেন সম্ভবত

সেটির মধ্যে এই পদ্ধতি পুরোপুরি

বর্ণিত আছে। অথবা কিছুদিন আগে

তিনি চা–বাগানের মালিকদের জন্য

যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন

এটির উল্লেখ থাকতে পারে।

করেছিলেন সেখানেও কোনও প্রবন্ধে

পুতুলের ইতিহাস

ফোকলোর সোসাইটির মি. লাভেট

একটি আকর্ষণীয় পস্তিকা প্রকাশ

করেছেন। প্রসঙ্গত ক্রয়ডনে তিনি

শিশুদের জন্য একটি জাদুঘর স্থাপন

করেছেন এবং সেই জাদুঘরের সূত্রেই

পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকায়

লাভেট বলেছেন তিনি মূলত

লোককথার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই

আর 'আইডল' শব্দ দু'টি ছিল

পতলের ইতিহাস সম্পর্কে বক্তব্য

পেশ করেছেন। প্রথমদিকে 'ডল'

সমার্থক। সেই সময়ে সম্ভবত ধর্মীয়

সম্মানিত কালেকুর

ওডিশার বালাসোরের কালেক্টর

আচার অনুষ্ঠানগুলিতে পুতুলের

ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সম্মানপ্রাপকদের তালিকাভুক্ত

প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য,

হওয়ায় প্রশাসনিক মহলে সন্তোস

নীলগিরি জেলায় সীমান্ত প্রদেশে

বাঘাযতীনের নেতৃত্বে পাঁচ বাঙালি

স্বদেশি আত্মগোপন করে। কিন্তু

বিভাগের কর্মীরা বাঘাযতীনের

জানার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

ব্রিটিশ সরকারের নিযুক্ত গোয়েন্দা

খবর সংগ্রাহকদের সঠিক অবস্থান

বালাসোর গমনের খবর পেয়ে স্থানীয়

আর জি কিলবির নাম

অফ আর্টস-এর সামনে মি. ক্রিস্টিসন

বজবজ হত্যা মামলা

আলিপুর অতিরিক্ত সেশন জজ এ ই জি দুবল স্ত্রী হত্যার দায়ে রবিরাম পদ নামে এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। উল্লেখ্য, রবিরাম পদ ও মাটো দাসী দুজনে স্বামী-স্ত্ৰী হিসেবে বসবাস করতেন। কিছুদিন যাবত মাটো দাসীর অন্য পুরুষের সঙ্গ করার অভিযোগে দুজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল। ঘটনার দিন রবিরাম পদ ও মাটো দাসীর বিবাদ চরমে আকার নেয়। রবিরাম পদ একটি ধরাল ছুরি দিয়ে মাটো দাসীকে কয়েকবার মুখে বুকে পেটে আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় মাটো দাসী ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারায়। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় রবিরামও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিজের গলাতেও ছরি চালিয়ে দেয়। তার গলার ক্ষত থেকেও প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। প্রতিবেশীরা রবিরাম ও মাটো দাসীর ঝগড়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপদের আঁচ করে তাদের দেখতে আসে। উভয়কেই প্রতিবেশীরা গুরুতর জখম ও রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ উভয়কে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মাটো দাসীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিরামের দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর অবস্থার উন্নতি হলে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে কয়েদ করে। এরপর তার বিচার শুরু হয় দীর্ঘ শুনানির পর বিচারকরা সমবেতভাবে রবিরামকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বিচারে তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। একটি চিঠি

পত্রলেখক জনৈক ইঞ্জিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিক্ষয় রোধ বিষয়ক এই

চিঠি লিখেছেন। মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, সম্প্রতি দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় দার্জিলিং জেলায় সি ডব্লু ক্রিস্টসন যে কাজ করেছেন সে ব্যাপারে প্রকাশিত খবরটি আমি পড়েছি।

মঙ্গল শোভাযাত্রা

আশির দশকের শেষের দিকে সময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল মঙ্গল শোভাযাত্রা। পয়লা বৈশাখের দিনে মঙ্গল শোভাযাত্রায় পা মেলানোটা এখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছেও বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে।



বাংলার বর্ষবরণের দিন গাঙ্গুলিবাগান মোড় থেকে যাদবপুর পর্যন্ত এই মঙ্গল শোভযাত্রাকে ইউনেস্কো ইতিমধ্যেই 'অধরা বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে মঙ্গল শোভাযাত্রার পথচলা শুরু হয়েছিল। 'পশ্চিমবঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা গবেষণা ও প্রসার কেন্দ্র' -এর উদ্যোগে আগামী শনিবার পয়লা বৈশাখে এই শোভাযাত্রা শুরু হবে সকাল আটটায় গাঙ্গুলিবাগান মোড় থেকে। শেষ হবে যাদবপুরে।



ছৌ, রণপাসহ বাংলার বিভিন্ন লোকজ সংস্কৃতি নিয়ে শোভাযাত্রায় পা মেলাবেন শিল্পীরা। ঢাল, ঢোল, দোতারা, বাঁশি নিয়ে শিল্পীরা প্রদর্শন করবেন তাঁদের শিল্পকর্ম। এবারের শোভাযাত্রার বিশেষ আকর্ষণ শিল্পীদের হাতে গড়া মেছো বিড়াল, বুলবুলি পাখি এবং একতারা হাতে বাউল। রাস্তা জুডে থাকবে আলপনা। স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শিল্পীদের হাতে গড়া মুখোশ পরে হাঁটবে এই পদযাত্রায়। পদযাত্রার শেষে থাকবে বিভিন্ন রকমারি খাবারের

মঙ্গল শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে ২ এপ্রিল থেকেই পাটুলি কিশোর বাহিনী ক্লাবে শুরু হয়ে গিয়েছে কর্মশালা। কর্মশালার নেতৃত্বে আছেন বাংলার দুই শিল্পী প্রদীপ গোস্বামী ও সুদীপ রক্ষিত। এছাড়াও মঙ্গল শোভাযাত্রা উপলক্ষে আগামী ১৩ এপ্রিল গাঙ্গুলিবাগান কলতান হলে অনুষ্ঠিত হবে শিশু-কিশোরদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।

'পশ্চিমবঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা গবেষণা ও প্রসার কেন্দ্র'র সম্পাদক বুদ্ধদেব ঘোষের কথায়, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প যেভাবে বাংলার সমাজ জীবনকে কলুষিত করে চলেছে, 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র মতো অসাম্প্রদায়িক উৎসব সেখানে হয়ে উঠতে পারে ধর্মীয় মৌলবাদকে রোখার অন্যতম হাতিয়ার।

দোহার কর্মশালায় বাউল-ফকিরি

দোহার গানের দলের লোকসংস্কৃতির কর্মশালা বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। যাদের উদ্দেশ্য নবীন প্রজন্মের মধ্যে শিকডের চেতনা ছডিয়ে দেওয়া। এবারের



কর্মশালার বিষয় বাউল-ফকির পরম্পরার গান। বাংলার অতি প্রাচীন এই পরম্পায় যুক্ত মহাপুরুষদের উদার মান বতার বাণী দোহারের পথ চলার আলোকবর্তিকা। বাংলার ঐতিহ্য রক্ষার সঙ্গে যুক্ত অন্যতম প্রতিষ্ঠান পি সি চন্দ্র গ্রুপের সঙ্গে হাত ধরাধরি ছয় মাস অন্তর দোহারের কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এবার এই উদ্যোগের ষষ্ঠ পর্যায়।

শনিবার, ৮ এপ্রিল, এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল পি সি চন্দ্র গার্ডেনে। বাউল ফকির পরস্পরার গান-- এই কর্মশালার প্রশিক্ষক ছিলেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিল্পী শফি মণ্ডল। পরেরদিন রবিবার, ৯ এপ্রিল, রবিবারের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শফি মণ্ডল এবং রাঢ বাংলার বাউল সঙ্গীতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাউল রিনা দাস বাউল।

রসোৎসব

সম্প্রতি এক বসন্ত সন্ধ্যায় 'রসোৎসব' শিরোনামে একটি গানের অনুষ্ঠান হয়ে গেল রোটারি সদনে।

পুরব অঙ্গ গায়কী নিয়ে একক এই উপ-শাস্ত্রীয় গানের অনুষ্ঠানে শিল্পী ছিলেন বিদৃষী সুরঞ্জনা বসু। উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীত ও বাংলা রাগপ্রধান গানেও যাঁর অনায়াস বিচরণ। অনুষ্ঠানের শু রুতে ছিল আনুষ্ঠানিকতা। এই পর্বে



যন্ত্রাণুসঙ্গে ছিলেন গৌরব চ্যাটার্জি (হারমোনিয়াম). সৌমেন সরকার (তবলা), আল্লারাখা কলাবন্ত (সারেঙ্গি)

এবং সুধীর ঘৌড়ই (দ্বিতীয় পর্বের তবলা)। অনুষ্ঠানটিকে ভাষ্যপাঠে সাজিয়েছিলেন শিখরিণী

মজুমদার। আয়োজক ছিল যৌথভাবে শ্রতি (যাদবপুর), ভারতীয় বিদ্যাভবন এবং ইনফোসিস ফউভেশন (বেঙ্গালু রু)।

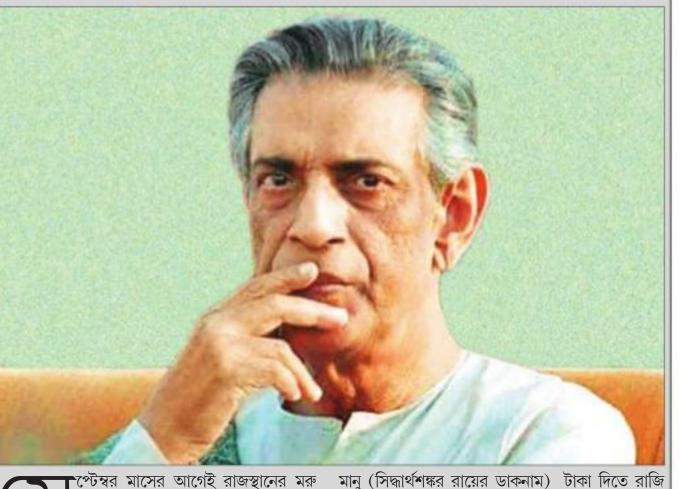
লুপ্তপ্রায় নিলামঘর ভিক্টর ব্রাদার্স

বন্ধ হয়ে যেতে চলেছে ঔপনিবেশিক ভারতের এক অন্যতম নিলামঘর ভিক্টর ব্রাদার্স। কলকাতার পার্কস্ট্রিট ডাকঘরের কাছাকাছি এই নিলামঘরটি অনেকেই দেখে এসেছেন ছোটবেলা থেকে। বার্মাটিকের আসবাবপত্র থেকে শু রু করে চাইনিজ মিং -- এখানে এখন সবই ঢেকে রয়েছে ধুলোর চাদরে। বাইরে সারিসারি রেস্টুরেন্টের জাঁকজমকের আড়ালে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে এই নিলামঘরটি। ভেতরে প্রবেশ করামাত্র মনে হয়, যেন কোনও মন্ত্রবলে ইতিহাসের পাতায় ঢুকে পড়া গিয়েছে। আয়তনে সড়ে চার হাজার স্কোয়ার ফুট, ১৯৪১ সালে স্থাপিত নিলাম ধর জুড়ে রয়েছে টেবিল ল্যাম্প, দাবার বোর্ড, গ্রামোফোন, ভিক্টোরিয়ান চা-সেট, শৌখিন মোমদানি, চাইনিজ ও লালিক ফুলদানি, রৌশনদান, ঝাড়বাতি, ব্রিটিশ এমব্লেম, ব্রাউনি ক্যামেরা, স্টেইনওয়ে পিয়ানো এবং জামাকাপড়ের মতো বিভিন্ন রকমের পুরনো জিনিস। দোকানের বাইরে অবশ্য ঝোলানো রয়েছে 'ক্লোজিং ডাউন সেল' লেখা বোর্ড।

পুরাকালের জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট — এমন মানুষ কলকাতা শহরে প্রায়শই দেখা যেত। এককালে প্রতি



সোনার কেল্লার জয়শলমীরে বসছে সত্যজিতের মূর্তি



শহর জয়শলমীরে বসতে চলেছে অস্কারজয়ী পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মূর্তি। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট জয়শলমীরের জেলাশাসককে এজ্যন ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সোনার কেল্লা এবং সত্যজিৎ রায় বাঙালির কাছে সমার্থক। রাজস্থানের চিন্তামণি কেল্লা নামে যে বিখ্যাত দুর্গটি ছিল, সত্যজিৎবাবুর সোনার কেল্লার সিনেমাটির পরে সেই কেল্লা 'সোনার কেল্লা' নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছে। সারা পৃথিবীর পর্যটকরা ভারত-পাক সীমান্তে নির্মিত এই কেল্লাটি দেখতে আসেন। গোটা বিশ্বে এটিই একমাত্র কেল্লা যার ভেতরে এখন পাঁচ হাজার মানুষ বাস করে। কেল্লার সদর দরজাটি বন্ধ করে দিলেই ভিতরে একটা গোটা শহর-- বাজার-হাট, দোকান-পাট সবই আছে।

সোনার কেল্লা সিনেমা তৈরির গল্পটিও রহস্যে ভরা। সত্যজিৎ রায় একটি পুজো সংখ্যায় সোনার কেল্লা গল্পটি লেখেন। বাদশাহী আংটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে গোয়েন্দা কাহিনিকাল হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন সত্যজিৎ রায়। রায়বাবুর ভাষা স্মার্ট, ঝকঝকে, গোয়েন্দা ফেলুদাও অত্যন্ত আধুনিক। তাঁর অ্যাসিট্যান্ট তপসে ছেলেমানুষ। সব মিলিয়ে গোয়েন্দা গল্পের এক নতুন ধারা নিয়ে এলেন সত্যজিৎ রায়। যা নীহাররঞ্জন গুপ্ত বা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে একেবারে আলাদা। মুখোপাধ্যায়ের পুজোবার্ষিকী পড়ার অভ্যেস ছিল। সোনার কেল্লা গল্পটি পড়ে তিনি হাজির হন সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে। এবং তাঁকে ছায়াছবিটি তৈরির অনুরোধ করেন। মানিকবাবু তরুণ তথ্যমন্ত্রী সুব্রতবাবুকে বললেন, সিনেমা তো করব, কিন্তু কোনও নারী চরিত্র নেই, টাকা কে দেবে ? সুব্রতবাবু আশ্বাস দিলেন, রাজ্য সরকার টাকা দেবে। শুনে সত্যজিৎবাবু বলেন, আপনি তো বলছেন,

বক্তব্য রাখেন অমল মুখার্জি, সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ মীনা

সুন্দর সন্ধ্যার আকর্ষণ ছিল পূরব অঙ্গ গায়কীর সঙ্গীত পরিবেশনা। বেনারস , লখনউ তে এর সূচনা হলেও এখন

কলকাতা শহরও এর কেন্দ্র হয়ে গিয়েছে। তবে ভাষাটা না

জানলেও ভাবটা বোঝা খুব একটা কঠিন নয়। গঙ্গা ও

যমুনা পরিমণ্ডলে ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও

কর্মভূমি। মূলত তাদের উদ্দেশে গানগুলি রচিত।

আওয়াধী, ভোজপুরী, ভাগলপুরী ও ব্রিজভাষা -- এই

গানগুলিতে ব্যবহৃত হয়। বর্ণনা করা হয় গ্রাম্যজীবন,

বিদূষী সুরঞ্জনা বসু বাংলার সঙ্গীত মহলে সুপরিচিত।

পদ্মবিভূষণ গিরিজা দেবীর অন্যতম সিনিয়র শিষ্য।

বর্তমানে তালিম নিচ্ছেন রেনারস নিবাসী মঞ্জ সন্দরমের

কাছে। পাশাপাশি তিনি একজন বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় ও বাংলা

বিদুষী মঞ্জ সুন্দরম রচিত ইমন রাগে সরস্বতী বন্দনা

দিয়ে অনুষ্ঠান সু রু করেন। এরপর ঠুংরি — আজকি রাত না

যাও (মিশ্র খাম্বাজ) এবং দাদরা তড়পে বিন বালম মোরা

পিয়া (মিশ্র কিরবানি)। শোনা গেল বোলবাট ঠংরি 'পিকে

নয়না চিতবত কাহে' (মিশ্র দেশ)। গিরিজা দেবী রচিত

একটি কাজরি। শেষ গাইলেন একটি হোরি ঠুংরি (রাগ

দ্বিতীয় পর্বে শিল্পীর নিবেদনে ছিল হোরি ঠুংরি 'ধুম মাচি

হে হা (মিশ্র পিলু)। ছিল দীপচন্দী রাগে চৈতি, যা

রামনবমীর সময়ে গাওয়া হয়। সুরঞ্জনা বসু এই সঙ্গীত

সন্ধ্যার সমাপ্তি ঘটান ভৈরবী রাগে আশ্রিত একটি দাদরা

ব্যানার্জি এবং জি ভি সুব্রহ্মণিয়ম।

রাজা-নবাব-বাদশা ইত্যাদি।

গানের শিল্পীও।

সোহিনী), আদ্ধা তালে।

হবে কি? সুব্রতবাবু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে পুরো ঘটনাটি বলেন এবং অর্থ সাহায্যের কথাটি আদায় করে নেন। পথের পাঁচালীর পরে এটি দ্বিতীয় সিনেমা, যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকুল্যে তৈরি। পরেরটা তো ইতিহাস।

সত্যজিৎবাব এখন জয়শলমীর, বিকানীর প্রভৃতি শহরের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক ব্যক্তিত্ব। বিকানীরে যারা উঠ চালায় তারাও বাংলা শিখে ফেলেছে কোনওদিন পশ্চিমবঙ্গে না এসে। ২০২২-২৩ সালে রাজস্থান ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন শুধু বাঙালি পর্যটকদের রাজস্থানে নিয়ে এসে চার কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। রাজস্থানে প্রতিবছর যে তিনদিন 'ডেসার্ট ফেস্টিভ্যাল' হয়, সেখানে ২০২১ সালে বিশেষ অতিথি হিসেবে সন্দীপ রায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সন্দীপবাব তখন আমেরিকাতে ছিলেন, তাই উপস্থিত থাকতে পারেননি।

রাজস্থানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ বহুদিনের তা নতন মাত্রা পেয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ক্ষেত্রীর মহারাজ অজিত সিংহের ঘনিষ্ট বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে। তরুণ সন্ন্যাসীকে গুরু বলে মহারাজ গ্রহণ করেছিলেন। রাজার ছিল সঙ্গীতের শখ। স্বামীজির গান শুনে তিনি মুগ্ধ হন। তাঁর আমেরিকা যাওয়ার জাহাজের টিকিট কিনে দেন। স্বামীজির মাথার পাগড়ি, সেও ক্ষেত্রীর রাজার কাছ থেকে স্বামীজির পরতে শেখা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সূত্রত প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে স্বামীজি ক্ষেত্রী যান এবং একটি বক্তৃতায় বলেন, তিনি যদি কোনও কাজ পাশ্চাত্যে করে থাকেন, তা সম্ভব হয়েছিল, ক্ষেত্রীর মহারাজের উদার মানসিকতা এবং তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন বলেই।

সত্যজিৎ রায়ের মূর্তি স্থাপনের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং রাজস্থান — এই দুই প্রদেশের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গভীরতর হয়ে উঠল।

আবার কমিউনিস্ট পার্টির কিছু সদস্য সুভাষ চন্দ্র বসুর দেশপ্রেমকে মর্যাদা দিয়ে তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনি'তে যোগদান করেছিল। এবং নেতাজিও সেইসব সদস্যদের আজাদ হিন্দ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রেখেছিলেন। 'দিল্লি চলো' নাটকটির প্রেক্ষাপট আইএনএ'র গোপন

বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর। যেমন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে 'কুইসলিং' বলেছিল।

অভিযান। ছ'জন গেরিলাকে সেই অভিযানে পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল গোপনে মণিপুরের 'পালেল' সেনা বিমান ঘাঁটি ধ্বংস করা। ব্রিটিশ সৈন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে আইএনএ গেরিলা বাহিনী আদৌ কি অভিযানকে সফল করতে পারবে ? তারই উত্তর রয়েছে নাটকটিতে।

ছয়জন গেরিলার চরিত্রে শাক্য রায়, দীপাঞ্জনা দাস, ঋতব্রত মুখার্জি, বাবিন দে, শাহনওয়াজ আল এবং অভীক সিংহ রায় অভিনয় করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য মেজর প্রীতম সিংকে (প্রদ্যোৎ মজুমদার) এই অভিযানে কী করতে হবে তা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন স্বয়ং নেতাজি সূভাষ চন্দ্র বস। যদিও এই প্রীতম সিং পরে ধরা পড়েন কর্নেল ব্রেনান (চন্দন সেন) -এর কাছে। এই নাটকে গোপন তথ্য পাওয়ার জন্য কর্নেল ব্রেনানের নির্দেশে প্রীতম সিং-এর ওপর অত্যাচারের দৃশ্য মঞ্চে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা দেখে চমকে উঠতে হয়।

অভিনয়ে চন্দন সেন, শান্তিলাল মুখার্জি, ঋতব্রত মুখাজির কথা আলাদা করে বলতেই হয়।

বৈশাখী মেলা

নিউটাউন সর্বজনীন দুর্গাপুজোর পরে এবারে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা৷ হয়েছে ১৫-১৬ এপ্রিল বাংলার নতুন বছরকে আহ্বান করার বর্ণাঢ্য প্রভাতফে রির মধ্য দিয়ে। এই দু'দিনের বৈশাখী মেলায় পরিবেশিত হবে লোকগান, লোকনৃত্য, পুতুলনাচ সহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। থাকছে রান্না প্রতিযোগিতা। রয়েছে 'বাঙালিয়ানা আরও এগিয়ে চলবে' এই বিষয়ে বিতর্কসভা। এই বিতর্কসভায় থাকবেন বাংলার বিশিষ্টজনরা। এছাড়া সম্বৰ্ধনা জানানো হবে পদ্মশ্ৰী প্ৰীতিকণা গোস্বামী, পদ্মশ্ৰী নিরঞ্জন গোস্বামী ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গৌতম হালদারকে। উপস্থিত থাকছেন ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে।

মুছে যাওয়া দিনগুলি

আত্মকথনে লেখক তাঁর পুরনো সেই দিনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটির নাম 'স্মৃতি বিস্মৃতির ছবি'। লেখক বিশিষ্ট শিল্পী দেবব্রত চক্রবর্তী। প্রকাশক মায়া

বুকস। বইটির অর্থমূল্য পাঁচশো টাকা। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ লেখকের। ঝকঝকে ছাপা তিনশো পৃষ্ঠার বই। ছবি লেখামালায় এঁকেছেন লেখক। শৈশবের উত্তর কলকাতার বাদুড়বাগান, গভর্মেন্ট জীবন, কলেজের কফিহাউসের আড্ডা, সংবাদপত্রের কর্মজীবন এবং শিল্পী জীবনের নানা



ঘটনা প্রবাহ। উঠে এসেছে নানা চরিত্র চিত্রন। সেলিব্রিটি থেকে সাধারণ মানুষের কথা। আড্ডা প্রবাহের এই সব বিচিত্র চরিত্র। গল্পের ছলে উঠে এসেছে কলকাতার ছবি। শুরু সেই যাটের দশকের মাঝামাঝি থেথকে এই সময় পযর্স্ত বিস্তৃতি তার। লেখক এক সময় 'দ্য স্টেটসম্যান'-এর শিল্পী এবং পরে সহকারি শিল্প নির্দেশকের কাজ করেছেন। দৈনিক স্টেটসম্যানে নিয়মিত লিখে থাকেন। সত্যজিৎ রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, স্বপনকার, পরিতোষ সেন, যোগেন চৌধুরি, যুথিকা রায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, এইরকম গুণী মানুষের নানা অজানা কথা পাঠকের কাছে হাজির করেছেন লেখক। হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি আর মানুষজনের স্মৃতিকথায় জলছবি এঁকেছেন তিনি। যা পাঠককে মন্ত্ৰমুগ্ধ করবে। বইটি প্রকাশের জন্য অবশ্য প্রশংসাযোগ্য 'মায়া বুকস'-এর মধুছন্দা সেন। লেখায় আর আঁকায় সমৃদ্ধ এই বই। এক অন্য মর্যাদার বই. মুছে যাওয়া দিনগুলি আবার ফিরে এলো লেখকের লেখনীতে।

'সম্পর্কে রবির সাঁকো'

২রা এপ্রিল ২০২৩ কলকাতার আইসিসিআর সত্যজিৎ রায় মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি ভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক শিল্পগোষ্ঠী 'আর্চিক' নিবেদিত এই অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল 'সম্পর্কে রবির সাঁকো'।

অনুষ্ঠান শুরু হয় সম্মেলক রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গে পরিবেশনায় 'রেওয়াজ', পরিচালনা করেছেন নমিতা বন্যোপাধ্যায়, 'পূরবী'- পরিচালনা করেছেন মন্দিরা মুখোপাধ্যায় এবং 'দমদম সাঁঝবাতি'- পরিচালনা করেছেন রতন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর শিরোনামের মূল অনুষ্ঠানে ছিল একটি অসাধারণ রবীন্দ্র গীতি আলেখ্য। ধনঞ্জয় ঘোষাল রচিত গীতি আলেখ্যর মূল বিষয়বস্তু ছিল রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী-



পুরুষের সম্পর্কের দ্বুকে নির্ভর করে কথায় গানে একটি চিত্র নির্মাণ করা। কখনও 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসের বিমলা-সন্দীপ, কখনও 'শেষের কবিতা'র অমিত-লাবণ্য ও কখনওবা 'রক্তকরবী' নাটকের নন্দিনী-রঞ্জন-- রাজার প্রতি মানসিক টানাপোড়েন কথোপকথন সহজ সুন্দর করে উপস্থাপন করেন স্বনামধন্য অভিনেতা শঙ্কর চক্রবর্তী এবং প্রথিতযশা বাচিক শিল্পী সাধনা রায়। তাঁদের এই উপস্থাপনকে সুরের মুর্চ্ছনায় সাজিয়ে তোলেন আরও দুই স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী স্বরূপ পাল ও মহুয়া সুর। এককথায় দুজন সঙ্গীত শিল্পী এবং দুজন বাচিক শিল্পীর অনবদ্য উপস্থাপনায় রবিবার সন্ধ্যায় একটি সুপরিকল্পিত, সুষ্ঠ, রুচিসম্পন্ন অনুষ্ঠান উপহার পেয়েছেন হলের প্রতিটি দর্শক শ্রোতা। অনুষ্ঠান শেষ হয় 'ক্রিয়েশন'- পরিচালনা উর্মিলা ভৌমিক এবং 'দুর্গাপুর সুর ছন্দম'- পরিচালনা মধুমিতা চট্টরাজ গ্রুপের সম্মেলক নাচের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বর্ষীয়ান শিল্পী চন্দন মজুমদার। যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন সুব্রত মখোপাধ্যায় ও প্রেমাংশু সেন।

জাত জালিয়াত ধন্যি তোদের জাতের বডাই, সর্বনাশা নেশা, ধর্মের নামে দাঙ্গা করা, ঘৃণ্য তোদের পেশা। রাম-আল্লাহ হাঁকিস তোরা, মনের দরজা বন্ধ, বিদ্বেষ আর ঘৃণার বিষে, হয়ে গেছিস অন্ধ। ভাই, ভায়েরে পাথর ছুঁড়িস, হাতে তুলে নিস অস্ত্র, মালিকের এই দুনিয়াতে সব, উলঙ্গ বিবস্ত্র। গুজরাত থেকে শিবপুরে আজ, পৌছে গেছে আগুন না থামলে পুড়ব সবাই, ভাইসব মোর জাগুন। জাত-জালিয়াত খেলছো জুয়া, বলেছিলেন নজরুল জাতের নামে বজ্জাতি সব -- মানবের মহা ভুল। – প্রীতম কাঞ্জিলাল

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।



রবিবার করে এই নিলামঘর গমগম করে উঠতো ইংরেজিতে লেখা 'সোল্ড' শব্দে। পুরনো কলকাতার বাংলো ও প্রশস্ত ঘরবাড়ি ভেঙে যতই উঠে গিয়েছে মস্ত ফ্ল্যাটবাড়ি, ততই জায়গা কমে অ্যান্টিক জিনিসপত্রের জন্য — এমনই জানা গিয়েছে দোকানের অংশীদারের থেকে।

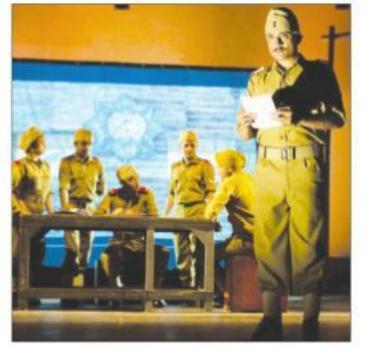
জানা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের একজন শিষ্যা জোসেফ ম্যাকলয়েড -এর অনুরোধে ফরাসি শিল্পী লালিক বেশ কিছু স্বামীজির স্ফটিকের মূর্তি তৈরি করেন। এমনই একে মূর্তি ছিল হাওড়ার নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে, যিনি ছিলেন শ্রীরামকফ্য দেরের শিষ্য।

কলকাতার বেশকিছু নিলাম ঘর যেমন স্টেইনর অ্যান্ড কোম্পানি, চৌরঙ্গী সেলস ব্যরো এবং ডাল্টোসি এক্সচেঞ্জ অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এবার চিরতরে বন্ধ হয়ে চলেছে ভিন্টেজ এবং নিখঁত নির্মাণশৈলীর আসবাব, গ্র্যান্ডফাদার ক্লক এবং শো-পিসে ঠাসা কলকাতার প্রাচীন নিলাম ঘর ভিক্টর ব্রাদার্স। হয়তো এর জায়গায় উঠবে বৈদ্যুতিক পণ্যদ্রব্য কিংবা জামাকাপড় বা গয়নাগাটির দোকান।

নাট্যআনন -এর দিল্লি চলো

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি নাট্যআনন -এর নতুন নাটক চন্দন সেন পরিচালিত 'দিল্লি চলো' মঞ্চস্ত হল। উৎপল দত্তের বহু চর্চিত এই নাটকটি ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। নাটকটিতে রয়েছে বেশ কিছু



খবরের সাত সতেরো

খেমাশুলিতে অবরোধে সামান্য রেহাই, ট্রেন निरःश ठलएছ दिर्यक

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ৯ এপ্রিল— কুর্মি সম্প্রদায়ের তপশিলি উপজাতিভুক্ত হওয়ার দাবি নিয়ে লডাইয়ে সামিল হয়েছিল কুর্মি সমাজ বেং আদিবাসী কুর্মি সমাজ। পুরুলিয়ার কুস্তাউরে আদিবাসী কুর্মি সমাজের নেতা অজিত মাহাত আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা বললে কুর্মি সমাজ পশ্চিম মেদিনীপুরের খেমাশুলিতে তাদের লড়াইয়ের পথ থেকে সরে আসেনি।

রবিবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে কর্মি সমাজের রাজ্য সভাপতি রাজেশ মাহাত জানান, তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করছেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে তারা সকাল দশটা থেকে দুপুর ১টা এবং রাত্রি ১ থেকে সন্ধ্যে ৬টা অব্দি অবরোধে রেহাই দেবেন। আগামীকাল নবান্নে মুখ্যসচিবের ডাকা বৈঠকেও তারা যোগ দেবেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলের এজিএম রাজ্য সরকারকে অবরোধ হঠাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেন। রেলপথ স্বাভাবিক করতে ইতিমধ্যেই কুর্মি সমাজের একাংশের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। খড়গপুর ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম রাজেশকুমার বলেন, এখন বৈঠক চলছে। রাত্রি আটটা নাগাদ আমরা খবর পাব মনে করছি। আমরা ঘটনাস্থলে তিনশ আরপিএফ জওয়ান পাঠিয়েছি। রাজ্য সরকার চাইলে আরপিএফ সাহায্য করতে তৈরি। গত পাঁচ দিনে পাঁচশরও বেশি যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল এবং পণ্যবাহী ট্রেনের যাতায়াত বন্ধ থাকায় রেলের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

হুগলিতে বামেদের সম্প্রীতি মহামিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি— সম্প্রীতির বার্তা দিতে বামপন্থী দলগুলির ডাকা মহামিছিলে রবিবার দুপুরে জনপ্লাবন দেখা গেল হুগলিতে। গত রবিবার রিষড়ায় রামনবমীকে কেন্দ্র করে যে অশান্তির আবহ তৈরি হয়, সোমবার পর্যন্ত যার রেশ চলে। সেই ঘটনার পরেই এই মিছিল ডাকা হয়। সিপিআইএম ছাডাও মোট দশটি দল যোগ দিয়েছে এদিনের মিছিলে। জানা গেছে. কোন্নগর বাটা থেকে শুরু হয়ে উত্তরপাড়া গৌরী সিনেমার সামনে এই মিছিল শেষ হয়। এর পরে শুরু হয় একটি জনসভা। এদিনের মিছিলে উপস্থিত রয়েছেন মহম্মদ সেলিম, বিমান বসু, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য-সহ একাধিক বাম নেতৃত্ব। রবিবারের এই মিছিলে বিপুল জমায়েত দেখে কার্যত চমকে গিয়েছেন অনেকেই। কেউ কেউ বলছেন, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়েও এত বড় মিছিল খুব একটা দেখা যায়নি সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মণ্ড লীর সদস্য হুগলি জেলার সম্পাদক, দেবব্রত ঘোষ বলেন, 'বামফ্রন্ট যখন সরকারে ছিল, তখনও হুগলি জেলায় এত বৃহৎ মিছিল আমরা দেখিনি।' বিমান বসু বলেন, আমি পুরো মিছিলটা হাঁটিনি। ৩৪ মিনিট হাঁটার পর পিছনে গাড়িতে উঠেছিলাম। আমি যে মিছিল দেখলাম তাতে আমি অভিভূত। এইরকম মিছিল আমি হুগলিতে দেখিনি।

১০০ দিন প্রকল্পের টাকা চেয়ে নারায়ণগড় ব্লুকে জব কার্ড হোল্ডাররা কেন্দ্রকে চিঠি পাঠাতে শুরু করল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ এপ্রিল— শনিবার আলিপুরদুয়ারের একটি সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ১০০ দিন প্রকল্পের টাকার দাবিতে এক কোটি চিঠি পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লুকের বাখরাবাদ ১৩ নম্বর অঞ্চলের খালিনা বুথে ১০০ দিন প্রকল্পের টাকা চেয়ে জব কার্ড হোল্ডাররা এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে। সেই সঙ্গে ওই এলাকার জব কার্ড হোল্ডাররা দিন প্রকল্পের টাকা চেয়ে কেন্দ্রকে চিঠি লেখা শুরু করে। তৃণমূল কংগ্রেসের এস সি সেল এর সভাপতি সুশান্ত ধল বলেন দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো জব কার্ড হোল্ডাররা রবিবার থেকে কেন্দ্রকে চিঠি লেখা শুরু করেছে। নারায়ণগড় ব্লকের প্রতিটি অঞ্চ লের জব কার্ড হোল্ডাররা ১০০ দিন প্রকল্পের টাকা চেয়ে কেন্দ্রকে চিঠি পাঠাবে। চিঠিগুলি প্রথমে দলের ব্লক কার্যালয়ে গিয়ে পৌঁছাবে। সেখান থেকে দলের নেতৃত্বরা চিঠি গুলি কেন্দ্রকে পাঠাবে। তাই রবিবার থেকে জব কার্ড হোল্ডারদের নিয়ে ওই কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে।

ফুলবাড়িতে ডিওয়াইএফ অহিয়ের পথ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল— সিপিএমের যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার ফুলবাড়িতে পথসভা করলো। শুক্রবার ফুলবাড়ি মোড়ে পথসভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআইএর রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জি। আগামী। ১৩ এপ্রিল বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে অভিযান করবে সিপিএম এর যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। সেই উপলক্ষে ফুলবাড়িতে পথসভা করা হয়। ওই পথসভায় ডিওয়াইএফআইএর রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী বলেন, আগামী ১৩ এপ্রিল শিলিগুড়ি মহানন্দা ব্রিজ থেকে অভিযান শুরু হবে। দার্জিলিং জেলা সহ গোটা রাজ্যকে চুরি, দুর্নীতির অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরাতে উত্তরকন্যা অভিযানে সমস্ত যুব সদস্যদের সামিল হওয়ার আবেদন জানান তিনি।

বহিসনের আক্রমণে মৃত্যু বৃদ্ধের, আহত ৮

নিজস্ব প্রতিনিধি— ফুল তুলতে গিয়ে বাইসনের আক্রমণে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারে। বাইসনের জখম হয়েছে অন্তত আটজন কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গার ছোট শিমুলকুড়ির পর এবার হাড়িভাঙ্গা গ্রামে বাইসনের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। গত মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বাইসনের হামলায় ৮ জন জখম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদের মধ্যে তিনজন কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসাধীন। বাইসনের হামলায় মৃত ব্যক্তির নাম বীরেন বর্মন (৫৯)। তিনি কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের বাসিন্দা। এদিন বীরেন বর্মন বাগানে ফুল তুলছিলেন। সেই সময় একটি লাইসেন্স তাকে আক্রমণ করে। ওই বৃদ্ধাকে জখম অবস্থায় কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত বীরেনের ছেলে তুতুন বর্মন বলেন, সকালে বাবা ঘুম থেকে উঠে বাড়ির পাশেই ফুল তুলছিলেন। হঠাৎই চিৎকার চেঁচামেচি শুনি। পাশের বাঁশঝাড় থেকে একটি বাইসন এসে বাবার মাথায় আঘাত করে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে বাবার মৃত্যু হয়। বাইশনের হামলায় আহত হোসেন মিয়া বলেন, আমি ক্ষেতে কাজ করছিলাম। হঠাৎ করে একটি বাইসান আমার সামনে চলে আসে। আমার বুকে, পায়ে আঘাত করে। জানা গিয়েছে, বাইসনের হামলার ভয়ে আতঙ্কে রয়েছে এলাকার লোকজন। বনদপ্তরের তরফে বাইসন উদ্ধারের চেষ্টা চলেছে। কোচবিহারের এডিএফও বিজন নাথ বলেন, সকালবেলা স্থানীয় বাসিন্দারা বাইসেন দুটিকে দেখতে পেয়েছে। বাইসনের হামলায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েকজন আহত রয়েছে। বনদপ্তরের কর্মীরা ওই বাইসনদুটিকে জঙ্গলে ফেরানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে মৃত আহত পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

হাওড়া-কাটোয়া প্যাসেঞ্জার এসোসিয়েশনের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ এপ্রিল— পূর্বস্থলী ২ ব্লকের মেড়তলা অঞ্চ লের অন্তর্গত চন্ডিপুর অন্নপূর্ণা লজে এদিন হাওড়া কাটোয়া সুপারবার্ণ প্যাসেঞ্জার এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় কাটোয়া ভান্ডার টিকুরি ৩ নং জোনাল কমিটির উদ্যোগে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো. এদিন এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত প্রধান উদয় আস, জোনাল কমিটির সম্পাদক দেবাশীষ শীল সহ আরো অনেকে.

অঞ্চল প্রধান বৌমার বাড়িতে বোমা হামলার অভিযোগ, গ্রেফতার শ্বশুর

ঘটনাটি ঘটে মর্শিদাবাদের রানিনগর থানার সেখপাড়া গ্রামে। বৌমা শেফালি বিবি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রানিনগর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। অন্যদিকে শ্বশুর সেখ মহম্মদ জহিরুদ্দিন কংগ্রেস দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। অভিযোগ, বোমা হামলার সময় বাড়িতেই ছিলেন শেফালি বিবি এবং তাঁর স্বামী তথা রানিনগর ২ অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি আনিসুর রহমান ওরফে বাচ্চু। বোমার আওয়াজ শুনে ঘরের বাইরে বেরিয়ে দুষ্কৃতীকে ধাওয়া করার সময় নিজের বাবা জহিরুদ্দিনকে পালাতে দেখেন আনিসুর। এমনই অভিযোগ তার। এই ঘটনার পরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের। করা হয়। ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। গভীর রাতেই প্রধানের বাডির পিছনে তল্লাশীর সময় ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। পরে। গ্রেফতার করা হয় জহিরুদ্দিনকে। পঞ্চায়েত রাজনৈতিক চাপান উতোরও শুরু হয়েছে।

আনিসুর রহমান রবিবার সাংবাদিকদের বলেন, 'ঘটনার দিন রাত এগারটায় আমি বাড়িতে ঢুকি। শাহ আলম সরকার বলেন, 'শনিবার রাত বারোটা। ঘরে মুখ হাত-পা ধুয়ে বিছানায় বসে মোবাইল কুড়ি মিনিটে আমাকে প্রধান শেফালি বিবি ফোন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ৯ এপ্রিল— শুয়ে ছিল। হঠাৎ বিকট আওয়াজ শুনতে পাই। ঘর পৌঁছায়। আমি নিজেও লোকজন নিয়ে ঘটনাস্থলে বৌমার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা হামলার অভিযোগ থেকে বেরতেই দেখি আমরা যে ঘরে থাকি. ঠিক যাই। গিয়ে জানতে পারি প্রধানের শ্বশুর একাজ উঠল শ্বশুরের বিরুদ্ধে। শনিবার গভীর রাতে তার পিছনে ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে গিয়েছে। সঙ্গে করেছে। পালানোর সময় দু'রাউন্ড গুলিও সঙ্গে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের চালিয়েছে। নিজের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে ভোটে েডেকে তুলি। ফের বাইরে বেরিয়ে দেখি দুই দুষ্কৃতী দাঁড় করানোর জন্য এই পথ বেছে নিয়েছে আমাকে দেখেই পালাচ্ছে। তাদের পিছনে ধাওয়া অভিযুক্ত জহিরুদ্দিন। পুলিশ তদন্ত করলেই করার সময় ওরা আমাকে লক্ষ্য করে দু'রাউন্ড জানতে পারবে, অভিযুক্ত এক সময় কংগ্রেসের গুলিও ছোঁড়ে। ওদের পিছনে ধাওয়া করার সময় গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান থাকার সময় অর্থ তছরূপের বাবাকে আমি চিনতে পেরেছি। এই কাজ বাবা অভিযোগে জেল খেটেছিল। একসময় নিজের ছাড়া অন্য কেউ করেনি। সিপিএম এবং কংগ্রেসের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বৈঠক করছে আর আমাকে দীর্ঘদিন বাংলাদেশে ছিল। কুখ্যাত দুষ্কৃতী হিসাবে আর আমার স্ত্রীকে খুনের ছক করছে। আমার স্ত্রী সে এলাকায় সুপরিচিত।' খুব জনপ্রিয়। ভোটে দাঁড়ালে এবারও বিপুল ভোটে জয়ী হবে। আমার স্ত্রী যাতে নির্বাচনে না সম্পর্ক নেই বলে জানান প্রদেশ কংগ্রেসের দাঁড়ায়, সেই ভয় দেখানোর জন্যই এই বোমা মুখপাত্র মহফুজ আলম ডালিম। তিনি বলেন, মারারা ঘটনাটি ঘটিয়েছে বাবা। কারণ বাবা চায় আমার স্ত্রীর পরিবর্তে নিজের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী রাবেয়া বিবিকে ভোটে দাঁড় করিয়ে গ্রামপঞ্চায়েত । ধরে চলছে। আমরা খোঁজ নিয়ে খুব ভালো করে প্রধান করতে। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ বাবাকে গ্রেফতার করেছে। নির্বাচনের আগে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের উপর ভরসা আছে। সঠিকভাবেই তদন্ত এখনও কংগ্রেসে যোগ দেননি। পঞ্চায়েত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।'

দেখছিলাম। পাশেই স্ত্রী চেলে-মেয়েদের নিয়ে করে জানাই। পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে ঘটনাস্থলে শাসক।'

বাবাকে বোমা মেরেছিল। এলাকা থেকে পালিয়ে

যদিও এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও 'পুরো ঘটনার পিছনে রয়েছে বাবা ও ছেলের মধ্যে পারিবারিক একটা অশান্তি। এই অশান্তি দীর্ঘদিন জেনেছি, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনওরকম যোগ নেই। দ্বিতীয়ত, জহিরুদ্দিন নির্বাচনের আগে তার যোগ দেওয়ার কথা ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের রানিনগর ২ ব্লক সভাপতি পারিবারিক এই অশান্তির ঘটনাকে রাজনীতির রঙ লাগিয়ে তাকে গ্রেফতারের মধ্যে দিয়ে তার কংগ্রেসে যোগদানের প্রক্রিয়াকে আটকাতে চাইছে

মমতার সঙ্গে ছিলেন আন্দোলনে, নিঃশেষ সহায় সম্বল, অসমর্থ শরীরে এখনও ভ্যান চালিয়ে দিনযাপন করেন বৃদ্ধ নির্মল দাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ৯ এপ্রিল— ২৮ বছর আগে বাম আমলে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী ছিলেন বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎকালীন যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে জমায়েত হয়েছিলেন কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক। তৎকালীন শাসকদলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যুতে সেদিন কাছারি ময়দানে আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিপূর্ণ মিছিল হঠাৎ করেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির রূপ ধারণ করে। অভিযোগ পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎকালীন জেলা পুলিশ সুপার রচপাল সিংয়ের নির্দেশে পুলিশ কর্মীরা আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে সেদিন বারাসাতের এক স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে। আহত হয়েছিলেন অনেকেই। সেই

তালিকায় ছিলেন বসিরহাটের সন্দেশখালি ২ নম্বর রকের বাসিন্দা নির্মল দাসও।

সেদিনের ঘটনা আজও টাটকা নির্মল দাসের স্মৃতিতে। এরপর কেটে গিয়েছে অনেকগুলো বছর। সেদিনের বিরোধী নেত্রী আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। নির্মল বাবুর কথায় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরেও তার পরিবারের দিকে ঘুরে তাকায়নি কেউ। শাসকদলের কোন নেতাও কোনদিনও কোন খোঁজ নেননি। তারা বঞ্চিত সরকারি চাকরি কিংবা দলের তরফে কোন আর্থিক সাহায্য থেকে। কাজেই একপ্রকার নিরুপায় হয়ে পরিবারের অন্য সংস্থান করতে অসমর্থ্য শরীরে ভ্যান চালিয়ে দিন যাপন করছেন বছর ৭২-এর

নির্মল বাবুর কথায়, সেদিনের ঘটনার চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে সন্দেশখালি এলাকায় পৈত্রিক জমি ও ভিটে সবকিছুই বিক্রি করে দিতে হয় তাকে। এখন তারা বারাসাতের রামকৃষ্ণপুর এলাকায় একটি ছোট্ট আস্তানায় দিন যাপন করছেন। নির্মল বাবুর অভিযোগ সেই সময়ও দলের কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়নি। ইচেছ রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার। তাঁর কাছেই সাহায্যের আবেদন করার।

অন্যদিকেই বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী র্থীন ঘোষ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় নিপীড়িত এবং অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এসেছেন। সেদিনের ঘটনায় যিনি মারা গিয়েছিলেন সেই গোবিন্দ বন্দোপাধ্যায়ের পরিবারের পাশেও দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বিষয়টি হয়তো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছায়নি। তা সত্ত্বেও আমি নিজে বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে নির্মল বাবুর পরিবারের সুরাহা হয়।

কামারহাটি পুরসভার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির নির্বাচন প্রাক্তন বাম বিধায়ককে নিগ্রহের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি— কামারহাটি পুরসভার এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির নির্বাচনে সিপিএম কর্মীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল শাসক শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি ওই বিধানসভার প্রাক্তন বাম বিধায়ক মানস মুখোপাধ্যায়কে নিরাপত্তারক্ষীরা নিগ্রহ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও তৃণমূল এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে।

জানাগেছে, শনিবার কামারহাটি পুরসভার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে সকাল থেকেই টানটান উত্তেজনা ছিল। পুরসভা ভবনের গেটের ভিতরে এবং বাইরে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই শুরু হয় অশান্তি। ভোট শুরুর আগেই গন্ডগোল শুরু হয়। সেই ছবি তলতে গেলেই আক্রান্ত হতে হয় সংবাদমাধ্যমকেও। কয়েক জন সংবাদকর্মীর মোবাইল কেডে নেওয়া হয় এবং গন্ডগোলের ভিডিও ডিলিট করতে

বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে বেলঘড়িয়া থানার পুলিশবাহিনী আসে, মোতায়েন হয় র্যাফ। সিপিএমের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃত ভাবে অশান্তি পাকিয়েছে শাসকশিবির। কামারহাটির প্রাক্তন বিধায়ক মানস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ভোটের নামে প্রহসন চলছে। িনর্বাচনের শুরুতেই সব ভোট পড়ে গিয়েছে।' বিরোধীদের বক্তব্য, সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে সামান্য পরসভার কো-অপারেটিভ নির্বাচনে যদি এই ছবি দেখা যায়, তা হলে অবশ্যই তা চিন্তার।

কামারহাটির প্রপ্রধান গোপাল সাহা বলেন, 'প্রথমত, নির্বাচনে বাইরের কারও যাওয়ার দরকার ছিল না। তা ছাডা বাইরে থেকে কিছ লোক যখন ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন, তাঁদের নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দেন। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্তি শুরু করেন তাঁরা। এর পরই ঝামেলা হয়। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে।'

শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি— সাত মাসে এক শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হল তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ। অভিযোগ, চিকিৎসক বলার পরেও অক্সিজেন দেওয়া হয়নি ওই শিশুকে। শনিবার বিকেলে শ্বাসকন্ত জনিত সমস্যা নিয়ে একটি শিশুকে পূর্ব মেদনীপুর জেলা সদর তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শিশুটির বাড়ি মহিষাদলের রামবাগে। ওই শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে মহিষাদল ব্লক হাসপাতালে এবং পরে সেখান থেকে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ওই মৃত শিশুর পরিবারের অভিযোগ, শ্বাসকষ্টে জনিত সমস্যায় ভোগা ওই শিশুটিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক অক্সিজেন দিতে বলেছিলেন। কর্তব্যরত নার্সদের বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, অভিযোগ, তারা রোগীর পরিজনদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। শিশুটিকে অক্সিজেন দেওয়া হয়নি। রাতের দিকে পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকলে শিশুর পরিজনেরা নার্সদের বিষয়টি জানান। কিন্তু তারা কেউ কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ। এমনকি শিশুটির অক্সিজেনের মাত্রাও পরীক্ষা করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। রবিবার সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ শিশুটিকে একটি ইনজেকশন দেওয়া হয় আর রাত আটটা নাগাদ ওই শিশুটির মৃত্যু হয়। শিশুটির আত্মীয় শেখ আনোয়ার আলি বলেন, এখানে মেডিক্যাল কলেজ পেয়েছি আমরা। এটা আমাদের গর্ব। অথচ হাসপাতালের পরিষেবা এতটুকুও উন্নতি হয়নি। নার্সদের ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ। রোগীদের সঙ্গে তারা যে ব্যবহার করেন তা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি শিশু মৃত্যুর জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করেছেন। অন্যদিকে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজের অতিরিক্ত মেডিক্যাল সুপার ভাস্কর বৈষ্ণব বলেন, রোগীর পরিজনদের থেকে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনাস্থলে ডেপুটি সুপার ছিলেন। কিভাবে গোটা ঘটনাটি ঘটেছে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়ে পাঠান হয়েছে। রোগীর পরিজনদের অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত কমিটি গড়া হচ্ছে। সোমবার কমিটির সদস্যরা সমস্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন।

এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের लक्षाउ হেমাতপুর হাটের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৯ **এপ্রিল**— রবিবার সকালে হেমাতপুর হাটের উদ্ধাধন হলো, সপ্তাহে দুদিন রবি এবং বুধবার এই হাট বসবে এখানে সেই হাটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, এছাড়াও হাজির ছিলেন পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আজিজুন্নেসা খাতন সহ বিশিষ্ট জনেরা। মন্ত্রী স্বপনবাবু তিনি এদিন বলেন এটাকে থেকে উত্তরবঙ্গের প্রবেশ্বার বলা যেতে পারে।

ইতিমধ্যেই এখানে একটি হাট বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম তারা আজ উদ্ধোধন হল। একই সাথে এলাকায় একটি বাস স্ট্যান্ড করারও পরিকল্পনার কথা ভেবেছিলাম ইতিমধ্যেই জমি চিহ্নিত করে পরিবহন দপ্তর কে রেজিস্টেরিও করে দেয়া হয়েছে। খব শিগগিরই বাস স্ট্যান্ড তৈরীরও কাজ হবে এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

রাজু ঝা খুনে অধরা দুষ্কৃতীরা, কলিং অ্যাপে যোগাযোগ?

একের পৃষ্ঠার পর

গাডিটিও লতিফেরই। ঘটনার পর অবশ্য লতিফ গা ঢাকা দিয়েছিল। সেদিন লতিফকে ফোনে কথা বলতেও দেখা গিয়েছে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে। লতিফ সাধারণ কলিং অর্থাৎ মোবাইল নম্বর থেকে ফোন করে থাকলে সিবিআইয়ের পক্ষে তার নাগাল পেতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আবার রাজুর আততায়ীরা 'বড মাথার' নির্দেশ মত সপরিকল্পিতভাবে অপারেশন চালিয়েছিল। তারাও সেই মাথার সঙ্গে অবশ্যই নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিল। ফলে শক্তিগড় সহ অন্যান্য জায়গার টাওয়ার গেম্পিং থেকে পুলিশের পক্ষে তাদের সম্ভাব্য মোবাইল নম্বর চিহ্নিত করা সহজ হত। দ্রুত অপরাধীকেও চিহ্নিত করতে পারত পুলিশ। সূত্রের খবর এক্ষেত্রে তেমন কোনও 'সুরাগ' তদন্তকারীরা পাননি। পেলেও সেটিকে ট্যাক করে এখনও অপরাধীদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। এর থেকে অনুমান করা হচ্ছে, বিশেষ কোনও কলিং অ্যাপের মাধামে আততায়ীরা মাস্টামাইভ বা সুপারি নেওয়া লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। যার ফলে তদন্তকারীরা এখনও টিকি ধরতে পারেনি তাদের। এছাড়াও বড় মাপের অপরাধীরা আইফোন ব্যবহার করে। যার মাধ্যমেও বিশেষ কল করা না কি সম্ভব। তার রেকর্ড পাওয়াটাও পুলিশের কাছে দুরূহ ব্যাপার। সময়সাপেক্ষও। অপরাধীরা আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগালেও হাল ছাড়ছে না পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। সাইবার অপরাধ দমনে জেলা পুলিশের সেলের দক্ষ অফিসারদের উপর বিশেষ আস্থা রাখছে এই খুনের কিনারায় গঠিত ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট)। সাইবার প্রযুক্তিতে দক্ষ পুলিশ আধিকারিকরাও সিটকে ফলপ্রসূ কোনও লিঙ্ক তুলে দিতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। রাজ খুনের কিনারায় পুলিশের সাইবার শাখাই হয়তো তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সেপ্টেম্বর থেকে ফের বিক্ষোভের छँ भिशाति कुर्गिएत

নিজস্ব প্রতিনিধি— পুরুলিয়ার কুস্তাউরে থেকে অবরোধ তুললেও পশ্চিম মেদিনীপুরের খেমাশুলিতে অবরোধ জারি রাখলেন কুড়মিরা। জানালেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে। অন্য দিকে পুরুলিয়া থেকে কুড়মি নেতা অজিত মাহাতোর হুঁশিয়ারি, আপাতত সেখান থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া হলেও ২০২৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে জঙ্গলমহলের তিন জেলায় ফের রেল অবরোধ হবে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ

একগুচ্ছ দাবি নিয়ে গত পাঁচ দিন ধরে পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুরে রেল অবরোধ করেছেন কুড়মিরা। ছ'দিন ধরে সড়ক অবরোধ চলছে। পুরুলিয়ায় বিক্ষোভ উঠে গেলেও জারি খেমাশুলিতে। কুড়মি নেতৃত্ব জানিয়েছে, দাবি পুরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তাঁরা। সূত্রের খবর, কুড়মি নেতা রাজেশ মাহাতো পুরুলিয়ায় বৈঠক করতে গিয়েছেন। তিনি ফিরে এলে তবেই খেমাশুলির বিক্ষোভ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে কুড়মি সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ মাহাতো বলেন, "দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ চলবে।" অন্য দিকে আর একটি সংগঠনের সভাপতি সুদীপ কুমার মাহাতো বলেন, "দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামা হয়েছে। কোনও ইতিবাচক সুরাহা মেলেনি। অজিত মাহাতো আলাদা সংগঠনের। ওঁরা আন্দোলন তুলতে পারেন, আমাদের আন্দোলন চলবে।"

রবিবার পুরুলিয়ায় বিক্ষোভস্থল থেকে কুড়মি নেতা অজিত অভিযোগ করেছেন, এই নিয়ে কোনও 'সদর্থক ভূমিকা' নেয়নি রাজ্য। তাঁর কথায়, ''পরিষ্কার কথা, রাজ্য সরকার গত পাঁচ দিনে একটা চিঠি চাপাটি করতে পারল না। আমাদের জন্য কোনও সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। অথচ ডিএম, এসপিকে বলা হচ্ছে বার বার, যাতে আমরা অবরোধ তুলি। আমরা দু'বার রেল অবরোধ করলাম। কিন্তু কেন এই পথে হাঁটতে বাধ্য হলাম, তার কারণ লেখার জন্য এক লাইন ক্ষমতা হল না।" আরও অভিযোগ আন্দোলনকারীদের হুমকি দিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে আমাদের ছেলেদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।" এর পরেই অজিত জানিয়ে দেন, আপাতত পুরুলিয়া থেকে অবস্থান তুলে নিলেও ভবিষ্যতে ফের আন্দোলনের পথে নামবেন তাঁরা। তাঁর কথায়, ''আপাতত রেলের অবস্থান তুলে নিলাম। আগামী দিনে তিন জেলায় রেল অবরোধ হবে। সরকার কিছু না করলে লড়াই চলবে।" কুড়মি নেতা এও জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়ে যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করছেন তাঁরা। তাঁর কথায়, ''অনেক মিটিং হচ্ছে, কী লাভ হচ্ছে। তাই প্রত্যাহার করলাম।"

ইটাহারে আগুনে পুড়ে ছাই বহু কাঁচাবাড়ি, জখম ৫ শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভয়াবহ আগুন লাগল ইটাহারে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে বেশ কয়েকটা কাঁচা বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আগুনের তাপে ৫ জন শিশু জখম হয়েছে। অবশ্য তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রবিবার দুপুরে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের সুরুন-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাডিওলঘাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন আচমকা বাড়িওলঘাট গ্রামের একটি কাঁচা বাড়ি থেকে আগুনের শিখা দেখা যায়। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই, আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। আশেপাশের কয়েকটি কাঁচা বাড়িও গ্রাস করে নেয় আগুন লেলিহান শিখা। কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় গোটা এলাকা। তড়িঘড়ি দমকলে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের টি ইঞ্জিন। আধ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল

ঘটনায় ৫ জন শিশু আগুনের তাপে জখম হয়। তাদের উদ্ধার করে সুরুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে দমকলের অনুমান, কোনও পরিবারের রান্নাঘরের উনুন থেকে আগুন আশেপাশের ঘরে ছডিয়ে পড়ে। তার থেকেই এই বিপত্তি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে ৫টি পরিবারের বাড়ির বেড়া এবং ১৬টি কাঁচাবাড়ি পুড়ে গিয়েছে। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, তাঁদের বিপুল নগদ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও অগ্নিকাণ্ডের জেরে কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে।

অভিষেকের শরণাপন ময়নার তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি— ময়নায় জনসভা করে 'চাকরি চোর' বলে স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই অভিযোগে 'চাপে' পড়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তাই এই বিষয়ে জবাব দিতে তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের দ্বারস্থ হয়েছে তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল। সূত্রের খবর, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতরে এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। শনিবার ময়না বিধানসভা এলাকার বাকচায় এক জনসভা করেন বিরোধী দলনেতা। সেখানেই তিনি ময়না বিধানসভা এলাকার ১১ জন তৃণমূল নেতার নাম করেছেন। সেই ১১ জন নেতাকে তিনি অভিযুক্ত করেছেন নিয়োগ দুর্নীতিতে। সঙ্গে দাবি করেছেন, এই সব নেতা ইডির হাতে ধৃত জেলবন্দি প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লিঙ্ক ম্যান হিসেবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় কাজ করতেন। তাঁর আরও অভিযোগ, নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত অয়ন শীলের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ ছিল। পার্থ ও অয়নের সঙ্গে যোগসাজশ করেই তাঁরা নিয়োগ দুর্নীতি করেছেন। বিরোধী দলনেতা এ ভাবে প্রকাশ্যে দুর্নীতির অভিযোগে এনে

সরব হওয়ায় কিছুটা 'চাপ' বেড়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের উপর। তাই কী ভাবে এই সমস্ত অভিযোগের জবাব দেওয়া হবে, তা ঠিক করে দিতে শীর্ষ তৃণমল নেত্ত্বের মখাপেক্ষী তমলক সাংগঠনিক জেলা তৃণমল। জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌমেন মহাপাত্র বলেন, "বিরোধী দলনেতা তাঁর রুচির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তো নিজেকে বড় নেতা মনে করেন। তাই কোনটা তাঁর বলা উচিত, আর কোনটা নয়, তাই এখনও পর্যন্ত তিনি ঠিক করে উঠতে পারেনি।" আরও বলেন, "বিরোধী দলনেতা আমাদের দলের যে সমস্ত নেতার নাম মঞ্চ থেকে বলেছেন, তা আমরা সবটাই জেনেছি। কিন্তু তাঁর এমন অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা ঠিক করবে শীর্ষ নেতৃত্ব। আমি বিষয়টি শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছি। তারা আমাদের যে নির্দেশ দেবেন, সে ভারেই বিরোধী দলনেতার অভিযোগের জবাব দেওয়া হরে।"

আমাদের লোকেরা হাত পেতে টাকা নিয়েছে, কিন্তু সিপিএম টেকনিক্যাল চোর': শোভনদেব

নিজস্ব প্রতিনিধি— আমাদের লোকেরা হাত পেতে টাকা নিয়েছে, সিপিএম চুরি করেছে সাইন্টিফিক্যালি। মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে

শোরগোল রাজনৈতিক মহলে। নিন্দায় সরব বামেরা। নিয়োগ দুর্নীতিতে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন তৃণমূল সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী-সহ একাধিক আধিকারিক। এই পরিস্থিতিতে বামআমলের দুর্নীতি বারবার প্রকাশ্যে আনার চেষ্টা করছে তৃণমূল। তাঁদের কথায়, দুর্নীতিকে তারা সমর্থন করেন না তবে এমনটা বাম আমলেও হয়েছে। খড়দহের সভা থেকে আরও একবার সেটাই দাবি করলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বললেন, আমাদের লোকগুলো হাত পেতে টাকা নিয়েছে। দুর্নীতি বামেরাও করেছে। চাকরি ওরাও দিয়েছে। তবে সেটা খুব সাইন্টিফিক্যালি। কমিশনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের লোক নিয়েছে। তার বদলে মাসে মাসে পার্টি অফিসে কমিশন নিত। ওরা টেকনিক্যাল চোর।

এই দেশ... অন্য ভাবনা... অন্য ভুবন

িশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ শিবগাজন হয় চৈত্ৰ সংক্ৰান্তিতে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিন। সংক্রান্তি বলতে আমরা বুঝি বাংলা মাসের শেষ দিন। অভিধানেও তাই আছে। চলন্তিকা অভিধানে আরো বলা আছে, 'সূর্যাদির এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন'। সংক্রান্তি কথাটি এসেছে সংক্রমণ থেকে। সংক্রমণ মানে সঞ্চরণ, গমন, প্রবেশকরণ। আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে সূর্য বারো মাসে বারোটি রাশিতে গমন করে। এজন্য ১২টি সংক্রান্তি। যদিও আমরা জানি সূর্যের এটা আপাত গমন। কারণ সূর্য নিজে এভাবে ঘোরে না। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী বারো মাসে এক পাক ঘুরে আসে। তাই পৃথিবী থেকে আকাশের বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন তারামণ্ডল দেখা যায়। এই তারামণ্ড লই ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের রাশি।

মহাকাশে পশ্চিম থেকে পূর্বে বারোটি তারামগুল বা বারোটি রাশি আছে। সেগুলি হল - মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। জ্যোতিষ অনুযায়ী সূর্য তাই বারো মাসে এই বারোটি রাশিতে গমন করে তাই বারোটি সংক্রান্তি। প্রতি মাসের সংক্রান্তির আলাদা নাম আছে। যেমন -

বৈশাখ সংক্রান্তি- বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি, বৃষ রাশিতে গমন। জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তি- ষড়শীতি সংক্রান্তি, ধনু রাশিতে গমন। আষাঢ় সংক্রান্তি- দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি, মকর রাশিতে গমন। শ্রাবণ সংক্রান্তি- বিষ্ণুপদী, বৃশ্চিক রাশিতে গমন। ভাদ্র সংক্রান্তি-ষড়শীতি সংক্রান্তি, মিথুন রাশিতে গমন। আশ্বিন সংক্রান্তি-জলবিষ্ব সংক্রান্তি, তুলা রাশিতে গমন। কার্তিক সংক্রান্তি-বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি, সিংহ রাশিতে গমন। অগ্রহায়ন সংক্রান্তি-ষড়শীতি সংক্রান্তি, কন্যা রাশিতে গমন। পৌষ সংক্রান্তি-উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, মকর রাশিতে গমন। মাঘ সংক্রান্তি-বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি, কুম্ভ রাশিতে গমন। ফাল্গুন সংক্রান্তি-ষড়শীতি সংক্রান্তি, মীন রাশিতে গমন। চৈত্র সংক্রান্তি-মহাবিষুব সংক্রান্তি, মেষ রাশিতে গমন।

তাহলে দেখা যাচেছ চৈত্র সংক্রান্তি হচ্ছে মহা বিষুব সংক্রান্তি। এই দিনটি ইংরেজি ক্যালন্ডারে ১৪ এপ্রিল বা ১৫ এপ্রিল (যদি চৈত্র মাস ৩১ দিনের হয়)। কিন্তু ভূগোল পাঠ্য বইতে আছে মহাবিষুব হল ২১ মার্চ। ভূগোলের ভাষায় বিষুব কথাটির অর্থ সমান দিনরাত্রি। বাংলা অভিধানে বিষুব কথাটির অর্থ 'সম দিনরাত্রি কাল'। বছরে দদিন পথিবীতে দিন ও রাত্রির সময়কাল সমান হয়। ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর। এই দৃটি দিনকে বলা হয় যথাক্রমে মহাবিষুব ও জলবিষুব। পঞ্জিকার ব্যাখ্যায় জলবিষুব হলো আশ্বিন সংক্রান্তি। আসলে ফলিত জ্যোতিষ (Astrology) ও গণিত জ্যোতিষ (Astronomy)-এর মধ্যে দিনক্ষণের পার্থক্য আছে। সেটা নিয়ে খব বেশি মাথা না ঘামালেও চলে। সাধারণ মানুষ উৎসব, পূজা-পার্বনের দিনক্ষণ নির্ধারণের জন্য পঞ্জিকা ব্যবহার করে।



ডোঙ্গালন গ্রামের ঘন্টেশ্বর শিবমন্দির

পঞ্জিকাতে উল্লেখ আছে চৈত্র সংক্রান্তি মহাবিষ্ব সংক্রান্তি, শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা, শ্রীশ্রীচড়ক পূজা, জল-ফল-অন্ন ও দান সংক্রান্তি ব্রত, ধর্মঘট ব্রত, শ(ছাতু) ও জলপূর্ণ ঘটদানে সর্ব পাপক্ষয় ফল। প্রতি সংক্রান্তিতেই অবশ্য শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা হয়।

পঞ্জিকাতে কোন উৎসবের কথা উল্লেখ থাকলে আমরা ধরে নিই এটি হলো বিখ্যাত উৎসব। আর সেই অঞ্চ লের লোকেরা গর্ব করে বলে, আমাদের উৎসবের কথা পঞ্জিকাতে বলা আছে। উৎসব পঞ্জিকাতে একবার উঠে গেলে তার আর বিচ্যুতি হয় না। বছরের পর বছর পঞ্জিকাতে মুদ্রিত হতে থাকে। খোঁজ করলে দেখা যাবে সেই সব উৎসবের আড়ম্বর হয়তো কমে

পঞ্জিকায় বাঁকুড়ার শিবগাজন

পঞ্জিকাতে কোন উৎসবের কথা উল্লেখ থাকলে আমরা ধরে নিই এটি হলো বিখ্যাত উৎসব। আর সেই অঞ্চ লের লোকেরা গর্ব করে বলে, আমাদের উৎসবের কথা পঞ্জিকাতে বলা আছে। বাঁকুড়া জেলায় যেসব চৈত্র সংক্রান্তির শিবগাজনের কথা পঞ্জিকাতে উল্লেখ আছে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি গাজনের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন <mark>সুখেন্দু হীরা</mark>।

গেছে। কোথাও কোথাও বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন চৈত্র সংক্রান্তিতে বাঁকড়া জেলার ইন্দাস থানার অধীন ডোঙ্গালন গ্রামের শ্রীশ্রীঘন্টেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা আজ থেকে ৬০-৬৫ বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে।

বাঁকুড়া জেলায় যেসব চৈত্র সংক্রান্তির শিবগাজনের কথা পঞ্জিকাতে উল্লেখ আছে সেগুলি হল - গাড়ুরা (সিমলাপাল থানা), খামারবেড়ে (ওন্দা), মটুকবনী (শালতোড়া), মশিয়াড়া (হীরবাঁধ), ডোঙ্গানাল (ইন্দাস), ডিহিপাড়া (সোনামুখী) তেলিবড়িয়া (ওন্দা), বহুলাড়া ওন্দা)। এর মধ্যে শেষের তিনটি এই সংবাদপত্রে পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য এই সংখ্যাতে প্রথম চারটি গাজনের কথা উল্লেখ করা হলো।

গাঁড়রা গ্রামের বাবা শান্তিনাথের গাজন মাচাতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, সিমলাপাল থানা



গাঁডরা গ্রামের শিবমন্দির

গাঁড়রা গ্রামের শিবগাজনটি প্রায় ৪০০ বছরের পুরাতন। গাজনটি হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে। ভক্তার সংখ্যা হয় প্রায় ১০০০ জন। ভক্তারা উদরি বা উপবীত নেয়। রাতগাজন হয় না। কেবলমাত্র দিনগাজন হয়। এদিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন বিকাল তিনটেতে আগুন সন্ন্যাস হয়। কুড়ি জন মতো ভক্তা আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়। মন্দির থেকে শিলাবতী নদীর দরত্ব এক কিলোমিটার। নদীর ঘাটে পাট নিয়ে যাওয়া হয় এদিন বিকালে। এখান থেকে গাজন ওঠে। তাড়াতাড়ি গাজন শেষ হয়ে যায়। বেশী রাত হয় না। আঁশপান্নার প্রচলন নেই। তিনদিন মেলা বসে। মেলায় প্রধান বিক্রি পূজা সামগ্রী ও অন্যান্য

মশিয়াড়া গ্রামের বিরিঞ্চি নারায়ণ বাবার গাজন মশিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, হীরবাঁধ থানা

মশিয়াড়া গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বিরিঞ্চি নারায়ণ বাবার গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গাজনটি আনুমানিক ১৫০ বছরের প্রাচীন। এই ঠাকুরটি আগে পার্শ্ববর্তী দোসতিনা গ্রামে ছিল। সেখান থেকে এই গ্রামে নিয়ে আসেন রায়েরা।

মশিয়াড়া গ্রামের শিবমন্দির

এখানে ভক্তার সংখ্যা হয় ৭০-৮০ জন। ভক্তারা উদরি বা উপবীত ধারণ করে। চৈত্র সংক্রান্তির দুদিন আগে অর্থাৎ ২৮ চৈত্র দপর তিনটের সময় পাট অর্থাৎ লৌহশলাকাবিদ্ধ পাটাতন মন্দির থেকে বের হয়। মন্দির থেকে ৮০০ মিটার দূরত্বে গ্রামের পুকুরে যায়। সেখানে পাট স্নান করানো হয়, ভক্তারাও স্নান করে। পরদিন অর্থাৎ ২৯ চৈত্র বিকাল পাঁচটার সময় পাট বের হয় স্নানের উদ্দেশ্যে। স্নান সেরে ফেরার সময় ভক্তারা দণ্ডী কাটে। এদিন, রাত বারোটার পর ঘটে বারি অর্থাৎ জল তোলা হয়। এটাকে 'কামলা তোলা' বলে। কামলা তোলার পর ভক্তারা পুরোহিতের বাড়িতে যায়। একে বলা হয় রাজভেট। এখানে ভক্তাদের জল, গুড়, লাড্ডু দেওয়া হয়। পরদিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকাল সাতটায় পাট বের হয় স্নান করানোর জন্য। পরদিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের দিন হয় আঁশপান্না। শুধুমাত্র ভক্তাদের জন্য মাছভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকে। এই উপলক্ষ্যে এখানে কোন মেলা বসে না।

খামারবেড়িয়া গ্রামের গম্ভীরেশ্বর বাবার গাজন-ওন্দা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত, ওন্দা থানা

খামারবেড়িয়া গ্রামে দুটি শিব মন্দির আছে একটি গাঙ্গুলীদের এবং আরেকটি চৌধুরীদের দুটি মন্দির পুরনো কিন্তু সংস্কার করা হয়েছে ১৬ বছর আগে। দুটি মন্দিরই বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর জাতীয় সড়ক ৬০-এর ধারে অবস্থিত। এখানে চড়ক প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো। তবে কোন ইতিহাস বা জনশ্রুতি শোনা গেল না। দুই মন্দিরের শিবের নাম গম্ভীরেশ্বর। দুই মন্দিরে গাজন একসঙ্গে হয়। চৌধুরীদের মন্দির থেকে শুরু হয়, গাঙ্গুলীদের মন্দিরে শেষ হয়। দুটি মন্দিরের মধ্যে দুরত্ব ৪০০ মিটার। গাজনে ভক্তা হয় ৪০-৫০ জন। এর মধ্যে প্রধান ভক্তা দু'জন। পাটভক্তা ও সন্ন্যাসী ভক্তা। বর্তমান পাটভক্তার নাম অজিত পাল। তিনি বছর ১৫ ধরে পাট ভক্তা হয়ে আসছেন। সন্ন্যাসী ভক্তার নাম স্বরূপ নন্দী। ইনি বংশপরস্পরায়

গাজনের পর্বগুলি হল কামলাতলা, গামীরকাটা, নীল পূজা, বাণ পূজা, পাথর ভোগ, আগুন সন্ন্যাস, বান ফোঁড়া, চড়ক পূজা

ও চড়ক। চৈত্র সংক্রান্তির আগের শনি মঙ্গলবার ধরে কামলা তোলা হয় চৌধুরী পুকুর থেকে যা রামসায়র নামে পরিচিত। গামীরকাটা হয় নীল পূজার আগের দিন, চ্যাটার্জী পাড়ার কৃষ্ণপদ নন্দীর বাড়ির সামনে থেকে। গামীরকাটার দিন সন্ধ্যায় পুরোহিতের বাড়িতে রাজাভাটা করতে যায় ভক্তরা। বর্তমান পুরোহিতের নাম তুষার গাঙ্গুলি। তিনি বংশপরম্পরাগত



યામાંત્ર(વાહુંત્રા ગાઝુંભાગાહુાંત્ર ાનવમાં બન્ન

নীল পজা হয় চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন। নীল পজার রাতে ভক্তারা গড়িয়ে চৌধুরী মন্দির থেকে গাঙ্গুলী মন্দির পর্যন্ত যায়। এরপর হয় 'বাণ' পূজা। যে বাণগুলো চড়কের দিন ভক্তরা দেহে ফোঁডে সেগুলি এদিন পূজা করা হয়। বাণ পূজার পর হয় পাথরভোগ। এই পাথরভোগ সবার অলক্ষে নির্জনে



খামারবেড়িয়া চৌধুরী পাড়ার শিবমন্দির

দিন গাজনের দিন অর্থাৎ চরিত্র সংক্রান্তির দিন ভোর পাঁচটার সময় হয় আগুন সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী ভক্তা আগুনের ঝাঁপ দেয়। আগুন সন্মাসের পর জনা দশেক ভক্তা বাণ ফোঁড়ে। গাজন ওঠে চৌধুরী পুকুর থেকে। অর্থাৎ চৌধুরী পুকুর থেকে

পাট স্নান করিয়া আনা হয়। তার ওপরে পাটভক্তা শুয়ে আসে। দুপুরে হয় চড়ক পূজা। বিকালে চড়ক ঘোরে। জনা তিরিশেক ভক্তা চড়কে ঘোরে। এই উপলক্ষে ছোট আকারের একটা মেলা বসে জাতীয় সড়কের ধারে। মেলা মেলে ফুচকা, ঘুগনি, পাপড়, জিলাপি, ঠেলাগাড়িতে আরো কিছু জিনিসপত্র। পরদিন আঁশপান্না। শুধু ভক্তদের খাওয়ানো হয়। চাঁদা তুলে গাজনে খরচ ওঠে। গাজন কমিটি আছে গাজন পরিচালনা করার জন্য।

মটুকবনী গ্রামের বিহারিনাথ মন্দিরে গাজন বামুনতোড় গ্রাম পঞ্চায়েত, শালতোড়া থানা



বিহারিনাথ পাহাড

বিহারিনাথ মন্দিরটি মটুকবনী গ্রামে নয় বামুনতোড় গ্রামে অবস্থিত। মটুকবনী ও পাশের বামুনতোড় পাশাপাশি। বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশ জঙ্গল, পাহাড় আর টিলায় শোভিত। এর মধ্যে সর্বেচ্চি শৃঙ্গ হচ্ছে বিহারীনাথ। উচ্চতা প্রায় ৪৪৮ মিটার বা ১৪৬৯ ফুট। অনেকটা অঞ্চল জুড়ে এর বিস্তৃতি। এই পাহাড়ের উত্তর পাদভূমিতে আছে বিহারীনাথ শিব মন্দির। যদিও মন্দিরটি আধুনিক কালে তৈরি সমতল ছাদের। মন্দির প্রাঙ্গণে আছে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের ক্ষয়িত প্রস্তর মূর্তি এবং দ্বাদশ ভূজ নাগছত্রধারী কালো পাথরের লোকেশ্বর বিষ্ণু মূর্তি। এখানে সবচেয়ে বড় উৎসব শ্রাবণ মাসে জল ঢালা।

এখানের গাজন প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো। তবে এখন গাজন হয় ছোট আকারে। ভক্তা হয় ৫০-৬০ জন। গাজনের পর্বের মধ্যে আছে - ভক্তা নাচ. মশাল জেলে জল আনা. হোম. লোটন। বার কামান বা ভক্তাকামান হয় ২৫ চৈত্র। কামলাকামিখ্যা তোলা হয় বিহারী গ্রামের সায়ের পুকুর। গামীরকাটা হয় না। ২৯ চৈত্র রাতে বিহারিনাথ মন্দির সংলগ্ন শিবগঙ্গা থেকে জল আনা হয়। সায়ের বিহারীনাথ মন্দির থেকে ২০০ মিটার, শিবগঙ্গা বিহারিনাথ মন্দির থেকে ১০০ মিটার দর। বিহারী গ্রামে রাতে ভক্তারা থাকতে যায় নিরিবিলি স্থানের জন্য। সেখানে একটি শিব মন্দির আছে। আমার ধারণা এই গাজনটি আগে বিহারী গ্রামেই ছিল পরবর্তীকালে বিহারীনাথ মন্দিরের জনপ্রিয়তার কারণে বিহারীনাথ মন্দিরে চলে আসে।

২৯ চৈত্র প্রদীপ জেলে আগুন আনা হয়। ভক্তারা নাচ করে। এদিন ভক্তারা লোটন দেয় অর্থাৎ গডাগডি খায়। ভক্তাদের খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন শুধু পূজা হয়, চড়ক ঘোরে না। এদিন ১ দিনের জন্য মেলা বসে। মেলায় নানা রকম জিনিস বিক্রি হয়। শেষদিন আঁশপান্না হয় শুধু ভক্তাদের জন্য। গাজনে ১ দিন যাত্রা হয়। গাজনের খরচ ওঠে সাধারণের সাহায্য ও বিহারিনাথ মন্দির কমিটির সাহায্য নিয়ে। গাজন আয়োজন করে বিহারী গ্রামের জনগন ও বিহারিনাথ মন্দির কমিটি। বর্তমান পুরোহিতের নাম ভিকু দেওঘরিয়া। তিনি এই দায়িত্ব বংশপরম্পরায় পেয়েছেন।

তথ্য ঋণ

১. পঞ্জিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান শুভাশিস চিরকল্যাণ পাত্র (অভিব্যক্তি সংবাদ ২০২৩)

২. বঙ্গীয় শব্দকোষ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য

৩. বিশ্বকোষ নগেন্দ্রনাথ বসু

শহর ও জেলার অন্বরে

শতাব্দী নৃত্যায়ণের বার্ষিক নৃত্য উৎসব ২০২৩

অরিন্দম ভট্টাচার্য

উত্তর কলকাতার মোহিত মৈত্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক শতাব্দী নৃত্য উৎসব ২০২৩। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জাতীয় খ্যাতি সম্পন্ন যোগা প্রশিক্ষক মমতা মল্লিক। প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা হয় উৎসবের। উপস্থিত ছিলেন ড. মহুয়া মখোপাধ্যায়, বিদ্যী সতপা তালুকদার, কুমার কান্তি ঘোষাল, গুরু পুষ্পিতা মুখার্জী, শঙ্কর নারায়ণ স্বামী, রাজীব ভট্টাচার্য, আনন্দ চন্দ্র বড়য়া, মমতা মল্লিক ও দক্ষিণ দমদম পুরসভার কাউন্সিলর অভিজিৎ মিত্র। অনষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিল্পীদের সম্মান জানানো হয় শতাব্দী নৃত্যায়ণের পক্ষ থেকে। সরস্বতী বন্দনার মধ্যে দিয়ে ওড়িশি নৃত্য অনুষ্ঠান শুরু

হয়। অংশ নেয় শতাব্দী নৃত্যায়ণের ছাত্র ছাত্রীরা। এককভাবে কত্থক, ভরতনাট্রম, ওড়িশি নৃত্য পরিবেশন করেন ড. কবিতা ঠাকুর, জয়ন্তী সান্যাল, নন্দিতা প্রিয়দর্শিনী মোহান্তি এবং শতাব্দী মল্লিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শতাব্দী মল্লিক ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের জনপ্রিয় ওড়িশি নৃত্য শিল্পী। এরপর পরিবেশিত হয় অয়ন মুখোপাধ্যায় ও ড. শতাব্দী আচার্য এবং বিক্রমশিলা গ্রুপের গৌডীয় নৃত্য। প্রশান্ত কালিয়া ও শতাব্দী মল্লিকের যৌথভাবে ওড়িশি ও ময়ুরভঞ্জ ছৌ নাচ। তবে আকর্ষণীয় ছিল শতাব্দী নৃত্যায়ণের ছাত্র ছাত্রীদেরদ্বারা পরিবেশিত ময়রভঞ্জ ছৌ নাচ। নির্দেশনায় ছিলেন প্রশান্ত কালিয়া। যা অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে।

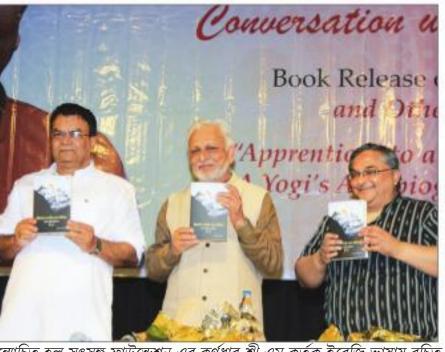


'কিশলয় ইভেন্টস অ্যান্ড অ্যান্ডভারটাইজমেন্টস'-এর পরিচালনায় এবং 'বইবন্ধু পাবলিকেশনস অ্যান্ড বুকসেলার্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর সহযোগিতায় সম্প্রতি কোলকাতার 'বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার'-এর অনুষ্ঠান কক্ষে উন্মোচিত হল 'বইবন্ধু'-র বৈশাখী সংখ্যা 'কিশোরবন্ধু'। ছবি– মৃত্যুঞ্জয় রায়।

দাঁতনের মাটিবেরুয়া এলাকায় বাইক ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু

শনিবার রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার মাটিবেরুয়া এলাকায় সোলপাট্টা সময় দাঁতন থানার মাটিবেরুয়া এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানের সাথে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। যার ফলে বাইকে থাকা তিনজন যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তারবাবুর মানিক দে নামে ২৫ বছর বয়সী এক যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করে। আহত মিলন মাইতি ও পলাশ দে

নিজম্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ এপ্রিল— নামে দুই যুবকের চিকিৎসা চলছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃত ও আহত দুই যুবকের বাড়ি মোহনপুর থানার সাউটিয়া গ্রামে। খবর পেয়ে দাঁতন থানার পুলিশ এগরা রাস্তার মাঝে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে উড়িষ্যার স্ঘটনাস্থলে গিয়ে মানিক দে নামে মৃত যুবকের দেহটি। জলেশ্বর থেকে তিন যুবক একটি বাইকে করে মোহনপুর 📉 উদ্ধার করে রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য খড়গপুর মহকুমা থানার সাউটিয়া গ্রামে নিজেদের বাডিতে ফিরছিল। সেই হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সেই সঙ্গে ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করে। তবে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চ ল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ পিক আপ ভ্যান ও বাইকটিকে উদ্ধার করেছে। পিকআপ ভ্যানের চালক পলাতক। তবে এক যুবকের মৃত্যু ও দুই যুবক আহত হওয়ার ঘটনায় মোহনপুর থানার সাউটিয়া গ্রামে মৃত ও আহত দুই যুবকের পরিবারে এবং সাউটিয়া এলাকায় শোকের ছায়া



উন্মোচিত হল সৎসঙ্গ ফাউন্ডেশন-এর কর্ণধার শ্রী এম কর্তৃক ইরেজি ভাষায় রচিত দুটো পুস্তকের ভাষান্তর। ২০১১ সালে প্রকাশিত 'অ্যাপরেনটিসড টু আ হিমালয়ান মাস্টার' বইটা অসমিয়া ভাষায় ভাষান্তর করেছেন অঞ্জন শর্মা এবং ২০২০ সালে প্রকাশিত 'হোমকামিং অ্যান্ড আদার স্টোরিজ' বইটা বাংলা ভাষায় ভাষান্তর করেছেন ঋত্বিক মুখার্জি। **ছবি– স্বস্তিকা রায়।**

দুর্ঘটনায় মৃত্যু দম্পতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ এপ্রিল— এপ্রিল বাইকে করে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক দম্পতির। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার রসুলপুরে। দুজনই মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালের কর্মী

শনিবার বিকেলে মেমারি হাসপাতাল থেকে কাজ সেরে বাডি ফিরছিলেন ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দই কর্মী যন্ঠী মালিক ও তার স্ত্রী রুম্পা মালিক। বাইকে করে যাবার সময় মেমারির রসুলপুরে একটি ছোট হাতি গাড়ির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাদের দুজনকে শহর বর্ধমানের অদূরে অনাময় হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক রুম্পা মালিক কে মৃত ঘোষণা করেন। আশংকাজনক অবস্থায় ষষ্ঠী মালিককে কলকাতার পিজিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রবিবার সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

কুলতলিতে আগ্নেয়াস্ত্ৰ কার্তুজ সহ গ্রেফতার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পর্গনা, ৯ এপ্রিল— শনিবার রাতে কুলতলির জালাবেডিয়া বাজার অঞ্চলে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরছিল মধ্য তিরিশের এক যুবক। খবর পেয়ে কলতলি থানার পুলিশ তাঁকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, ধৃত সুকুমার সর্দার কুলতলিরই বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি কার্তুজ পাওয়া যায়। ধৃতকে রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের আদেশ হয়। সূত্রের খবর, ধৃত সুকুমার সর্দারের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের এমন কী খুনেরও অভিযোগ আছে। ধৃত সুকুমার কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পেল, কী কারণে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে রাতের বেলায় বাজারে ঘুর্হিল খতিয়ে দেখছে কুলতলি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

रे कमार्म मश्या 'एकत्ना এক्राপनिन्छ' পালন করল ১২তম প্রতিষ্ঠা দিবস

মোল্লা জসিমউদ্দিন

রবিবার রাজারহাটে এক বেসরকারি হোটেলে ই কমার্স সংস্থা 'টেকনো এক্সপনেন্ট' তাদের ১২তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করলো। এই উদযাপনে এই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশের অনেকেই এসেছিলেন অনষ্ঠানে যোগ দিতে। একট পেছন ফেরা যাক। সালটা তখন ২০১১। সেবছর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছিল কলকাতা শহরের তাপমাত্রা পৌঁছেছে ৪১ ডিগ্রি। সেই নেতিবাচক পরিস্থিতিতে কল্যাণী আইটি থেকে সদ্য পাশ করা দুই বঙ্গতনয় সব্যসাচী সাহা ও অভয় দেবনাথ কলকাতার বাগুইহাটি অঞ্চলে একটি দশ বাই বারো ঘরে আইটি ব্যবসার স্বপ্ন নিয়ে অফিস খোলে। লক্ষ্য স্থির আর সঠিক পরিকল্পনায় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেদের উন্নত করেছেন একজন সফল আইটি উদ্যোগী হিসেবে। টেকনো এক্সপোনেন্ট ১১ বছর অতিক্রম করে এখন পরিচিত হয়েছে টেকনো এক্সপোনেন্ট টি-ওয়েব এক্সপো টাইমস্ গ্রুপ, এশিয়া ওয়ান ম্যাগাজিন থেকে শ্রেষ্ঠত্বের বাজারে কলকাতা সামনের সারিতে।

স্বীকৃতি আদায় করেছে। এখন সংস্থার কর্মী সংখ্যা প্রায় ২৭৫ জন। সাত হাজার স্কোয়ার ফুটের অফিস হচ্ছে সেক্টর ফাইভের আইটি হাবে। মূল অফিসে সি টি ও হিসেবে আছেন অভিজ্ঞ মাইকেল কলিন্স। সংস্থা ব্যবসা ছডিয়েছে আমেরিকা, কানাডা, সুইডেন সহ বিভিন্ন ইউরোপিয়ান দেশে। আমেরিকার দায়িত্বে আছেন গ্রাহাম গোভার্ডও ড.

পূর্ব কলকাতার উপনগরী রাজারহাট-নিউটাউনে এক সাততারা হোটেলে আয়োজিত দ্বাদশ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে দুই পর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পক্ষে সিইও, প্রতিষ্ঠাতা সব্যসাচী সাহা, অভয় দেবনাথ, সিটিও মাইকেল কলিন্স, জয়েন্দ্রিশা ঠাকুর সাহা, অন্বেষা সাহা, সুদীপ্ত অধিকারী, সম্রাট নাগ, সৌরভ ভৌমিক প্রমুখ। আমন্ত্রিত ছিলেন গ্রাহক ডিমিক্স সংস্থার পার্টনার জেন দে স্মিট ও ব্রিলিয়ান্ট ল্যাব এর সি ই ও বোবাক। আমন্ত্রিতদের সম্বর্ধনাও দেওয়া হয়। রিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে সংস্থার কর্মীদের কর্ম কুশলতার কারণে পুরষ্কৃত নেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড নামে। ই কমার্স করা হয়। থাকে কুইজের অনুষ্ঠান। সংস্থার দুই প্রাণপুরুষ মার্কেটিং এর দনিয়ায় ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়েব সব্যসাচী সাহা ও অভয় দেবনাথ বলেন, আমরা কঠোর ডেভলপার, মোবাইল ডেভলপার, ডেস্কটপ ডেভলপার, পরিশ্রম ও বিশ্বাসযোগ্যতার নিরিখে গত ১১ বছরে ডেডিকেটিং হায়ারিং ও প্রোডাক্ট মার্কেটিং-এর জগতে সাফল্যের একটি স্তর অতিক্রম করেছি। আগামী দিনে নিজেদের বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়ে বিশ্বমানের পুরস্কার আমরা প্রমাণ করবো ভারতীয় সংস্থা হিসেবে বিশ্বের

মুক্তি পাচ্ছে 'কাফে ওয়াল'



তলিকা বস ও রজতাভ দত্ত ছবির রহসাকে আরও বেশি অপেক্ষায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি— রহস্য গল্প 'কাফে ওয়াল' ছবিটি আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। এছাড়াও সুপ্রিয় দত্ত, সমদর্শী প্রযোজনা করেছেন শুভঙ্কর দাশগুপ্ত এবং এর নির্দেশক দত্ত, দেবরাজ মুখার্জি, সরণ্যা দাশগুপ্ত প্রমুখ অরুদীপ্ত দাশগুপ্ত। তিনটি প্রধান চরিত্রে রূপসা চ্যাটার্জি, চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন। ছবিটি মুক্তির





ঘরছাড়া ক্ষুব্ধ বাঙালির চোখে এই রাজ্য

সুদর্শন নন্দ

কদিন আগে বেনারস গেছি নতুন সজ্জিত বাবা বিশ্বনাথের পুণ্যস্থান দর্শন করব বলে। শহরাটাও আরেকবার ঘুরে নেব উন্নয়নের স্বাদ পেতে। হোটেল ম্যানেজারকে বললাম পরিচিত একটা টোটো ডেকে দিতে। ম্যানেজার ডেকে দিলেন। চাপতে যাব এক চমক পেলাম টোটো চালকের কাছ থেকে। একগাল হেসে সে বলল, নমস্কার কাকাবাবু। বসুন, ধীরে সুস্তে আপনাদের শহর ঘোরাব, সব দর্শন করাব। প্রথমে ভাবলাম আমি বোধহয় আমার রাজ্যের কোনও টোটোতে চেপেছি যদিও 'নমস্কার, কাকাবাবু' সম্বোধন এ রাজ্যের যুবকদের মুখ থেকে শোনা যায় না। বাবা বিশ্বনাথের আশীর্বাদে এই অনাথ বুড়োর মন খুশিতে ভরে গেল। বললাম, বাঃ তুমিও বাঙালি। দারুণ তো। বেশ খোজমেজাজে গগ্গো করতে করতে যাওয়া যাবে। টোটো চলতে শুরু করল। কথায় কথায় জানলাম, ওর নাম মুগাঙ্ক। বর্ধমানের কাটোয়ায় বাডি।

বাড়িতে বাবা, মা, স্ত্রী আর তিন বছরের সন্তান রয়েছে। জিজ্ঞাসা করি, বাবা মৃগাঙ্ক, ঘরদোর ছেড়ে এতদুরে কাজ করতে এসেছ, বাড়ির জন্য মন খারাপ হয় না ? মৃগাঙ্কর মুখ একটু ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বলল, মাঝে মাঝে বাবা মা আর বেশি করে আমার ছোট্ট ছেলেটার জন্য খুব মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু কী করব বলুন। পেটের দায়ে এতদূরে এসে টোটো চালাচ্ছি। প্রচুর মানুষ আছেন। পেট চালাবার মতো রোজগার হয়ে যায়। বাড়িতেও কিছু পাঠাতে পারি। আমাদের রাজ্যে তো কোনও কাজ নেই। জমিজমাও নেই আমাদের। চাষ করলেও ফসলের দাম ওঠে না। সব ফড়ে আর দালালদের পকেটে যায়। বাইরের রাজ্যে এসে খেটে খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের পাশাপাশি গ্রামের বেকার যুবকরাই নয়, কত ছোট ছোট ছেলে পড়াশোনা করে ইটভাটা, বাজি কারখানা, রাসায়নিক কারখানায়, ধাবায় কাজ করছে। সত্যি বলতে কী, গরিব মানুষ নয়, নেতা–মন্ত্রীরা

বললাম কন্ট করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারতে। কোনও চাকরি-টাকরি হয়ত— আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মৃগাঙ্ক বললে, কী বলেন কাকু, আজকাল পড়াশোনা করলে চাকরি হয় আমাদের রাজ্যে? মন্ত্রী নেতা দালালদের টাকা দিতে পারলে তবেই চাকরি নিশ্চিত। পড়াশোনার আর দাম নেই। তার থেকে আমার

নিজেদের আখের গোছাতেই বেশি উৎসাহী।

টোটোই ভাল

বললাম, কিন্তু দুর্নীতির চাকরি তো সব বাতিল হবে দেখো। শিক্ষার দাম চিরকাল ছিল ও থাকবে। আমি বোঝাই।

মৃগাঙ্ক বলল, কাকু আমরা দীর্ঘদিন বামেদের কাজের প্রতিবাদ করে, মার খেয়ে দিদিকে জিতিয়েছি। আজ আর দল আমাদের চেনে না। ছোটবড় নেতাদের সম্পত্তি দেখলে মাথা ঘুরে যাবে।বামেদের যে অবস্থা পৌছতে ৩৪ বছর লেগেছে, এরা এগারো বছরেই বামেদের গুরু হয়ে উঠেছে।বামেদের অনেকেই নিজেরা স্বজনপোষণ করলেও অন্যেরটা কেড়ে নেয়নি। খেয়েছে, দিয়েওছে। এরা তো পেট পুরে নিচ্ছে কাকু! সত্যি বলুন, এই পরিবর্তন কি মানুষ চেয়েছিল? আপনি বলুন, আমরা নিজের রাজ্যে কাজ পেলে মা-বৌ-ছেলে ফেলে রেখে পড়ে থাকি এতদুরে? ক্ষোভ উগরে দেয় মৃগাঙ্ক।

আমি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলি, থাক ওসব কথা। বেনারসের কথা কিছু বলো। সে টোটো থামায়। বললে, যান, সামনে তুলসীদাস মন্দির দেখে আসুন। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।আমরা মন্দির দেখতে এগিয়ে যাই। মৃগাঙ্কের কথাগুলো তখনও কানে বাজছে।

জিতল পিএসজি

প্যারিস— মেসি ও র্যামোসের করা গোলে নাইসকে ফরাসি লিগ ওয়ানে (২-০) গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবলে দ্বিতীয়স্থানে থাকা লেন্সের থেকে ছয় পয়েন্ট এগিয়ে থেকে প্রথম স্থানে রইল প্যারিস সেন্ট জারমেন। খেলার প্রথম ছাব্বিশ মিনিটের মধ্যে নুনো'র বাড়ানো পাস থেকে বল পেয়ে মেসি পিএসজিকে এক গোলে এগিয়ে দিয়েছিল। তারপর দিতীয়ার্ধে ছিয়াত্তর মিনিটে মেসির কর্ণার থেকে ধেয়ে আসা বলকে সুন্দর হেড দিয়ে নাইসের গোলের জালে জড়িয়ে দিয়ে সার্জিও র্যা মোস পিএসজির জয় নিশ্চিত করে দেন।

জোড়া ধাক্কা চেনাই শিবিরে, স্টোকসের পর চোট পেলেন দীপক চাহার

প্রতিনিধি— ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রোহিতদের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগেই শোনা গিয়েছিল বেন স্টোকস চোটের জন্য খেলতে পারবেন না। এবং তিনি ১০ দিনের মত দলের বাইরে। তবে এবার আরো ধাক্কা লাগল ধোনিদের শিবিরে। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জয় তুলে নিলেও এই ম্যাচে শনিবার বল করতে গিয়ে চোট পান চেন্নাইয়ের বোলার দীপক চাহার। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন তিনি। মাত্র এক ওভার বল করেই মাঠ ছেডে বেরিয়ে যান। দীপক চাহার মাঠ ছেডে বেরোনোর সময় ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন সুরেশ রায়না। তখন তাকে বলতে শোনা যায়, মনে হচ্ছে ৪-৫টি ম্যাচে দীপককে পাওয়া যাবে না। মনে হচ্ছে আবার ওর হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে। খুব অস্বস্তিতে লাগছে। চেন্নাই থেকে বাকি সবক'টা মাঠ অনেক দুরে। তাই আগামী দিনে চেন্নাইকে অনেক যাতায়াত করতে হবে। দীপকের কাজটা কঠিন। প্রথমে বেন স্টোকস এবার দীপক চাহার না থাকায় জোডা ধাক্কা সামলে ধোনির চেনাই এক্সপ্রেস দুর্বল হয়ে পড়বে না তো? এবং এই দুই ক্রিকেটারের শৃন্য স্থান কারা ভরাট করে সেটাও দেখার।

আবহাওয়া

অসময়ের ঝড়-বৃষ্টির দরুণ থমকে দাঁড়ানো গ্রীষ্ম গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে দিল্লির দিকে। উত্তরে চন্ডিগড় অবশ্য এখনো বেশ মনোরম, প্রবাসীরা এখনো পাখা চালাচ্ছেন না। দিল্লিতে অবশ্য, হালকা ভাবে হলেও পাখা চলা শুরু হয়ে গিয়েছে। সকালে যদিও তাপমান সতেরো আঠারো ডিগ্রিতে থাকায়, গায়ে চাদর নিতে হয়। পরের সপ্তাহে দিনের সর্বাধিক তাপমান ছত্রিশ ডিগ্রিতে চড়বে শোনা যাচ্ছে। বসন্ত অবশ্য, পুরো দমে বিরাজ করছে দিল্লির মধ্যে ও নানাদিকের বনানীতে। পলাশ, শিমুল, জ্যাকারান্ডা ফুল ফোটাচ্ছে প্রবল উৎসাহে, অশ্বর্থ সাজছে নতুন পাতায়, লনগুলি সবুজ হয়ে উঠছে, ফরিদাবাদ থেকে গুরুগ্রামগামী পাহাড়ি হাইওয়ের দুপাশের জঙ্গলে পলাশের লাল আর বাবুলের হলুদের মেলা। পার্কগুলিতে, ইন্ডিয়া গেটে, শান্তিপথে মরশুমি ফুলের মেলায় বিশেষ আকর্ষণ টিউলিপ। সহনীয় আবহাওয়া ও দীর্ঘ সপ্তাহান্তের ছুটি উপভোগ করতে বহু দিল্লিওয়ালাই দিল্লির চতুর্দিকে ছডিয়ে থাকা পর্যটন স্থানে পালিয়েছেন। প্রবাসীরা তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। উত্তরে মানালিতে বরফ পডেছিল এই সেদিন। পর্যটকদের ঢল উঠেছিল মানালিতে। কাশ্মীর গেছেন প্রচুর মানুষ। টিউলিপ গার্ডেন, বলা বাহুল্য এই সময়ের কাশ্মীরের অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য। সদ্য উদ্ধাধিত দিল্লি মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে জয়পুর অবধি যাওয়া যাচ্ছে। অভাবনীয় সময়ে পৌঁছনো যাচ্ছে আলোয়ারের সারিস্কা অভয়ারণ্য এবং সেজন্য, সারিস্কা গেছেন প্রচুর প্রবাসী। তবে, ছুটি বাড়ির কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে দুদিনের জন্য কলকাতা গিয়ে গরমে নাজেহাল হয়ে ফিরলেন বেশ কিছু প্রবাসী। অবসরান্তে পাকাপাকি ভাবে ঘরে ফেরার ইচ্ছে অনেকের মনেই ক্রমশ কমছে যে, তার এক কারণ আবহাওয়ার তারতম্য।

স্বাস্থ্য

বৃষ্টির দরুণ কিছু পরিমাণ আর্দ্র ও শীতল আবহাওয়ার দরুণ কিনা কে জানে, কোভিড কেস ফের বাড়ছে দিল্লিতে। পজিটিভিটি রেট বাড়ছেও, একটি দুটি মৃত্যুর খবরও শোনা যাচ্ছে। তবে, চিকিৎসক বা জনসাধারণ, কেউই খুব আতঙ্কিত নন। লক্ষণ দেখা দিলেও অনেকেই পরীক্ষা করাচেছন না, নিয়মিত ওষুধও যে খাচেছন তা নয়। এমনকি, ভ্যাকসিনের বৃস্টার ডোজ নেবার ব্যাপারেও গড়িমসি ভাব। কালে দিনে সাধারণ সর্দি-কাশির মতই হয়ে দাঁড়াবে কোভিড, গণআন্দাজ। তবে, কারুর কারুর ধারণা সাম্প্রতিক অতীতে কমবয়সীদের মধ্যেও হৃদরোগ ইত্যাদির যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিচেছ, কোভিড তো বটেই, ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ারও তাতে কোন ভূমিকা আছে। এই নিয়ে সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরের গণচেতনা জাগানোর প্রয়োজন আছে। তবে, এই মুহূর্তে চতুর্দিকে এক ধরণের ইনফ্লয়েঞ্জার প্রকোপ চলছে। বেশ ছোঁয়াচে। ভিটামিন সি ট্যাবলেট, গার্গল করার ওষুধ, কাশি ও জ্বরের ওষুধ বিক্রি হচ্ছে হু হু করে।



রাণা ঘোষদস্তিদার

সমাজ

সমগ্র বৃহত্তর দিল্লিতেই গেটেড কমিউনিটি অর্থাৎ, প্রবেশ্বার দিয়ে সুরক্ষিত আবাসন প্রকল্প প্রচুর এবং, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তরা প্রধানত থাকেন সেখানেই। শুধু যে বাড়ি-গাড়ি বা ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য তা নয়, সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের আরো বেশ কিছু সুবিধার জন্য। গাড়ির পার্কিং, পানীয় জল সরবরাহ, লন-পার্ক রক্ষণাবেক্ষণ, উৎসব আয়োজন, ময়লা ও বর্জ্য নিষ্কাশন ইত্যাদি নানা বিষয়ে সর্বজনীন ঐকমত্য বজায় রাখার মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট করে আবাসিকদের সংস্থা। কিছু স্পর্শকাতর বিষয়ে এখনো অনেক পথ চলা বাকি। পার্কগুলিতে শুধু ফুলগাছের কেয়ারী থাকবে, বয়স্করা হাঁটবেন নাকি ছোট এমনকি বড়রাও ফুটবল ক্রিকেট চালাবেন! রকমারি কুকুর পোষা উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হচ্ছে। তাদের হাঁটানোর কাজে ঘন্টা প্রতি পারিশ্রমিক মেলেও। কিন্তু, ভয়ানক বাঘা কুকুর জনবহুল এলাকায় পোষা কতদূর যুক্তিযুক্ত বা বাইরে হেঁটে চলে বেড়ানোর সময় বর্জিত বিষ্ঠা তুলে আবর্জনার পাত্রে ফেলা যে কুকুরের মালিকেরই কর্তব্য, এ নিয়ে জবরদস্ত বাদবিবাদ আছে দিকে দিকে। মানেকা গান্ধীর আদর্শে দীক্ষিতদের প্রশ্রয়ে পথকুকুরদের অধিকার বা উপদ্রবকারী বাঁদরদের দৌরাত্ম্য বজায় থাকবে কি না. ইত্যাদি আছে বিতর্কতালিকার শীর্ষে।

সংস্কৃতি

এই সপ্তাহের উল্লেখ্য অনুষ্ঠান হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে আয়োজিত নাট্যমেলা। এলটিজি অডিটোরিয়ামে আট ও নয়ই এপ্রিল ধরে আয়োজিত এই নাট্যোৎসবে দিল্লির মুখ্য দল নির্দেশকদের নাটক যথা, অয়ন ব্যানার্জির নতুন আঙ্গিকে পরিবেশিত মিঃ রাইট, রবিশঙ্কর করের নির্দেশনায় 'প্রারম্ভ '-র 'দ্য ফাদার', বাদল রায়ের নির্দেশনায় 'বিকল্প'-র 'ভালুকের হাসি', তরুণ দাসের নির্দেশনায় 'চেনামুখ'-এর 'আঁধার পেরিয়ে' প্রভৃতি নাটক পরিবেশিত হল।

নবতিপূর্ণা সন্জীদা খাতুন

'গানের শিক্ষা, সাধনা আর প্রসারের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করতে পারলে সে আনন্দ জীবনের সব চাওয়া-পাওয়াকে ছাড়িয়ে যায়। সেই যে ছেলেবেলায় সবার মঙ্গলসাধনের জন্য ইচ্ছা হয়েছিল, সেই ইচ্ছা থেকে শিশুদের জন্য, দেশের জন্য, বাঙালি জাতির জন্য কাজ করে জীবনটা অর্থবহ হয়েছে বলে মনে করি।' ৯০ বছর পূর্ণ করে জন্মদিনের উৎসবে নিজের অনুভবের কথা এভাবেই ব্যক্ত করলেন বাঙালি জাতিসত্তা ও সংস্কৃতি এবং মানবতার সাধক, বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী সনজীদা খাতুন।

৪ এপ্রিল ছিল সন্জীদা খাতুনের ৯০তম জন্মবার্ষিকী। দিনটি উদ্যাপনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র ছায়ানট। এদিন সকালে রাজধানীর ধানমন্ডির ছায়ানট সংস্কৃতি ভবনে এ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনা, নির্বাহী সভাপতির বক্তব্য এবং মণিপুরী দলের সম্মেলক নৃত্য পরিবেশনার পর ছিল নবতিপূর্ণা সনজীদা খাতুনের কথন।

নানা ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘ জীবন দেখেছেন বিশিষ্ট এই সঙ্গীতসাধক। নিজের শৈশবে মানুষের প্রতি মায়া তৈরি হওয়ার গল্প বললেন উপস্থিত শ্রোতাদের। সেই সঙ্গে উঠে এল, শেষ বিকেলে দক্ষিণের বারান্দায় পাটি পেতে তাঁর বড়দির গান শেখার সময়টা মাত্র পাঁচ বছর বয়সে সন্জীদা খাতৃনকে কতটা প্রভাবিত করেছিল।

সে বয়সে নিজের ভালো লাগা 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, কলকল্ ছলছল্ ভেদ করো কঠিনের জর বক্ষতল কলকল্ ছলছল্' গানটি গেয়ে শোনালেন সন্জীদা খাতুন। তখন তাঁর হাতে জড়ানো ছিল বেলি ফুলের মালা। বললেন ছায়ানটের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার গল্প। জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সন্মিলন পরিষদের কার্যক্রমের কথাও উঠে এল।

২০০১ সালে রমনার বটমূলে বোমা হামলার ঘটনা কতখানি ব্যথিত করেছিল, জানাতে গিয়ে বললেন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সুফল নিয়ে আমাদের আত্মসন্তোষ বিরাট ধাক্কা খেয়েছিল। বোঝা গেল, পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ে তুলবার উপযোগী শিক্ষার অভাব অতি প্রকট।

সন্জীদা খাতুনের ৯০তম জন্মবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানিয়ে ছায়ানটের নির্বাহী সভাপতি সারওয়ার আলী বললেন, সর্বজন যেন বাঙালি জাতিসত্বাকে হৃদয়ে ধারণ করে বিশ্বমানব হয়ে ওঠে, তার সাধনা করে চলেছেন মুক্তচিন্তা ও সঙ্গীতের পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা সন্জীদা খাতুন। বয়সের কারণে কিছুটা অসমর্থ হলেও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তিনি এখনো সচল ও সক্রিয়। আর তা আমাদের সবার জন্য সুসংবাদ।

এ সময় তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে কয়েক দশক ধরে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-লোকসঙ্গীতের বাণী ও সুরের বিকৃতির ধারাবাহিকতার প্রতি সতর্ক হওয়ার প্রসঙ্গ।

সন্জীদা খাতুনের জন্মবার্ষিকী উৎসবে ছায়ানট আয়োজন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেনের গান, লালনগীতির।

ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা' গানটি পরিবেশন করে জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন শিল্পী ইফ্ফাত আরা দেওয়ান। 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ' গেয়ে শোনালেন ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক শিল্পী লাইসা আহমেদ লিসা।

শাহ আবদুল করিমের 'গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান' গান পরিবেশন করে ছায়ানটের ছোটদের দল। চন্দনা মজুমদার, শারমিন সাথী ইসলাম ও ফারহানা আক্তার ছাড়াও কয়েকজন শিল্পী গান পরিবেশন করলেন সন্জীদা খাতুনের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উৎসবে। আয়োজন শুরু হয় রাগ বৃন্দাবনী সারংয়ের শিল্পী অভিজিৎ কুভুর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে।

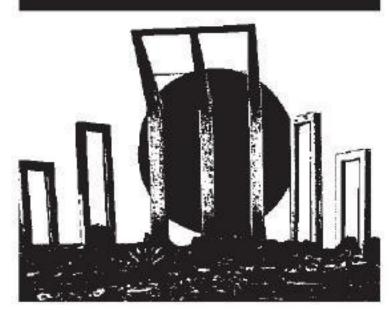
সন্জীদা খাতুনের বিভিন্ন সময়ের ছবি ব্যবহার করে ধূসর কালো একটি নান্দনিক শুভেচ্ছাপত্রের অপর পাশে শিল্পীর ছবি এঁকেছেন মমিনুল হক। ফুল, আলপনা, কলাপাতা দিয়ে ছায়ানট প্রাঙ্গণ সাজিয়ে, মঙ্গল কামনায় জ্বালানো হয় মাটির প্রদীপ।

সন্জীদা খাতুনের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ছিল এক উদার, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবারে। ১৯৩৩ সালের ৪ এপ্রিল তাঁর জন্ম। বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন চিন্তা, সৃজন, বুদ্ধি বৃত্তিক ক্ষেত্রের অগ্রগণ্য ব্যক্তি। বাবাকে ঘিরে তৎকালীন প্রণিধানযোগ্য শিল্পী, সাহিত্যিকদের সমাগম ছিল তাঁদের বাড়িতে। সন্জীদা খাতুনের মানস গঠনের উন্মেষ হয়েছিল এখান থেকেই।

বর্ষবরণের অনুষ্ঠান

১৪ এপ্রিল দেশজুড়ে উদযাপিত হবে 'বাংলা নববর্ষ-১৪৩০-এর প্রথম দিন পয়লা বৈশাখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

ঢাকার ডায়েরি



বাসুদেব ধর

প্রতিবছরের মতো এবারও মঙ্গল শোভাযাত্রা হবে। শোভাযাত্রার এবারের প্রতিপাদ্য 'বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি'। এবারের বর্ষবরণের আয়োজন বিকেল পাঁচটার মধ্যে শেষ করতে বলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নববর্ষের দিন ক্যাম্পাসে বিকেল পাঁচটার পর কোনোভাবেই প্রবেশ করা যাবে না, শুধু বের হওয়া যাবে। ওই দিন ক্যাম্পাসে ভুভুজেলা বাঁশি বাজানো ও বিক্রি করা যাবে না।

গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদ্যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) ও সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ। কমিটির অন্য সদস্যরাও এতে উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উৎসবমুখর পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উৎসবমুখর পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নববর্ষ উদ্যাপনের সার্বিক প্রস্তুতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলা নববর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে 'বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি' প্রতিপাদ্য নিয়ে এ বছর মঙ্গল শোভাযাত্রা চারুকলা অনুষদ থেকে সকাল নয়টায় বের করা হবে। শোভাযাত্রাটি শাহবাগ মোড় হয়ে পুনরায় চারুকলা অনুষদে গিয়ে শেষ হবে। পয়লা বৈশাখে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের মুখোশ পরা এবং ব্যাগ বহন করা যাবে না। তবে চারুকলা অনুষদের প্রস্তুত করা মুখোশ হাতে নিয়ে প্রদর্শন করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভুভুজেলা বাঁশি বাজানো ও বিক্রি করা থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নববর্ষের দিন ক্যাম্পাসে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত প্রবেশ করা যাবে। নববর্ষের আগের দিন ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যা সাতটার পর ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে না। নববর্ষের দিন ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের যানবাহন চালানো যাবে না। ওই দিন ক্যাম্পাসে মোটরসাইকেল চালানো

সম্পূর্ণ নিষেধ।
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসবাসরত কোনো ব্যক্তি নিজস্ব গাড়ি নিয়ে যাতায়াতের জন্য শুধু নীলক্ষেত মোড়সংলগ্ন ফটক ও পলাশী মোড়সংলগ্ন ফটক ব্যবহার করতে পারবেন। সভায় নববর্ষের দিন নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা ও আর্চওয়ে স্থাপন করে তা নজরদারি করার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

থিয়েটারে প্রতিবাদী চেতনা চাই

নাটক হচ্ছে শ্রেণি দ্বন্দু প্রকাশের মোক্ষম জায়গা। কারণ, মঞ্চনাটক মানেই রাজনীতি। বিষয়ের ভেতর রাজনীতি না থাকলে নাটক হয় না। তাই থিয়েটারের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা থাকতে হবে। যে কারণেই সারাবিশ্বে শাসকগোষ্ঠী থিয়েটারকে ভয় পায়। সেই বিবেচনায় বলা যায়, নাটক হচ্ছে জনতার কণ্ঠস্বর। নাটককে এভাবেই জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন বরেণ্য নাট্যজন মামুনুর রশীদ। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত শিল্পে শ্রেণিচেতনা' শীর্ষক শিল্প বক্তৃতায় এসব কথা বলেন এই নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনয়শিল্পী। গত রোববার তোপখানা রোডে উদীচীর কার্যালয়ে এই বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আপন জীবনের অভিজ্ঞতা মেলে ধরে এই নাট্যকার বলেন,

ওরা কদম আলী নাটকটি লেখার পর বাংলা বিভাগের একজন অধ্যাপক ক্ষেপে গেলেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, সাধারণ এই শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে নাটক লিখেছেন কেন? তাদের জীবন নিয়ে লেখার কতটা গুরুত্ব আছে? জবাবে আমি বলেছিলাম, মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে অনেক লেখা রয়েছে। কিন্তু

নিঅত্রবিত্ত এই শ্রমিকদের নিয়ে খুব বেশি লেখা হয়নি। জীবনের সঙ্গে শিল্প-সংস্কৃতির সংযোগ টেনে মামুনুর রশীদ বলেন, প্রতিটি মানুষই তার নিজের সমস্যাকে সিনেমার পর্দায় দেখতে চায়। গল্পের বইয়ের ভেতর খুঁজে পেতে চায়। কাব্যগ্রন্থে কিংবা কবিতার মাঝে জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে চায়। বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখকরা তাদের লেখায় প্রান্তিক জীবনের সেই প্রতিচ্ছবিকে তুলে এনেছেন। চারপাশের খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের উপলব্ধি থেকে কাজী নজরুল ইসলামের শ্রেণি চেতনার উদ্ভব হয়েছে। তাঁর লেখা বিদ্রোহী কবিতায় সেই চেতনার বিস্ফোরণ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তকরবী নাটকেও প্রবলভাবে বিরাজমান শ্রেণি সংগ্রামের উপাদান। জীবনানন্দ দাশের রোমান্টিক চিন্তাধারার ভেতরেও প্রকাশিত হয়েছে শ্রেণি চেতনা। সেই স্রোতোধারায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত লাল সালু এক অসাধারণ উপন্যাস। ধর্মের প্রভাবে একজন মানুষের নিঃসঙ্গ হওয়া এবং সমাজের গতিমুখ পরিবর্তন করে দেয়ার অনন্য উদাহরণ লাল সালু। বর্তমানেও অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক রাজনীতি ও মানুষকে উপজীব্য করে লিখে যাচ্ছেন। তবে লেখনীর ভেতর শিল্পবোধ বা সাহিত্যরস থাকতে হবে। নইলে সেই সাহিত্যের আবেদন থাকে না। সেটি হয়ে ওঠে শুধু প্রচারসর্বস্ব, যা কিনা কালের পরিক্রমায় হারিয়ে

যায় অতল গহুরে।
প্রসঙ্গক্রমে এই নাট্যকার বলেন, বাংলা সাহিত্যের যেসব লেখক শ্রেণি দ্বন্দের বিষয়কে উপজীব্য করে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই খুব কস্টে জীবন যাপন করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে তেমনটাই ঘটেছে।

অনুবাদের অভাবে জীবন সংগ্রাম নিয়ে লেখা বাংলা ভাষার সাহিত্যিকদের যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি উল্লেখ করে এই নাট্যকার বলেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা যেসব লেখা লিখেছেন সেগুলোর যথার্থ অনুবাদ হলে তাদের মতো অন্তত পাঁচজন লেখক নোবেল

পুরস্কার পেতেন।
চারুশিক্সেও শ্রেণি চেতনার প্রকাশের উল্লেখ করে মামুনুর রশীদ বলেন, তেভাগা আন্দোলনের ওপর ছবি এঁকেছেন সোমনাথ হোড়। দুর্ভিক্ষের দুর্দশার চিত্র তুলে শিল্পাচার্য জয়নুল

আবেদিন ছবি এঁকেছেন।
বাংলা সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হেমাঙ্গ
বিশ্বাস, শচীন দেববর্মণ, সলিল চৌধুরী কিংবা ভূপেন
হাজারিকার মতো শিল্পীরা গানের ভেতর জীবনের কথা
বলেছেন। মানুষের সংগ্রামের কথা, বেদনার কথা বলেছেন। এ
কারণে তাদের গান এখনো টিকে আছে। একইভাবে সত্যজিৎ
রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনের মতো নির্মাতারা
সেল্লয়েডে জীবনের প্রতিচ্ছবি মেলে ধরেছেন।

সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করার প্রবণতার কথা উল্লেখ করে মামুনুর রশীদ বলেন, বর্তমানে সাহিত্য থেকে সংবাদকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুভবের জায়গাটি নষ্ট হয়ে যায়। একইভাবে কিছু সংবাদ পরিবেশিত হয় উদ্দেশ্যমূলকভাবে। সেসব সংবাদে তথ্য বিকৃত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়।

দীর্ঘ বক্তৃতা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন এই নাট্যজন। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য দেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে।

সুদিনের প্রত্যাশায় চলচ্চিত্র

হারিয়ে গেছে বাংলা চলচ্চিত্রের সেই সোনালি সময়। অবশ্য একেবারে থেমে যায়নি পথচলা। এখনো প্রেক্ষাগৃহের আলো-আঁধারিতে বসে ছবি দেখার আনন্দ উপভোগ করেন অনেকেই। মানসম্পন্ন সিনেমা দেখার আগ্রহ নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ভিড় জমে সিনেমাপ্রেমীদের। সেই বাস্তবতায় আবার ফিরে আসবে বাংলা ছবির সুদিন এমন প্রত্যাশায় উদযাপিত হলো জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস। দিবসটি উদযাপনে 'সবার জন্য চলচ্চিত্র, সবার জন্য শিল্প সংস্কৃতি' এই প্রতিপাদ্যে শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সূচনা হয় গত সোমবার।

এদিন সকাল থেকে সরব হয়ে ওঠে শিল্পকলা একাডেমি আঙিনা। একাডেমির জাতীয় চিত্রশালার ৪ নং গ্যালারিটি ছেয়ে যায় একাল থেকে সেকালের সিনেমার পোস্টারে। পুরো প্রদর্শনালয়ের দেওয়ালজুড়ে ঠাঁই পায় আলোচিত বাংলা ছবির কয়েক শতাধিক পোস্টার। হাল আমলের দর্শকসমাদৃত হাওয়া থেকে সোনালি সময়ের রূপবান কিংবা বেদের মেয়ে জোছনা ছবির বৈচিত্র্যময় পোস্টারগুলো নজর কেড়েছে দর্শকদের।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তারা সেসব পোস্টার দেখে খুঁজে নিয়েছেন বাংলা সিনেমার পরম্পরার ইতিহাস। পোস্টারের সঙ্গে বিভিন্ন চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের সময়ে ধারণকৃত আলোকচিত্রসমূহও আকৃষ্ট করেছে দর্শকদের। পাশাপাশি এই গ্যালারিতে প্রজেক্টরের মাধ্যমে চলে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বুধবার পর্যন্ত।

উদ্বোধনী দিনে বিকেলে জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে চলচ্চিত্র নির্মাতা, চলচ্চিত্র শিল্পী এবং কলাকুশলীদের নিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলীর লাকীর সভাপতিত্বে আলোচনা পর্বে অংশ নেন নির্মাতা মসিহউদ্দিন শাকের, সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী, মোরশেদুল ইসলাম, মানযারে হাসিন মুরাদ, মুশফিকুর রহমান গুলজার, শামীম আখতার, অগ্রজ চলচ্চিত্র সংসদ কর্মী হাশেম সুফী, অগ্রজ চলচ্চিত্র সংসদ কর্মী, ঢাকা ডক ল্যাবের পরিচালক ইমরান হোসেন কিরমানিসহ চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিক্ষক ও শিল্পীরা।

মান্যারে হাসিন মুরাদ বলেন, এই দিবসকে কেন্দ্র করে আমাদের চলচ্চিত্রের অতীত কর্মকান্ড, বর্তমান সংকট এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এক ধরনের বোঝাপড়া করতে হবে। সংকটের সমাধান করে চলচ্চিত্রের সুদিন ফিরিয়ে আনতে হবে। পাশাপাশি নির্মাণের ক্ষেত্রে পশ্চিমা ছবির অনুকরণ না করে মৌলিক দেশজ চলচ্চিত্রের বিকাশ ঘটাতে হবে। কারণ, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এফডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা প্রায় ব্যর্থ হয়েছে। যদিও স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্র আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে।

এছাড়াও সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র, জীবনঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্রের বিকাশে শিল্পকলা একাডেমিকে দেশব্যাপী ভূমিকা রাখতে হবে। দেশজ চলচ্চিত্রের বিকাশে শিল্পকলা একাডেমির ৬৪ জেলা শাখাকে কাজে লাগাতে হবে। দেশজ চলচ্চিত্রের বিকাশ ঘটাতে এই নির্মাতা তিনটি দাবি তুলে ধরে বলেন, ঢাকায় জাতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে, সেন্সর প্রথায় গণতন্ত্রায়ন করতে হবে এবং চলচ্চিত্রের অনুদানে সৃজনশীল চলচ্চিত্রকে প্রাধান্য দিতে হবে।

মসিহউদ্দিন শাকের বলেন, চলচ্চিত্র যে মন্ত্রণালয়ের অধীন সেই মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্রের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। সেই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, সর্বস্তরের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে চলচ্চিত্রশিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। কারণ, চলচ্চিত্র একইসঙ্গে আর্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি। তাই জনগণের আকাক্সক্ষার সঙ্গে চলচ্চিত্রের সংযোগ থাকতে হবে।

মুশফিক রহমান গুলজার বলেন, চলচ্চিত্র নিয়ে প্রচুর সভা-সেমিনার হলেও নির্মাণ কমছে। চলচ্চিত্রের মানও নিঅত্রমুখী হচ্ছে। অন্যদিকে ছবির সংকটে প্রেক্ষাগৃহ কমছে। সেই প্রেক্ষাপটে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মান ও বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আলোচনা শেষে চিত্রশালার আর্ট ক্যাফেতে প্রীতি সন্মিলনী অনষ্ঠিত হয়।

প্রাচ্যনাটের অচলায়তন

শুক্র ও শনিবার ছুটির দিনে শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় প্রাচ্যনাটের নতুন নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অচলায়তন'। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় ও মঙ্গলদীপ ফাউন্ডেশনের প্রণোদনায় প্রাচ্যনাটের ৪২তম প্রযোজনা এটি। নাটকটি নির্দেশনা দিয়েছেন আজাদ আবুল কালাম। প্রাচ্যনাটের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নাটকের গল্পটি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে, 'বহুদিন ধরে চলে আসা প্রথাকে কঠোর নিয়মের আবদ্ধে পালন করতে গিয়ে সময়ের আবর্তনে অচলায়তন বিদ্যায়তনের কোনো পরিবর্তন হয় না। এখানকার বিদ্যার্থীরাও কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবতীয় নিয়ম ও অনুশাসন মেনে চলে।'

'অচলায়তনের বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই, এমনকি যোগাযোগ করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ পাওয়াটাও তাদের জন্য মহাপাপ-এর নামান্তর! এই বিদ্যায়তনের দুই শিক্ষার্থী-পঞ্চক ও মহাপঞ্চক। তারা আপন ভাই হলেও তাদের জীবনদর্শন বিপরীত। পঞ্চক বিদ্রোহী মনোভাবসম্পন্ন, যে সব গতানুগতিকতাকে প্রশ্ন করে এবং অচলায়তনের নিয়মতান্ত্রিকতার ক্রটিগুলোকে চিহ্নিত করে।'

'অপর দিকে মহাপঞ্চক গতানুগতিক চিন্তাপ্রবাহে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে এবং বিদ্যায়তনের সব নিয়মকেই বিনা প্রশ্নে অনুসরণ করে। এই দুই ব্যক্তির মধ্যকার যে ইচ্ছারদ্বন্দ্র, তা আরও দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হয়্ম, যখন অচলায়তনে একটি ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু নিয়মতান্ত্রিকতাকে অটুট রাখার স্বার্থে অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে থাকে। এরই মধ্যে প্রেক্ষাপটে উপস্থিত হন গুরু বা দাদাঠাকুর এবং বাইরের বাস্তব জগৎ ও সেই জগতের মানুষদের সঙ্গে

অচলায়তনের বিদ্যার্থীদের পরিচয় ঘটে প্রায় যুদ্ধের ডামাডোলের ভেতর। পুরোনো চিন্তার প্রাচীন দেয়াল ভেঙে পড়ে আর শুরু হয় নতুনের স্পন্দন।'

নির্দেশকের ভাষায়, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ব নাটক, প্রতীকী নাটক নিয়ে বড় বড় সমালোচকের যে অস্পষ্টতার অভিযোগ, তাকে খন্ডন করে আমাদের অচলায়তন মঞ্চায়নের প্রয়াস স্পষ্ট এবং প্রতীকের ব্যবহার যথার্থ রূপে প্রকাশের ইচ্ছা কেবল। অচলায়তন বিদ্যাপীঠকে আমরা কল্পনা করেছি একটি বালিকা বা নারী শিক্ষাগৃহ হিসেবে।' তিনি আরও লিখেছেন, 'এই বিদ্যায়তনের সব নিয়মকানুন এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে বাইরের পৃথিবীর আলোবাতাস বা মুক্ত চিন্তা কোনোভাবেই কোনো বিদ্যার্থীর ভাবনায়, মননে স্থান না পায়। এখানে কাজের গতি মন্থর এবং যন্ত্রবৎ, যেন দম দেওয়া পুতুল স্বাই। ঠিক উল্টো চিত্র অচলায়তনের বাইরের জগৎ, সেখানে কর্মমুখর সাধারণ মানুষ গতিশীল। কখনো জীবন গতির চেয়ে এক ধাপ আগানো তাদের চলন।'

নাটকের মঞ্চ ও আলো মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সংগীত ভাবনা ও প্রয়োগ নীল কামরুল, কোরিওগ্রাফি স্নাতা শাহরিন এবং পোশাক পরিকল্পনা করেছেন আফসান আনোয়ার।

সোনায় মোড়ানো জিলাপি

প্রতি কেজি জিলাপির দাম ২০ হাজার টাকা! না, ভুল শোনেননি। বিশেষ এই জিলাপি ২৪ ক্যারেটের সোনা দিয়ে মোড়ানো। সে জন্যই এত দাম। রাজধানীর পাঁচতারা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে বিক্রি হচ্ছে বিশেষ ধরনের এ সোনার প্রলেপ দেওয়া জিলাপি।

রমজান উপলক্ষে এই জিলাপি তৈরি করেছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল কর্তৃপক্ষ। সাধারণ গ্রাহকদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে গত বুধবার থেকে এটি বিক্রি শুরু হয়েছে। প্রতি কেজি জিলাপিতে ২৪ ক্যারেটের খাবার উপযোগী সোনার ২০ থেকে ২২টি লিফ বা পাতলা পাত রয়েছে। একজন গ্রাহক ন্যুনতম ২৫০ গ্রাম জিলাপি কিনতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে দাম পডবে পাঁচ হাজার টাকা।

সোনার জিলাপি বিক্রি নিয়ে নিজেদের ফেসবুক পেজে একটি কার্ড শেয়ার করে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল। এর পর থেকে বেশ সাড়া মিলছে বলে জানিয়েছে তারা। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায়, ইতিমধ্যে বেশ কিছু গ্রাহকের অর্ডার সরবরাহ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও কিছু অর্ডার তাদের কাছে আছে।

করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও কিছু অডার তাদের কাছে আছে। রমজান মাসজুড়ে প্রতিদিন ইফতার ও সাহ্রির আয়োজন করে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা। সেখানে ইফতারিতে ডেজার্ট হিসেবে ঐতিহ্যবাহী জাফরান জিলাপি পরিবেশন করে ঢাকার বিখ্যাত

এই হোটেল।
ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার ফেসবুক পেজের তথ্যানুসারে,
সাধারণ জাফরান জিলাপির দাম রাখা হয় কেজিপ্রতি ১ হাজার
৮০০ টাকা করে। তবে সোনায় মোড়ানো জিলাপি খেতে হলে
গ্রাহককে খরচ করতে হবে ২০ হাজার টাকা। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রমজানে ভোক্তাদের ভিন্ন কিছুর স্বাদ দিতেই এ

আয়োজন।
 হেন্টেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার মহাব্যবস্থাপক অশ্বিনী
নায়ার বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, খাদ্য ও পানীয় এখন আর
শুধু খাওয়ার বিষয় নয়। মানুষ এখন আর শুধু নামেই বিলাসিতা
পেতে চায় না। তারা বিলাসী পণ্যের অনন্য স্বাদ ও অভিজ্ঞতা
উপভোগ করতে চায়। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এ ধরনের
অভিজ্ঞতা দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশি গ্রাহকদের সেই
বিলাসিতা উপভোগের সুযোগ দিতে চায়। সে জন্যই বিশেষ এ
জিলাপি বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ব্যবহারযোগ্য সোনা ছাড়াও আরেকটি বিশেষ ধরনের সোনা আছে, যা খাওয়াও যায়। সেটিই ব্যবহার করা হয়েছে এই জিলাপির রেসিপিতে। খাওয়ার সোনা দুবাইসহ বিশ্বের ধনী ও সোনাসমৃদ্ধ শহরগুলোয় জনপ্রিয়। দামি এই ধাতু পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ ও। সোনা ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, জিংক, কপার ও সেলেনিয়ামের উৎস। নবাবি আমলে খাবারে সোনা ব্যবহারের রীতি ছিল।

এর আগে গত বছরের জুলাই মাসে দেশে সোনায় মোড়ানো আইসক্রিম বিক্রির খবর বেশ সাড়া ফেলেছিল। রাজধানীর বনানীর পাঁচ তারকা হোটেল সারিনা তাদের ১৯তম বর্ষপূর্তিতে বিশেষ ওই আইসক্রিম বিক্রি করে। ২৪ ক্যারেটের খাওয়ারযোগ্য সোনা দিয়ে তৈরি ওই আইসক্রিমের দাম ছিল ৯৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।

সে সময় মাত্র ২৪ ঘণ্টায় অভাবনীয় সাড়া পায় সারিনা হোটেল কর্তৃপক্ষ। অনেক ফরমাশ আসতে থাকায় তারা একপর্যায়ে সেই লাখ টাকার সোনার আইসক্রিম বিক্রির অর্ডার নেওয়া বন্ধ রাখে।



শেষ ওভারে পাঁচ বলে পাঁচ ছয় মেরে জিতল কেকেআর

রিম্বু সহিক্লোনে উড়ে গেলো গুজরাত





টোয়েন্টি ক্রিকেটে সব সম্ভব। কোনও কাজই

অসম্ভব নয়। মানসিক জোর থাকলে যেকোনও

কাজে সাফল্য পাওয়া যায়। এই কথাটাই আমাকে

তাতিয়েছিল। রানাভাই আমাকে বলেছিল নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো শেষ বল পর্যন্ত ক্রিজে থেকে

ম্যাচটা শেষ করে এস। আমি সেই কাজটা করতে

পেরে খুব খুশি। উমেশভাই প্রথম বলে আমাকে এক

্রান দিয়ে স্ট্রাইক দেন। আমি কখনোই ভাবিনি প্রতি

বলে ছয় মারব। আমি শুধু চেষ্টা করেছিলাম। আর

সেই চেষ্টাটা কাজে দিয়েছে। যাইহোক দলকে এরকম

ম্যাচে জেতাতে পেরে খুব ভালো লাগছে।

আগামীদিনেও একইভাবে দলকে জেতানোর চেষ্টা

অধিনায়ক নীতীশ ও ভেঙ্ক টেশ আয়ার। দু'জনে

মিলে হাত খোলা শুরু করেন। দলের অধিনায়ক

রশিদের বিরুদ্ধেও বড় শট মারেন তাঁরা। ফলে

চাপে পড়ে যায় গুজরাত। ২৬ বলে অর্ধশতরান

আমেদাবাদ— 'সাইক্লোনের নাম রিশ্বু'... নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রিশ্বর ঝডে উডে গেলো ঘরের দল গুজরাত টাইটান্স... শেষ ওভারে রিঙ্কু ঝড় ... পাঁচ বলে পাঁচ ছয়... হাাঁ, এভাবেও ফিরে আসা যায় সেটাই প্রমাণ করে দিলেন রিস্কু সিং। থ্রিলার ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের জয়ের জন্য শেষ ওভারে প্রয়োজন ছিল ২৯ রানের। আর সেই কাজটা করে দিলেন রিঙ্ক্ব একাই পাঁচ বলে পাঁচ ছয় মেরে। যেখানে দলের তারকা ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ হলেন সেখানে ম্যাচের হিরো হয়ে গেলেন রিক্ষ একাই দলে একটা দারুণ জয় এনে দিয়ে। গুজরাত প্রথম ব্যাট করতে নেমে চার উইকেট হারিয়ে ২০৪ রান তোলে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কলকাতা সাত উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ২০৭। ম্যাচের সেরা হয়েছেন রিঙ্কু সিং। বলে রাখা ভালো, রবিবার ছুটির দিনে মোদি স্টেডিয়ামে আইপিএলের আসরে বিগ থ্রিলার হয়ে গেল। রান উঠল মোট চারশোর বেশি, উইকেটের পতন হল মাত্র এগারোটি।

ইয়াশ দয়াল যেনো শেষ ওভারে দিশে হারা হয়ে গেলেন। আসলে কুড়ি তম ওভারে বল করতে এসেছিলেন তিনি। আসলে উনিশ ওভারে কেকেআর দলের রান ছিল সাত উইকেটে ১৭৬। তাই রশিদ খান ভরসা করে ইয়াশের হতে বল তুলে দিয়েছিলেন। শেষ ওভারে প্রথম বলেই উমেশ যাদব এক রান দিয়ে রিঙ্গু কে স্ট্রাইক দেন। শেষ পাঁচ বলে প্রয়োজন ২৮ রানের। আর তখনই শুরু হলো রিশ্ব ঝড়। বিতীয় বলেই ছয়, আবার তৃতীয় বলেও ছয়, চতুর্থ বলেও ছয়, পঞ্চম বলেও ছয়। টানা চার বলে চার ছয় হজম করে ইয়াশ দয়াল যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। নিজের বোলিংয়ের

রিঙ্কুর ওপর আমাদের ভরসা ছিল নাইট অধিনায়ক নীতিশ রানা

আমেদাবাদ— 'আমাদের রিশ্বুর ওপর পুরোপুরি নিজের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রেখেছিলাম। টি-ভরসা ছিল। কারণ আমরা জানতাম ও কাজের কাজটা করে মাঠ ছাড়বে। দেখুন প্রথমদিকে ও কিছুটা ধীর গতিতে খেললেও আমরা চিন্তামুক্ত ছিলাম। কারণ ও প্রথম দিকে কিছটা পিচের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। সেটা ও ভালো করে করতে পেরেছে। আর সেটার প্রমাণ আপনারা এবং আমরা সকলেই ম্যাচের শেষে দেখতে পেয়েছি। সত্যিই একটা থ্রিলার জয়। বিশেষ করে বলে রাখা ভালো, রিঙ্কু এই ধরনের কাজ শেষ মরশুম থেকে করে আসছে। আমার বিশ্বাস আগামীদিনেও রিঙ্ক এভাবেই দলকে জেতাবে, 'এমন কথাই খেলার পর জানালেন নাইট অধিনায়ক নীতিশ রানা।

এদিকে, ম্যাচের হিরো রিন্ধু সিং বলেন, 'আমি

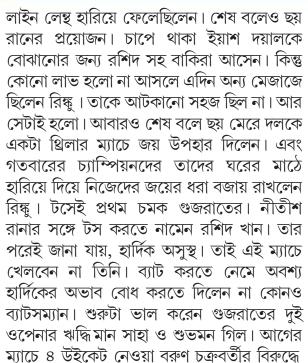
শুরু থেকেই আক্রমণ শুরু করেন তাঁরা। ফলে বরুণকে ৪ ওভার বলই করাতে পারলেন না নীতীশ। গুজরাতকে প্রথম ধাক্কা দেন সুনীল নারিন। ১৭ রানের মাথায় ঋদ্ধিকে আউট করেন তিনি। ভাল খেলছিলেন শুভমন। তাঁকেও ফেরান নারিন। ৩৯ রান করেন শুভমন। এই ম্যাচেও গুজরাতের ইনিংসকে টানলেন সাই সুদর্শন। আবার ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে নেমে নিজের কাজ করলেন তিনি। আগের ম্যাচে অর্ধশতরান করেছিলেন। এই ম্যাচেও অর্ধশতরান করলেন

করেন ভেঙ্ক টেশ। এদিন ভেঙ্ক টেশ ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলতে নেমেছিলেন। আর কাজ তাও করে গেলেন। গুজরাতকে আবার ম্যাচে ফেরান আলজারি জোসেফ। ৪৫ রানের মাথায় নীতীশকে আউট

করেন। তার পরেই রানের গতি কিছুটা কমে যায়। কিন্তু তখনও জরুরি রানরেট সাধ্যের মধ্যেই ছিল। কলকাতাকে জিততে শেষ ৩০ বলে করতে হত

৫৬ রান। ভেঙ্কটেশ রান বাট হাতে মারমুখী হলেও, অন্য প্রান্তে রিঙ্কু সিং শুরু থেকেই বড় শট খেলতে পারছিলেন না। চাপে পড়ে বড় শট মারতে গিয়ে ৮৩ রানের মাথায় আউট হয়ে যান ভেঙ্ক টেশ। চাপে পড়ে যায় কেকেআর। কলকাতার জয় নির্ভর করছিল আন্দ্রে রাসেলের হাতে। কিন্তু আগের ৩ ওভারে ৩৫ রান খাওয়া রশিদ নিজের শেষ ওভারে গিয়ে জ্বলে উঠলেন। পর পর তিন বলে রাসেল, নারিন ও শার্দুল ঠাকুরকে আউট করে এ বারের আইপিএলে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন তিনি। রশিদের হ্যাটট্রিকের পর কলকাতার জয় ছিল স্বপ্ন। শেষ ওভারে দরকার ছিল ২৯ রান। ইয়াশ দয়ালের প্রথম বলে ১ রান নেন উমেশ যাদব। পরের ৫ বলে ৫টি ছক্কা মারলেন রিশ্ধ। শেষ বল মেরে আর তাকাননি তিনি। সোজা ছোটেন গেগআউটের দিকে। তখন উল্লাসে মত্ত কেকেআরের ক্রিকেটাররা। অন্য দিকে মাঠে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে গুজরাতের ক্রিকেটাররা। তখনও হার বিশ্বাস হচ্ছে না তাঁদের। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ শেষ ওভারে পর পর পাঁচ ছয় সব শেষ করে দিলো রিঙ্গু একাই। আর গুজরাত দলের ঘরের মাঠে টানা জয়ের হ্যাটট্রিক হলো না। এই জয়ের ফলে কলকাতা পয়েন্ট তালিকায় তিন ম্যাচে দুটি ম্যাচে জয় পেয়ে বিতীয় স্থানে উঠে এলো।





ব্যক্তিগত

সেরা নজির

তেজস্বিনের

অ্যারিজোনা— ভারতের পয়লা

নম্বর হাইজাম্পার জাতীয়

রেকর্ডধারী তেজস্বিন শঙ্কর নতুন

ব্যক্তিগত সেরা নজির গড়লেন।

তিনি ৭৬৪৮ পয়েন্ট অর্জন করেন।

অ্যারিজোনায় জিম ক্লিক শুট আউট

এন্ড মাল্টিড ২০২৩ অ্যাথলেটিক্স

মিটে ডেকাথলনে দ্বিতীয় স্থান

পেলেন এর আগে তেজস্বিনের

৭৫৯২ পয়েন্ট ছিল। আর এবারে

তাঁর সংগ্রহে ৭৬৪৮ পয়েন্ট।

২০১১ সালে ভারতের ভরতিন্দর

সিং-য়ের জাতীয় রেকর্ড থেকে

মাত্র ১০ পয়েন্ট কম। ২০২২ সালে

কমনওয়েল গেমসে হাইজাম্পে

ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিলেন। আবার

৪০০ মিটার ইভেন্টে দলকে নেতৃত

(पन। अन्यामितक लः(क्लारम्भ),

শটপাটে ও ১০০ মিটার হার্ডলসে

তিনি। তাঁকেও আউট করেন নারিন। একটা সময় খেলা দেখে মনে হচ্ছিল গুজরাত ১৮০-১৮৫ রান করবে। কিন্তু শেষ দ'ওভারে হাত খললেন বিজয় শঙ্কর। লকি ফার্গুসনের ১৯তম ওভারে ২৪ রান করলেন তিনি। ফলে এক ধাক্কায় ২০০ পেরিয়ে গেল গুজরাতের রান। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৪ রান তোলে গুজরাত। ২৪ বলে ৬৩ রান করে অপরাজিত থাকেন শঙ্কর।

২০৫ রানের বিরাট রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভাল হয়নি কেকেআরের। দলের দুই ওপেনার রান পাননি। এই ম্যাচে আরও এক বার নিজেদের ওপেনিং জুটি বদলায় কেকেআর। তাতে লাভ হয়নি। রহমানুল্লা গুরবাজ ১৫ ও নারায়ণ জগদীশন ৬ রান করে আউট হয়ে যান। তখন খেলা দেখে মনে হচ্ছিল, ওপেনারদের হারিয়ে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না কলকাতার ব্যাটসম্যানরা। কিন্তু তৃতীয় উইকেটে ১০০ রানের জুটি বাঁধলেন

লিটনকে কিছু দিনের জন্য পাচ্ছে কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি— শাকিব তো আগেই খেলবেন না আইপিএল তা জানিয়ে দেন তার পরিবর্তে জেসন রয়কে দলে তুলে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। তবে শাকিব না খেললেও লিটন দাসের দিকে তাকিয়ে ছিল কেকেআর শিবির। কিন্তু এবারে লিটনকে নিয়েও সমস্যা দেখা দিল কেকেআর শিবিরে। বাংলাদেশের এই উইকেট কিপার ব্যাটসম্যানকে কিছুদিনের জন্যই পাবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। আসলে বাংলাদেশে খেলতে এসেছিল আয়ারল্যান্ড। এ বার আয়ারল্যান্ডে খেলতে যাবে বাংলাদেশ। মে মাসে এক দিনের সিরিজ খেলতে আয়ারল্যান্ড যাবেন শাকিব আল হাসানরা। রবিবার সেই দল ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে। আর এই দলে রয়েছেন লিটন দাসও। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি এক দিনের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। যে



ম্যাচগুলি বিশ্বকাপ সুপার লিগের অংশ। অর্থাৎ এই ম্যাচের যদিও বাংলাদেশ যে অবস্থায় রয়েছে তাতে বিশ্বকাপে উপরে নির্ভর করবে বিশ্বকাপে কোন দল সুযোগ পাবে। যোগ্যতা অর্জন করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

আইপিএলে প্রথম হাটিটিক করলেন রশিদ খান

আমেদাবাদ— ষোলোতম আইপিএলের আসরে প্রথম হ্যাটট্রিক করে ফেললেন আফগান লেগ স্পিনার তথা গুজরাত টাইটান্স দলের ক্রিকেটার রশিদ খান। রবিবার ঘরের মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে এই নজির গড়লেন রশিদ। তাঁর স্পিনের ভেক্ষিতে বিধস্ত হয়ে পড়েন নাইটদের তিন তারকা ব্যাটসম্যান। সতেরোতম ওভারে বল করতে এসে রশিদ খান প্রথম তিন বলে ফিরিয়ে দেন প্রথমে অ্যান্দ্রে রাসেল, বিতীয় সুনীল নারিনকে এবং তৃতীয় ব্যাটসম্যান रिসাবে শার্দুল ঠাকুরকে। আইপিএলের ইতিহাসে বাইশতম বোলার হিসাবে রশিদ খান হ্যাটট্রিক করার নজির গড়লেন। চলতি বছরে এই প্রথম হ্যাটট্টিক। এছাড়া আফগান স্পিনার রশিদ খান আইপিএলের ইতিহাসে এই প্রথমবার হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব করে দেখালেন। বলে রাখা ভালো, রবিবার কলকাতার গুজরাত অধিনায়ক হার্দিক পাভিয়া অসুস্থ থাকায় তিনি এই ম্যাচে খেলতে পারেননি। হার্দিকের পরিবর্তে এদিন গুজরাত দলকে নেতৃত্ব দেন রশিদ খান। অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েই বল হাতে ভেক্কি দেখালেন রশিদ। কিন্তু থ্রিলার ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেও রশিদ খান অধিনায়ক হিসাবে দলকে জেতাতে ব্যর্থ হন শেষ সময়ে ব্যাট হাতে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা রিঙ্কু সিংয়ের দাপটে।

আইপিএলের মহিলফলক ছুলেন শুভমন

আমেদাবাদ— পুরনো দলের

বিরুদ্ধে খেলতে নেমে আবারও জলে উঠলেন শুভমন গিল। সেই সঙ্গে রবিবার আইপিএলের ইতিহাসে নয়া মাইল ফলক স্পর্শ করলেন গিল। তরুণ এই ওপেনার দারুণ ফর্মে রয়েছেন। সেটা ঝলক দেখা কাছে এবার আইপিএলে ও। রবিবার আইপিএলে ২০০০ রান পূর্ণ করলেন শুভমন। ৭৭টি ম্যাচ খেলে এই মাইলফলক ছুঁলেন তিনি। কলকাতার বিরুদ্ধেই আইপিএলের মাইলফলক ছুঁলেন প্রাক্তন নাইট। ৪৮তম ব্যাটসম্যান হিসেবে আইপিএলে ২০০০ রান পূর্ণ করলেন শুভমন। আইপিএলে সব থেকে বেশি রান করার রেকর্ড রয়েছে বিরাট কোহলির ঝুলিতে। তাঁর এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ ৬৭২৭ রান। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে আইপিএলে দ্রুততম ২০০০ রান পূর্ণ করার কৃতিত্ব রয়েছে লোকেশ রাহুলের দখলে। তিনি ৬০টি ইনিংস খেলে এই মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন। এই তালিকায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে শচীন তেভুলকর (৬৩টি ইনিংস) এবং ঋষভ পন্থ (৬৪টি ইনিংস)।

রিয়াল মাদ্রিদ হেরে গেল

মাদ্রিদ— ঘরের মাঠে হেরে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। ভিয়ারিয়ালের কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবে হার স্বীকার করতে হল ২-৩ গোলের ব্যবধানে রিয়াল মাদ্রিদকে। গত ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ হেরে গিয়েছিল ৪-০ গোলে স্বাগতিদের কাছে। তাই আশা করা গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য দারুন ফুটবল খেলবে। কিন্তু সেই আশা পূরণ হয়নি। ভিয়ারিয়ালের চুবুওয়ের জোড়া গোলে এই জয় সহজ হয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে খেলায়। শেষ পর্যন্ত ভিয়ারিয়াল ৩-২ গোলে রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে লিগ টেবলে পঞ্চম স্থানে উঠে এলো। গত বছরে মার্চ মাসে বার্সার কাছে হেরে যাওয়ার পরে লা লিগার খেলায় ১৩ মাস পরে হারতে হলো রিয়াল মাদ্রিদকে। ভিয়ারিয়ালের কাছে হেরে যাওয়ার কারণে শিরোপা দখলের লড়াইয়ে রিয়াল মাদ্রিদকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়তে হল। বার্সেলোনা এখন লিগা খেতাব জয়ের পথে বেশ কিছুটা এগিয়ে

দলের হারের হাটিট্রক মেনে নিতে পারছেন না দিল্লি মালিক স্বয়ং

দিল্লি— কি হচ্ছে মাথায় ঢুকছে না! সৌরভ গাঙ্গুলি, রিকি পন্টিং ও শেন ওয়াটসনের মতন তারকা ক্রিকেটাররা দলের দায়িত্বে থাকার পরও হারের হ্যাটট্রিক। এ বারের আইপিএলে প্রথম দল হিসাবে হারের হ্যাটট্টিক করেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ডেভিড ওয়ার্নাররা প্রথম তিন ম্যাচই হারায় রেগে লাল দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক পার্থ জিন্দাল। দলের বেহাল দশার জন্য ক্রিকেটারদের মানসিকতাকেই দায়ী করেছেন তিনি। পার্থ ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন সমাজমাধ্যমে। তাতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দলের ভিতরের অস্বস্তি চলে এসেছে প্রকাশ্যে। পার্থ লিখেছেন, তিন ম্যাচ, তিন হার! এটা দেখা খুব কঠিন। ব্যাট হাতে কেউ প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স করতে পারছে না। মাঠে খুনে মানসিকতাও দেখা যাচ্ছে না। এখনও এই দলের উপর আমাদের আস্থা রয়েছে। আসুন আমরা দলবদ্ধ হই এবং আগামী মঙ্গলবার থেকে আবার নতুন ভাবে শুরু করি। এই দলের উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে। এগিয়ে চল দিল্লি। শনিবার রাজস্থান রয়্যালসের কাছে দিল্লির হারের কিছুক্ষণ পরে সমাজমাধ্যমে ভেসে ওঠে দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধারের বার্তা। মনে করা হচ্ছে, পার্থর সমালোচনার মূল লক্ষ্য ওয়ার্নারই। দিল্লির অধিনায়কের স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে মন্থর ব্যাটিংয়ের অভিযোগ তুলেচ্ছেন প্রাক্তন

ক্রিকেটারদের একাংশ। শনিবার দিল্লির লক্ষ্য ছিল ২০০ রান। ওপেন করতে নেমে ওয়ার্নার করেন ৫৫ বলে ৬৫ রান। প্রথম ম্যাচে ১৯৪ রান তাড়া করতে নেমে ওয়ার্নার করেছিলেন ৪৮ বলে ৫৬ রান। ওয়ার্নার যে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত, তা দেখা যাচেছ না আইপিএলে। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের একাংশ তাঁর মন্থর ব্যাটিং দেখে বিরক্ত। রান তাড়া করার ক্ষেত্রে দিল্লির ব্যর্থতার জন্য তাঁকেই দোষারোপ করা হচ্ছে। দিল্লি শিবিরে ওয়ার্নার নতুন নন। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আইপিএল খেলেছিলেন। গত মরসুম থেকে তিনি আবার দিল্লির ক্রিকেটার। ঋষভ পন্থ চোটের জন্য এ বারের প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাওয়ায় ওয়ার্নারকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেন সৌরভ, রিকি পন্টিংরা। নেতৃত্বের চাপ ওয়ার্নারের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলছে কিনা, সে প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু দিল্লিকে কামব্যাক করতে গেলে অনেকটাই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হবে তা আগাম বলে দেওয়া যায়। সেই পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে আবারও এভাবে গোটা দলকে কাঠগোড়ায় তুলতে সকলেই বাধ্য থাকবে। মঙ্গলবার ঘরের মাঠে আবারও দিল্লি খেলতে নামছে মুম্বই ইভিয়ান্সের বিরুদ্ধে। এই দুই দল এখনও এবারে আইপিএলের আসরে কোনও জয় দেখতে পায়নি।

यार्ठ नियं जाड़ा लाज করলেন আর্লি হালাভ



ম্যাঞ্চেস্টার— এক সপ্তাহ মাঠের বাইরে ছিলেন আর্লি হালান্ড। চোটের কারণে দলের সঙ্গে থাকতে পারেননি। তবে গত শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নেমেই ভেলকি দেখিয়ে দিলেন আর্লি হালান্ড। নরওয়ের এই তারকা ফুটবলার হালান্ডের জোড়া গোলে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জয় সহজ হয়ে যায়। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি জয় পেল ৪-১ গোলের ব্যবধানে সাদাস্পটনের বিপক্ষে। আর এই জয়ের ফলে খেতাবি লড়াইয়ে চাপ বাড়ল আর্সেনালের। আর্লি হালান্ডের নিজের দ্বিতীয় গোলটি ছিল ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতন। জ্যাক গ্রিলিশের সেন্টার থেকে উড়ে আসা বলটিকে বাই সাইকেল ভলিতে দুরন্ত গোল করলেন আর্লি হালান্ড। লিগ টেবলে এখন ম্যান ইউ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তারা ২৯ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট

অন্যদিকে ম্যাপ্থেস্টার ইউনাইটেড এখন লিগ টেবলে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। স্পট ম্যাকটমিকে ও অ্যান্টনি মার্শিয়ালের চেষ্টায় ম্যান ইউ ২-০ গোলে জয় পেয়েছে লিগ টেবলে পাঁচ নম্বরে জায়গা করে নিল টটেনহ্যাম দল

্রভারটনের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি নতুন নজির গড়লেন মার্কাস র্যাশফোর্ডরা। প্রথম পর্বে বিপক্ষ দলের গোলে ২১টি শট নেন তাঁরা। এভারটনের বিপক্ষে শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে খেলতে থাকে ম্যান ইউ। ৩৬ মিনিটে জেডন স্যাঞ্চোর পাস থেকে গোল করেন ম্যাকটমিনে। আর দ্বিতীয় গোলটি আসে ৭১ মিনিটে র্যাশফোর্ডের পাস থেকে। মার্শিয়ালের গোলে ম্যাঞ্চেস্টারের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। লিগ টেবলে ম্যান ইউয়ের জায়গা হয়েছে চতুর্থস্থানে।

আবার ঘরের মাঠে ব্রাইটনকে ১-২ গোলের ব্যবধানে উটেনহ্যাম হটস্পার হারিয়ে দিল। খেলার ১০ মিনিটে সন হিউন সিং গোল করেন। নিজের ২৬০ তম ম্যাচে ১০০ গোল করলেন সন হিউন। ৩৪ মিনিটে লিউস ডাঙ্ক গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন। তবে ৭৯ মিনিটে হ্যারি কেন জয় সূচক গোলটি করে এগিয়ে দেন উটেনহ্যামকে। ৩০ ম্যাচ শেষে টটেনহ্যাম ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে

রোনাল্ডোর রেকড ভাঙলেন মেসি



প্যারিস— অ্যার্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসি দারুন ছন্দে প্যারিস সাঁজাঁর জার্সি গায়ে। শনিবার রাতে লিগ ওয়ানের ম্যাচে নাইসের বিরুদ্ধে গোল করে নতুন রেকর্ডের মালিক হলেন মেসি। ভেঙে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর নজিরকে, পিএসজি ২-০ গোলে হারিয়ে ছিল নাইস দলকে। মেসি যেমন নিজে গোল করেছেন। আর অন্য গোলটি করার পিছনে তাঁর কৃতিত্ব। মেসি এই গোলটি করতেই ক্লাব জীবনে হাজারতম গোলের মালিক হয়ে গেলেন। স্পাানিস তারকা সের্জিও র্যামোসের সঙ্গে একই আসনে বসে পডলেন মেসি। এবং রোনাল্ডোকে পিছনে ফেলে দেন। ইউরোপের ক্লাবের হয়ে মোট ৭০২ টি গোল করেছেন। আর রোনাল্ডের ছিল ৭০১টি গোল ৭০২টি গোলের মধ্যে বার্সেলোনার হয়ে ৬৭২ টি গোল করেছেন মেসি। দেখতে দেখতে পিএসজি-র হয়ে ৩০টি গোল হয়ে গেল মেসির। ২০১২ সালে এক ক্যালেন্ডারে ৯১টি গোলের রেকর্ড গড়ে ছিলেন লিওনেল মেসি।

প্রাক্তন ফুটবলার ফিগুইরেডো প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন ডিফেন্ডার ও গোয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবলার মেনিলো ফুগুইরেডো শুক্রবার গভীর রাতে প্রয়াত হল। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। ফুটবল জীবনে একজন দক্ষ ও শক্তিশালী রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড় হিসেবে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। ১৯৬৪ সালে সন্তোষ টুফিতে গোয়ার প্রথম খেলোয়াড হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন নির্ভরযোগ্য ফুটবলার হিসেবে। তারপরেই তিনি ভারতীয় দলে ডাক পান। গোয়ার প্রথম ফুটবলার ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৪ সালে ভারত সফরে রাশিয়া ফুটবল দল আসে। তাদেরপ বিপক্ষে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। জীবনের বেশির ভাগ সময়টা গোয়ার সালগাওকার ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। সারা ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে মেনিলো ফিগুইরেডোর প্রয়াণে শোকবার্তায় বলেন, ভারতীয় ফুটবলে অপুরণীয় ক্ষতি

দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। মুদ্রক ও প্রকাশক : বিনীত গুপ্তা। সম্পাদক : শেখর সেনগুপ্ত। ম্যানেজিং এডিটর : আর্য রুদ্র। Reg No. WBBEN/2004/13865.

রয়েছে।

দ্বিতীয় স্থান পান।